পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1637, Saturday, July 12, 2025 *FREE* www.parichoy.com

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অনির্দিষ্টকালীন ছুটিতে পাঠানো হলো সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে

বিস্তারিত ৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ■ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে ট্রাম্পের আদেশ ক্লাস একশন মামলায় আবার স্থগিত করলেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের ফেডারেল বিচারক - ৫ম পাতায়
- ■ অবৈধ সমুদ্রপথে ইউরোপ প্রবেশে শীর্ষে বাংলাদেশ - ৫ম পাতায়
- ■ যুক্তরাষ্ট্রের ১০০০ কাউন্টিতে নেই নিয়মিত সাংবাদিক, সংবাদপত্রে আসছে না স্থানীয় খবর -৫ম পাতায়
- ■ ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতিতে এশিয়ার দেশগুলোই কেন প্রধান টার্গেট? - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ ইসরায়েলের সমালোচনা করায় জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ ইরানের ওপর থেকে যথ াসময়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেব বললেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ■ ট্রাম্পের অডিও ফাঁস, মস্কো ও বেইজিংয়ে বোমা ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন! - ৭ম পাতায়
- ■ যুক্তরাষ্ট্রসহ নতুন আরো পাঁচটি দেশে বাংলাদেশী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর সম্মতি পেল ইসি -৮ম পাতায়
- ■ চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত ভারত! - ৮ম পাতায়
- ■ আরও দেড় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে জানালো জাতিসংঘ - ৮ম পাতায়

ট্রাম্প খেপছেন পুতিনের উপর, রাশিয়ার বিরুদ্ধে বড় অ্যাকশনে কি আমেরিকা?

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ইউনূসের কপালে ভাঁজ, ভোট হলেই ক্ষমতায় চলে আসবেন খালেদা জিয়া, লড়াইয়ে হাসিনার আওয়ামী লীগও!

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of
KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324

Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● সে খুব একটা দক্ষ নয়। এক কথায়, সে একটি বিপর্যয়। সে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন পেয়েছে এটাই প্রমাণ করে, ডেমোক্র্যাটরা কতটা নিচে নেমে গেছে। - জোহরান মামদানি সম্পর্কে ট্রাম্প

● 'আধুনিক সভ্যতা ভেঙে পড়েছে, গণতন্ত্রও ব্যর্থ'- শততম জন্মদিনে মাহাথির মোহাম্মদ

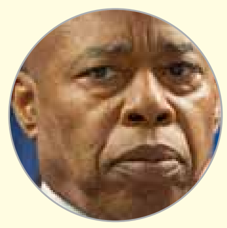

জোহরান মামদানি কৃষ্ণাঙ্গ না হয়েও আফ্রিকান-আমেরিকান পরিচয়কে পুঁজি করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছেন। এটা গভীর অপমানজনক। - কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ফরমে জাতিগত পরিচয়সম্পর্কিত একাধিক ঘরে মামদানর টিক দেওয়া প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস

● 'অধিকাংশ কলেজে ভর্তির আবেদনপত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার নাগরিকদের জন্য আলাদা কোনো ঘর থাকে না, তাই আমার পারিবারিক পটভূমি পুরোটা তুলে ধরার চেষ্টা হিসেবে আমি একাধিক ঘরে টিক দিয়েছিলাম।' - নিউইয়র্ক টাইমসকে জোহরান মামদানি

● আরব আমিরাতে ভিসা লঙ্ঘনকারীর মধ্যে ২৫ শতাংশেরও বেশি বাংলাদেশি - বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক-বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী

● সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ কিংবা নিম্নকক্ষ নির্বাচন কোনো মতেই মানবে না বিএনপি। এ ছাড়া রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগসহ কোনো বিভাগকেই দুর্বল করার পক্ষে নয় দলটি। - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ

● রাজনীতিতে যারা একেবারে এতিম, তারা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পিআর পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা আছে। বাংলাদেশের মানুষের এটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। অথচ এটাকে টেনে আনা হচ্ছে। - বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী

● 'আমরা মূলত দেশটাকে ঠিকঠাক করতে চাই। প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলও গঠন করেছি। দু'জন ছাত্রনেতা সরকারেও আছে। চেষ্টা করছি শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য কিছু করার। যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের জন্যই তো আমরা বেঁচে আছি। কারণ, গুলিটা হয়তো আমার শরীরেও লাগতে পারত' - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে ট্রাম্পের আদেশ ‘ক্লাস একশন’ মামলায় আবার স্থগিত করলেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের ফেডারেল বিচারক

পরিচয় ডেস্ক : জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকে সীমিত করতে একটি নির্বাহী আদেশ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বিতর্কিত এই আদেশের কার্যকারিতা সারা দেশে স্থগিত করলেন এক ফেডারেল বিচারক। এর আগে এই আদেশের বিরুদ্ধে বিচারকদের ‘ইউনিভার্সাল ইনজাংশন’ জারির ক্ষমতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের কনকর্ডে অবস্থিত জেলা আদালতের বিচারক জোসেফ লাপ্লান্ত ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের আদেশটি স্থগিত করেন। অভবাসী অধিকারকর্মীদের একটি শ্রেণি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন জোসেফ। মামলাটি করা হয়েছিল যেন জন্মের পর কোনো শিশুর নাগরিকত্ব হুমকির মুখে পড়লে তার পক্ষে এই মামলা পরিচালিত হয়। বিচারক লাপ্লান্ত মামলাটিকে শ্রেণি মামলা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ট্রাম্পের আদেশটি স্থগিত করেন।

জোসেফ লাপ্লান্ত বলেন, এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। যদি ট্রাম্পের আদেশ কার্যকর হয়, তবে বহু শিশুকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সেটা একান্তই অপূরণীয় ক্ষতি।

তবে তিনি সরকারের আপিল করার সুযোগ দিতে এই স্থগিতাদেশ সাত দিন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দিনশেষে লিখিত রায় দেবেন বলেও জানান। হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

অবৈধ সমুদ্রপথে ইউরোপ প্রবেশে শীর্ষে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : ইউরোপে অনিয়মিত অভিবাসনের জন্য সবচেয়ে ব্যস্ত ও বিপজ্জনক পথ হিসেবে আবারও সামনে এসেছে সেন্ট্রাল মেডিটেরেনিয়ান রুটের নাম। আর এই রুটে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি অবৈধ অভিবাসী লিবিয়া হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমান্ত পর্যবেক্ষণ সংস্থা ফ্রন্টেক্সের ১০ জুন প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে এই রুটে অভিবাসী প্রবেশের হার ১২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৩০০ জনে। এর মধ্যে লিবিয়া থেকে ইতালিতে পৌঁছেছেন প্রায় ২০ হাজার ৮০০ জন, যা আগের বছরের তুলনায় ৮০ শতাংশ বেশি।

ফ্রন্টেক্স জানায়, লিবিয়া থেকে ইউরোপে অবৈধভাবে পাড়ি জমানো অভিবাসীদের বড় অংশই বাংলাদেশি নাগরিক। এরপর রয়েছে মিশরীয় ও আফগান নাগরিকরা। এই বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছেন, আবার অনেকে পাচারকারী চক্রের ফাঁদে পড়ছেন।

ইউরোপে অভিবাসন কমলেও এই রুটে চাপ বাড়ছে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের ১০০০ কাউন্টিতে নেই নিয়মিত সাংবাদিক, সংবাদপত্রে আসছে না স্থানীয় খবর

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমে গেছে। রিবিল্ড লোকাল নিউজ ও সাংবাদিকতার বাইলাইন সংগ্রাহক মাক র্যাকের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাথাপিছু স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা গড়ে ৭৫ শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিসংখ্যানের মধ্যে ১ হাজারের বেশি কাউন্টি রয়েছে (যুক্তরাষ্ট্রের মোট কাউন্টির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ), যেখানে একজনও নিয়মিত সাংবাদিক নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে আমেরিকান সংবাদপত্রগুলোতে স্থানীয় সংবাদের সংকটের ভয়াবহতা উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্কুল বোর্ড, স্থানীয় খেলাধুলা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শহর ও নগর সরকারের কার্যক্রম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি কমে যাচ্ছে। এটিকে ‘গুরুতর ও বড়’ সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অনির্দিষ্টকালীন ছুটিতে পাঠানো হলো সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের (এসইএআরও) পরিচালক সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে গত ১১ জুলাই শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা। এর চার মাস আগে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে।

জেনেভাভিত্তিক স্বাধীন সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক হেলথ পলিসি ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ভারতে বাংলাভাষীদের ‘বাংলাদেশি’ বলে হেনস্তা, প্রতিবাদ মমতার

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষীদের ‘হেনস্তা’ করা হচ্ছে বলে আবারো অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। “কেউ বাংলায় কথা বললে তিনি বাংলাদেশি হয়ে যান না” এমন মন্তব্যও করেছেন তিনি।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে বাংলাভাষী পরিবারগুলোকে বাংলায় কথা বলার কারণে নিশানা করা হচ্ছে, তাদের ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেওয়া হচ্ছে, পানি ও বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের জোর করে ওই অঞ্চল থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে এমন একাধিক অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষীদের ‘হেনস্তা’ করা হচ্ছে বলে আবারো অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। “কেউ বাংলায় কথা বললে তিনি বাংলাদেশি হয়ে যান না” এমন মন্তব্যও করেছেন তিনি।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে বাংলাভাষী বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতিতে এশিয়ার দেশগুলোই কেন প্রধান টার্গেট?

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যযুদ্ধের নতুন পর্বে। আগামী ১ আগস্টের মধ্যে সমঝোতায় না পৌঁছালে বাংলাদেশসহ এক ডজনেরও বেশি দেশের ওপর চড়া শুল্ক কার্যকরের হুমকি দিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্পের এই উদ্যোগকে বলা হচ্ছে 'রেসিপ্রোকাল' বা পারস্পরিক শুল্ক পরিকল্পনার অংশ। এর ঘোষণা প্রথমবার আসে গত এপ্রিল মাসে। তখন ৯০ দিনের সময় দেওয়া হয় চুক্তি করতে। ৯ জুলাই সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এরই মধ্যে তার মেয়াদ বাড়িয়ে ১ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কোন কোন দেশ?

এ সপ্তাহে অন্তত ১৪টি দেশকে সতর্ক করা হয়েছে নতুন শুল্কের বিষয়ে। ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতিতে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর।

এসব দেশের মধ্যে রয়েছে : মিয়ানমার ও লাওস: ৪০ শতাংশ, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া: ৩৬ শতাংশ, বাংলাদেশ: ৩৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া: ৩২ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, কাজাখস্তান, বসনিয়া ও তিউনিশিয়া: ৩০ শতাংশ

এছাড়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কারোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প।

এখন পর্যন্ত কটি চুক্তি হয়েছে?

এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া আলোচনায় ট্রাম্প প্রশাসনের দেওয়া '৯০ দিনে ৯০ চুক্তি'র প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এখন পর্যন্ত কেবল দুটি চুক্তির কথা জানানো হয়েছে- যুক্তরাজ্য এবং ভিয়েতনামের সঙ্গে।

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে গত ৮ মে সই হওয়া চুক্তিতে বেশিরভাগ পণ্যে ১০ শতাংশ এবং স্টিল-অ্যালুমিনিয়ামে শূন্য শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে।

ভিয়েতনামের সঙ্গে ২০ শতাংশ শুল্কে চুক্তি হয়েছে। তবে এর পূর্ণ বিবরণ এখনো প্রকাশ হয়নি।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আপাতত একটি 'সংবেদনশীল বিরতি'তে রয়েছে। তবে চীনের বিনিয়োগে গড়া অনেক দেশকে লক্ষ্য করেই নতুন শুল্ক চাপানো হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

এশীয় দেশগুলোই কেন মূল টার্গেট?

ট্রাম্পের দাবি, এশিয়ার অনেক দেশই যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পণ্য রপ্তানি করে, কিন্তু আমদানি করে সামান্য। এই বাণিজ্য ঘাটতির জন্যই তারা শাস্তির যোগ্য। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যারা টেক্সটাইল, জুতা ও অন্যান্য ভোক্তা পণ্য উৎপাদনে নেতৃত্ব দেয়ড় তাদের ওপর শুল্ক আরোপে মার্কিন বাজারে এসব পণ্যের দামও বেড়ে যেতে পারে।

তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, শুধু বাণিজ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলা যায় না। অনেকের মতে, চীনকে ঘুরিয়ে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

তামার ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ট্রাম্পের, বিপাকে ভারত

পরিচয় ডেস্ক : ব্রাজিল থেকে আমেরিকায় আমদানিকৃত পণ্যের উপরেও ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন তিনি। তামার শুল্কের জন্য সমস্যায় পড়বে ভারত।

১ অগাস্ট থেকে তামার আমদানির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি ব্রাজিল থেকে আমদানির ওপর আরও ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

৯ জুলাই বুধবার হোয়াইট হাউসে এই ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। এদিন ট্রাম্প বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার মূল্যায়নের পরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

বস্তুত, বাণিজ্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের ওপর থেকে যথাসময়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেব - ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সাথে নতুন আলোচনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে ইরানের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চাই।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে ডিনারের শুরুতে ট্রাম্প

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলের সমালোচনা করায় জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কড়া সমালোচনা করায় ফ্রান্সেসকা লবানিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি জাতিসংঘের অধীন অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রয়টার্স, আল জাজিরাসহ একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার ফ্রান্সেসকা আলবানিজের ওপর নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আজ আমি জাতিসংঘ

মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ফ্রান্সেসকা আলবানিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছি। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ওঈঈ) মাধ্যমে মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের, কোম্পানিগুলো এবং কর্পোরেট নির্বাহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছেন তা অবৈধ ও লজ্জাজনক।'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে একাধিক দেশকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান ইতালিয়ান আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ আলবানিজ। তিনি গাজায় ইসরায়েলের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে টেক্কা দিতেই কি নতুন রাজনৈতিক দল 'আমেরিকা পার্টি' তৈরী করছেন ইলন মাস্ক!

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে জড়িয়ে গত ২৮ মে তার প্রশাসন থেকে বেরিয়ে গেছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও স্পেসএক্স প্রধান ইলন মাস্ক। তখন থেকেই গুঞ্জন ওঠে, রাজনীতির মাঠ ছাড়ছেন না বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবের; এমনকি গঠন করতে পারেন নতুন একটি রাজনৈতিক দলও। এবার সত্যিই নতুন রাজনৈতিক দল নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছেন মাস্ক।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৫ জুলাই শনিবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মাস্ক জানান, তার নতুন দলের নাম 'আমেরিকা পার্টি', যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত দুই দলীয় রাজনৈতিক কাঠামো রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

তবে এখনও পরিষ্কার নয়, এই দলটি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প খেপছেন পুতিনের উপর, রাশিয়ার বিরুদ্ধে বড় অ্যাকশনে কি আমেরিকা?

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনের উপরে যেভাবে রাশিয়া হামলা চালাচ্ছে তাতে ইউক্রেন সমর্থকদের উপরে চাপ বাড়ছে। ওই সমর্থকদের দলে রয়েছে আমেরিকাও। সেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেজায় চটেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপরে। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মস্কোর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে চিন্তাভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

জনপ্রিয় এক টিভি চ্যানেলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি মস্কোর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন বলে জানিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, পুতিন সব সময় খুব ভদ্র ব্যবহার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা নিরর্থক প্রমাণিত হয়। আমাদের ওপর অনেক বাজে চাপ দিচ্ছেন তিনি। তিনি অনেক মানুষ মেরে ফেলছেনড়তার সৈন্যদেরও, ইউক্রেনের সৈন্যদেরও। আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখছি।

এদিকে একই দিনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া ভাষণে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ বলেন, ইউরোপ কখনো ছেড়ে যাবে না ইউক্রেনকে। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স মিলে একটি জোট গঠন করে ইউক্রেনকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে, অস্ত্রের মজুত কমে আসায় ওয়াশিংটন ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। পেন্টাগন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সক্ষমতার পর্যালোচনা চলছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও পুতিনের সঙ্গে কয়েকবার ফোনালাপ করেও হামলা থামাতে পারেননি।

৮ জুলাই মঙ্গলবার রুশ মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানান, ইউক্রেন নতুন আলোচনার তারিখ প্রস্তাব করার অপেক্ষায় রয়েছে মস্কো। তিনি বলেন, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আলোচনার দিন ঠিক হবে। তখন আমরা ঘোষণা করে দেব।

ট্রাম্পের অডিও ফাঁস, মস্কো ও বেইজিংয়ে বোমা ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন!

পরিচয় ডেস্ক : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনে হামলা থেকে বিরত রাখতে মস্কোতে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই ভাবে তাইওয়ান ইস্যুতে বেইজিংয়ে বোমা মারবেন সি চিন পিংকে হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে অনুদান দাতাদের এ কথা বলেছিলেন ট্রাম্প নিজেই।

সম্প্রতি ওই আলাপচারিতার একটি অডিও সিএনএনের হাতে এসেছে।

সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফাঁস হওয়া ওই অডিওতে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, আমি পুতিনকে বলেছিলাম যে সে যদি ইউক্রেনে হামলা বন্ধ না করে তাহলে আমি মস্কোয় বোমা ফেলব। আমি তাকে বলেছিলাম যে, এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না। বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যে কারণে ব্রাজিলের উপর ক্ষুদ্ধ ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : সম্প্রতি ব্রিকস সম্মেলনে ট্রাম্পকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ব্রাজিলের বামপন্থি প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব এখন আর কোনো সম্রাট মেনে নেবে না।

এবার তার প্রতিক্রিয়ায় ব্রাজিলের পেছলে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নাসা ছাড়ছেন ২ হাজারের বেশি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, চ্যালেঞ্জের মুখে ভবিষ্যৎ মহাকাশ মিশন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা থেকে একসঙ্গে ২ হাজারের বেশি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা চাকরি ছাড়ছেন। এদের অনেকেই নাসার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এতে সংস্থাটির ভবিষ্যৎ মহাকাশ মিশন, বিশেষ করে চাঁদ ও মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা বড় চ্যালেঞ্জে পড়তে যাচ্ছে। নাসার ২৬৯৪ জন কর্মী ইতোমধ্যেই 'অগ্রিম অবসর', 'পদত্যাগ প্রণোদনা' বা 'স্থগিত পদত্যাগ' গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ২১৪৫ জন হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা (জিএস-১৩ থেকে জিএস-১৫)।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এদের অনেকেই ছিলেন বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে। এভাবে একসঙ্গে এত অভিজ্ঞ মানুষ চলে গেলেন, নাসার কার্যক্রমে বড় ধরনের 'অভিজ্ঞতাশূন্যতা' তৈরি হবে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, কর্মী ছাড় প্রক্রিয়া চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। বিশ্লেষকদের মতে, এসব কর্মী মূলত নাসার মিশন পরিচালনা, বিজ্ঞান গবেষণা এবং মানব মহাকাশ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন।

নাসার মূল কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার বড় অংশ তাদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এ ধরনের ব্যাপক 'অভিজ্ঞতা হারানো' আগামীতে চাঁদ ও মঙ্গল মিশনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকে গভীর সংকটে ফেলতে পারে।

হোয়াইট হাউজের প্রস্তাবিত ২০২৬ সালের বাজেটে নাসার তহবিল ২৫ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে পাঁচ হাজারেরও বেশি জনবল ছাঁটাইয়ের সুপারিশ রয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে নাসা ১৯৬০-এর দশকের পর প্রথমবারের মতো সবচেয়ে ছোট কর্মী সংখ্যা ও বাজেটে পরিচালিত হবে। বর্তমানে নাসার ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ছাঁটাই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা মাহমুদ খালিলের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করেছেন মাহমুদ খালিল নামে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী। যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনেরও নেতা তিনি।প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুই কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা করেছেন মাহমুদ খালিল নামে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক শিক্ষার্থী। যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনেরও নেতা তিনি।

সমালোচকরা বলছেন, প্রশাসন আসলে এসব অভিযোগকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনপন্থি বক্তব্য ও আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে। বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রসহ নতুন আরো পাঁচটি দেশে বাংলাদেশী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর সম্মতি পেল ইসি

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রসহ নতুন আরো পাঁচটি দেশে বাংলাদেশী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল ইসির জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এএসএম হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'নতুন করে আট দেশে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, জর্ডান, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ওমান- পাঁচ দেশে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করার সম্মতি পেয়েছি।' প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্বাচন কমিশন ৪০টি দেশে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। ইসি কর্মকর্তারা জানান, এর মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বর্তমানে নয়টি দেশের (সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা) ১৬টি স্টেশনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিবন্ধন ও ভোটার করার কার্যক্রম চলমান। জাপানে ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম শুরু করার সম্মতি দেয়ায় ১৫ জুলাই এ কার্যক্রম

শুরু করা হবে। এসব দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইসি কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচন কমিশন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনশক্তি ব্যুরো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসহ (বায়রা) বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছে, ৪০টি দেশে বাংলাদেশী প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রবাসী রয়েছেন সৌদি আরবে ৪০ লাখ ৪৯ হাজার ৫৮৮ জন। আর সবচেয়ে কম রয়েছেন নিউজিল্যান্ডে ২ হাজার ৫০০ জন। ইসির তৈরি সর্বশেষ প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানসংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নয়টি দেশ থেকে নিবন্ধনের আবেদন পড়েছে ৪৭ হাজার ৩৮০টি। যাচাই-বাছাইয়ে বাদ পড়েছে ৩ হাজার ৬৯২টি আবেদন। কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগ হাতে নেয়। এরপর ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনে ভোটার করে নেয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি।

বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ও সহযোগী হতে চায় চীন জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই

পরিচয় ডেস্ক : চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছেন, বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু হতে চায় তার দেশ। বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ওয়াং ই।

চীনা মন্ত্রী পররাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলেন, বাংলাদেশের বন্ধু হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশী এবং সহযোগী হতে চান তারা।

এ ছাড়া চীন বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনকে সমর্থন জানায় বলে জানান তিনি। এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নের পথ অন্বেষণেও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। ওয়াং ই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর একজন সদস্য।

বৈঠকে তিনি বাংলাদেশ-চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি দুই দেশের পুরোনো ইতিহাস এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশকে আধুনিক এবং উন্নত করতে চীন কাজ করতে চায়।

দেড় বছরে আরও দেড় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে জানালো জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক : মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও নির্যাতনের কারণে গত ১৮ মাসে বাংলাদেশে নতুন করে প্রায় দেড় লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে। শুক্রবার (১১ জুলাই) জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়, ২০১৭ সালে মায়ানমার থেকে প্রায় সাড়ে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর এটি সর্বোচ্চসংখ্যক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা। নতুন আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

ইউএনএইচসিআর জানায়, গত জুন পর্যন্ত বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নতুন ১ লাখ ২১ হাজার রোহিঙ্গাকে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে অনেককে এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি, যদিও তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাস করছেন। কক্সবাজারের মাত্র *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চায় না বিএনপি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের সাংবিধানিক নয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পক্ষে বিএনপি। গত বুধবার (৯জুলাই) ও মঙ্গলবার (৮ জুলাই) দুই দফায় অনুষ্ঠিত দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ মত উঠে এসেছে। বৈঠকে মতামত দিয়ে দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলেছেন, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্র প্রণীত হওয়ার পর রাষ্ট্রের যথ যথ প্রসিডিউর অনুযায়ী এটিকে আর্কাইভ (সংরক্ষণ) করার পক্ষে তারা। সংবিধানের মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্তের বিষয়ে একমত নন দলটির নীতিনির্ধারকরা।

সরকার ও রাজনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করতে চায় সরকার। এটি চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমদুকে। গত মঙ্গলবার জুলাই ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া মতামতের জন্য বিএনপির কাছে পাঠায়। ইতোমধ্যে বিএনপি মতামত সহকারে খসড়াটি পরিকল্পনা

উপদেষ্টার কাছে ফেরত পাঠিয়েছে।

এ বিষয়ে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, কয়েক দিন আগে সরকারের তরফ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে। আমরা গত বুধবার (৯ জুলাই) রাতে সেই মতামত দিয়ে দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমরা তিনবার সরকার চালিয়েছি। তাই সরকার, দেশ, জনগণ, রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, ভূরাজনীতি সম্পর্কে ধারণা আমাদের কোনো অংশে কম নেই। আমরাই প্রথম নতুন বাংলাদেশ চেয়েছি, আমরাই রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন করতে চেয়েছি, আমরাই অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চেয়েছি। অন্তর্বর্তী সরকারের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত ভারত!

পরিচয় ডেস্ক : চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা শঙ্কিত করে তুলছে ভারতকে। এমনই আভাস মিলেছে ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহানের সাম্প্রতিক বক্তব্যে।

তিনি বলেছেন, চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেদের স্বার্থে একে অন্যের প্রতি ঝুঁকছে। এই ঘনিষ্ঠতা ভারতের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইউনূসের কপালে ভাঁজ, ভোট হলেই ক্ষমতায় চলে আসবেন খালেদা জিয়া, লড়াইয়ে হাসিনার আওয়ামী লীগও!

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে ভোটে বিএনপিকেই এগিয়ে রাখছে সেদেশের তরুণদের একটি বড় অংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে জামায়াত। ১৫ শতাংশেরও বেশি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা আওয়ামী লিগেরও।

বাংলাদেশে নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে বিএনপিই। দেশের তরুণদের একটি বড় অংশ তেমনই মত। জানা গেল সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) পরিচালিত সমীক্ষায়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, তরুণরা মনে করেন, ৩৮. ৭৬ শতাংশ ভোট পাবে বিএনপি। দ্বিতীয় অবস্থানে জামায়াত। তাদের সম্ভাব্য ভোটপ্রাপ্তি ২১.৪৫ শতাংশ। অন্য ধর্মীয় দলগুলির ৪.৫৯ শতাংশ ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১৫.৮৪ শতাংশ, জাতীয় পার্টি ৩. ৭৭ শতাংশ আর অন্য দলগুলির ০.৫৭ শতাংশ ভোট পেতে পারে। আর আওয়ামী লিগ? ১৫ শতাংশের কিছু বেশি।

নাম৶যুবসমাজের পরিবর্তন: চাকরি, শিক্ষায় এবং জুলাই আন্দোলনের পর বদলানো রাজনৈতিক দৃশ্যপটে চলার পথ্থ।

সম্প্রতি ঢাকায় সমীক্ষায় রিপোর্ট পেশ করেছে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)। সমীক্ষায় যাঁরা অংশ নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৫. ১ শতাংশ তরুণ ছিলেন নিরপেক্ষ। নির্দিষ্টভাবে কোনও মতামত দেননি তাঁরা। আর ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ মনে করেন, দৈনন্দিন জীবনে মব জাস্টিস প্রভাব ফেলছে না। ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী প্রায় হাজার দুয়েক তরুণ তরুণী অংশগ্রহণে ১৭ কেস স্টাডি নিয়ে এই সার্ভে করা হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ইস্যু দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলছে, তা জানতেই বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় তরুণ-তরুণীদের। ডাকাতি ও চুরির মতো ঘটনার মতো ঘটনায় উদ্বিগ্ন ৮০. ২ শতাংশ তরুণ-তরুণী। ১২. ১ শতাংশ নিরপেক্ষ এবং ৭. ৭ শতাংশ একমত নন। সরকারি পরীক্ষার সময়সূচি নিয়ে হেরফের সহমত ৩৭.৪ শতাংশ। রাজনৈতিক হিংসা ও ক্যাম্পাসে সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৪৬. ৭ শতাংশ। ৫৬ .২ শতাংশের মতে, জনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট গ্রেফতার ও মামলার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে। ৫৩. ৬ শতাংশ মনে করে, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে।

হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় রাজসাক্ষী মিলল বাংলাদেশে, চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দিল আদালত

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় পাওয়া গেল রাজসাক্ষী। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরে সে দেশের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই মামলায় হাসিনা-সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল।

গত বছরের জুলাইয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধে হাসিনা ছাড়াও অন্য দুই অভিযুক্ত হিসাবে রয়েছেন সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হাসিনার ফোন কল ‘বিশ্লেষণ’! বিদ্রোহ রুখতে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার তাঁরই নির্দেশে, দাবি বিবিসির অন্তর্তদন্ত রিপোর্টে

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই! প্রকাশ্যে আসা একটি অডিয়ো যাচাই করে এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি। গত মার্চ মাসে হাসিনার একটি ফোনালাপের অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। সেটি যাচাই এবং বিশ্লেষণ করে বিবিসি জানিয়েছে, হাসিনাই নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহার করার জন্য। আন্দোলনকারীদের ‘যেখানে পাবে, সেখানেই গুলি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

আর ৭-৮ মাস আমরা (অন্তবর্তীকালীন সরকার) সরকারে থাকছি বললেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমরা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে দীর্ঘদিন থাকছি না, খুব বেশি হলে হয়তো ৭-৮ মাস। বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টা এবং আমি কিছু মৌলিক সংস্কার করতে খুবই সিরিয়াস। আমরা কোনো দীর্ঘমেয়াদি বা মধ্যমেয়াদি সংস্কার করব না।’ বুধবার (৯ জুলাই) ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত ‘অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং সামিট’ এ ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শাসনে এফআরসির ভূমিকা ও প্রভাব’ শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থ উপদেষ্টা আরো বলেন, ‘যতটুকু সংস্কার শুরু হয়েছে, আমরা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আমরা অনেক প্রতিবন্ধকতা ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। বহু জটিল বিষয় আছে যেগুলো বাইরে থেকে বুঝতে পারবেন না।’ এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় অন্তর্বতী সরকারের প্রতি ব্যবসায়ী ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর সমর্থনের প্রশংসা করেন তিনি। তিনিবলেন, ‘তারা খুব ভালো সমর্থন দিয়েছে।’ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মানসুর, ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর সোলেয়মান কুলিবালি প্রমুখ। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়রুজ্জামান মজুমদার। এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের লিড গভর্ন্যান্স স্পেশালিস্ট সুরাইয়া জান্নাত। বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের (আইসিএবি) সভাপতি এন কে এ মবিন এবং কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের (আইসিএমএবি) সভাপতি মাহতাব উদ্দিন আহমেদও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

‘আর আগলে রাখতে পারবে না ভারত’! হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের মুখে দিল্লির ‘নৈতিক স্বচ্ছতা’ দাবি করে বিবৃতি ঢাকার

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিতে ফের সরব ঢাকা! মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের আদালতে হাসিনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হওয়ার কথা। তার আগে বিবৃতি দিয়ে ভারতের ‘নৈতিক স্বচ্ছতা’ দাবি করল বাংলাদেশ। সে দেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম এ বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। তাঁর দাবি, “মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তকে আর আগলে রাখতে পারবে না ভারত।”

ওই পোস্টে ইউনূসের প্রেসসচিব লিখেছেন, “আমরা এখন ভারতকে বিবেক এবং নৈতিক স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সরকার অনেক দিন ধরে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে আইনানুগ অনুরোধ জানিয়ে আসছে। কিন্তু ভারত তা মানছে না। এটা আর চলবে না। যাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, এমন কাউকে ভারত আর আগলে রাখতে পারবে না। কোনও আঞ্চলিক বন্ধুত্ব, কৌশলগত হিসাবনিকেশ বা কোনও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারড় কোনও কিছুই সাধারণ নাগরিকদের ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যাকে আড়াল করতে পারে না।”

সম্প্রতি ব্রিটেনের বিবিসির অন্তর্তদন্তে হাসিনার বিরুদ্ধে উঠে আসা অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেছেন ইউনূসের প্রেসসচিব। তিনি লিখেছেন, ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েরই দীর্ঘদিনের বন্ধু ব্রিটেন। সেখানকার সংবাদমাধ্যমগুলিও এই নৃশংসতার কথা প্রকাশ করেছে। এই মুহূর্তের গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারত যেন ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখায়, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ডিমের দাম বাড়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের মামলা

পরিচয় ডেস্ক : ডিমের দাম বাড়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার বিরুদ্ধে আদলতে মামলা করলো ট্রাম্প প্রশাসন। লস এঞ্জেলেসের একটি আদালতে এই মামলা করা হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসন, আটর্নি জেনেরল রব বনটাসহ একাধিক কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে এই মামলায়।

মামলাতে বলা হয়, ''অনর্থক আমলাতান্ত্রিকতার জন্য ডিমের দাম বেড়েছে এবং এর জন্য ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য দায়ী।'

বার্ড ফ্লু-র কারণে ডিমের দামও বাড়ে যুক্তরাষ্ট্রে- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার পশুদের নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন এবং পোলট্রির উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি একটি বিবৃতিতে বলেন, ''এই সব উদার নীতির করণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সব নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।'

দিনাজপুরের আম আসছে যুক্তরাষ্ট্রে

পরিচয় ডেস্ক : এবার বাংলাদেশের দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জের বাগান থেকে সরাসরি আম আসছে যুক্তরাষ্ট্রে। বগুড়ার প্রবাসী বাংলাদেশি আব্দুল্লাহ মাহমুদ নামের এক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজন.কম নামের এক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ ব্যবসা শুরু করেছেন। বাংলাদেশ থেকে দিনাজপুরের বাগানের আম সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছেন হেদায়েতুল ইসলাম।

বাংলাদেশের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আম উৎপাদনে এখনো আধিপত্য ধরে রেখেছে রাজশাহী অঞ্চলের জেলাগুলো। দেশের মোট আম উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই হয় রাজশাহীসহ আশপাশের চার জেলায়। এর মধ্যে সর্বাধিক ৪ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে।

আমের রাজধানী হিসেবে পরিচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নওগাঁ আম উৎপাদনে দারুণ সাফল্য অর্জন করছে। সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হওয়ায় নওগাঁর আমের চাষাবাদ ও চাহিদা উভয়ই বাড়ছে, বাড়ছে আমের বাণিজ্যিক অর্থনীতির পরিসরও। কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, এ বছর জেলায় প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার আম উৎপাদনের *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার ৩৭ ট্রিলিয়ন ঋণ ডলার কতটা উদ্বেগের

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঋণ বিশ্বজুড়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত 'বিগ বিউটিফুল বাজেট বিল' কংগ্রেসের অনুমোদন পাওয়ার পর এই ঋণের মাত্রা এবং এর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমালোচকেরা আশঙ্কা করছেন, ট্রাম্পের কর-হ্রাস মূলক বাজেট বিলটি যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণে আরও অন্তত ৩ ট্রিলিয়ন ডলার যোগ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রমবর্ধমান ঋণ নিয়ে সমালোচকের অভাব নেই। এমনকি ট্রাম্পের সাবেক মিত্র ইলন মাস্কও বাজেট বিলকে 'ঘৃণ্য জঘন্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই বিপুল ঋণের বোঝা দেখে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, বিশ্ব আর কতদিন 'আংকেল স্যাম'কে ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকবে।

এই উদ্বেগগুলো ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। সম্প্রতি ডলারের দুর্বলতা এবং আমেরিকাকে ঋণ দেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীদের উচ্চ সুদের হার দাবি করতে শুরু করেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কমানোর জন্য এই অর্থ ধার করতেই হয়।

চলতি বছরের শুরু থেকে ডলারের দর পাউন্ডের বিপরীতে ১০ শতাংশ এবং ইউরোর বিপরীতে ১৫ শতাংশ কমেছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের খরচ সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে, তবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদের হার এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণের সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য, যা 'ইল্ড কার্ভ' নামে পরিচিত, তা বেড়েছে বা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। এটি মার্কিন ঋণ দীর্ঘ মেয়াদে কতটা টেকসই হবে তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান শঙ্কার ইঙ্গিত দেয়। অথচ, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের চেয়ে ধীরে সুদের হার কমিয়েছে, এতে ডলার শক্তিশালী হওয়ার কথা। কারণ, উচ্চ সুদ হারের কারণে বিনিয়োগকারীরা ব্যাংক আমানতে বেশি সুদ পেতে পারেন।

বিশ্বের বৃহত্তম হেজ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমে ২৭ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন, তারপরও ৮.৪৮%

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হার কমে জুনে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মে মাসে তা ছিল ৯ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৭ মাস পর প্রথমবারের মতো মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৫ শতাংশের নিচে নামল।

এর আগে, গত মে মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। জুন মাসে তা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ কমে বর্তমানে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন পর মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশের নিচে নামলো।

মূল্যস্ফীতির এ পতনের প্রধান কারণ খাদ্য *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

চার কারণে বাংলাদেশে কমছে বিদেশি বিনিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ব্যবসায়িক পরিবেশের অবনতি এবং উচ্চ সুদ ও করহারের কারণে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ক্রমেই কমছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) বাংলাদেশে এসেছে মাত্র ৯১ কোটি ডলার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৬ কোটি ডলার কম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসেই (জুলাই-ডিসেম্বর) যেখানে এফডিআই এসেছিল ৩৩ কোটি ডলার, সেখানে এবার তা নেমে এসেছে ২১ কোটি ডলারে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মতে বিনিয়োগের এ ধারা অব্যাহত থাকলে শিল্পোৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'কেউ বলতে পারবেন গত আট মাসে কোনো চীনা গার্মেন্টস বাংলাদেশে এসেছে? স্পিনিং মিল করেছে? আমাদের সঙ্গে পার্টনার হয়েছে? কেউ এ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ করতে চায় না, যেখানে গ্যাস নাই, বিদ্যুৎ নাই আর ব্যবসা করার খরচ দিনদিন বাড়ছে।' এ বাস্তবতার সঙ্গে একমত অর্থনীতিবিদরাও। তাঁদের মতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের ঘাটতি, অর্থনীতির নীতিগত অস্থিরতা-সব মিলিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারাচ্ছেন।

জানতে চাইলে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঘাটতিসহ নানান কারণে ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তায় ছিলেন।

এর ফলে ব্যবসার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে। যদিও পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও নতুন বিনিয়োগে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR
DHCARE
DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY
PPL
Facilitator
বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন
ADDRESSES
172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
332 Broadway, Staten Island, NY 10310
লক্ষণীয়
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি
CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

‘আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই’, ট্রাম্প ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার ঘোষণার পর মস্কো

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার প্রশ্নে অবস্থান বদলের বার্তা দিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার। মাস চারেক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, রুশ হামলা থেকে ভলোদিমির জ□লেনস্কির দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গঠিত ‘ইউক্রেন ডিফেন্স কনটাক্ট গ্রুপ’ থেকে সরে দাঁড়াবেন তিনি। মঙ্গলবার আমেরিকার সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনীর আকাশ হামলা ঠেকানোর জন্য ইউক্রেন সেনাকে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছে হোয়াইট হাউস।

ট্রাম্পও ইতিমধ্যেই রুশ হামলা ঠেকাতে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন ইউক্রেনকে। তিনি বলেছেন, ‘‘আমরা ওদের (ইউক্রেনকে) আরও কিছু অস্ত্র পাঠাচ্ছি। ওদেরও তো আত্মরক্ষা করতে হবে। ওদের উপর ভীষণ হামলা হচ্ছে এখন।’’ আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশই গত তিন বছর ধরে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য করে এসেছে। সেই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল ‘ইউক্রেন ডিফেন্স কনটাক্ট গ্রুপ’। কিন্তু গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে জ□লেনস্কির বাগ্‌যুদ্ধ

এবং বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পরেই সামরিক সাহায্যদান থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল হোয়াইট হাউস। ঘটনাচক্রে, ট্রাম্প হাত গুটিয়ে নেওয়ার পরে গত তিন মাসে ইউক্রেনের কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করেছে পুতিনসেনা। ইউক্রেন ফৌজকে হটিয়ে রুশ ভূখণ্ড কুর্স্কের বিস্তীর্ণ এলাকাও পুনরুদ্ধার করেছে তারা। কিন্তু পুতিনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে আমেরিকা খুশি নয় জানিয়ে মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেছেন, ‘‘রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবনাচিন্তা করছি।’’ প্রায় ছ’মাস আগে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেছিলেন ট্রাম্প। তা প্রত্যাহার করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ওয়াশিংটনের কাছে সন্ধির বার্তা পাঠিয়েছে মস্কো। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘‘আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামত করতে উদ্‌গ্রীব।’’ যদিও সেই সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য, ‘‘ট্রাম্প সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাতের সমাধান করা সহজ হবে না। তাঁর কল্পনার থেকেও বিষয়টি কঠিন।’’

ইউক্রেনকে অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র, অর্থ দেবে ন্যাটো জানিয়ে দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করবে ন্যাটোর মাধ্যমে এবং তিনি সোমবার (১৪ জুলাই) রাশিয়া নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন।

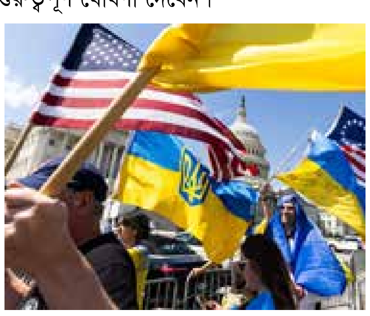

ট্রাম্প সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি হতাশা প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে অগ্রগতির ঘাটতির কারণে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর থেকেই এই যুদ্ধ চলছে। এনবিসি নিউজকে ট্রাম্প বলেন, আমি সোমবার (১৪ জুলাই)রাশিয়া নিয়ে একটি বড় ঘোষণা দিতে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা অস্ত্র ন্যাটোতে পাঠাচ্ছি এবং ন্যাটো সেই অস্ত্রের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে। তারপর ন্যাটো সেগুলো ইউক্রেনকে দেবে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহ করবে, কিন্তু সেই খরচ ন্যাটো বহন করবে।

তিনি ইউক্রেনকে সরাসরি মার্কিন অস্ত্র পাঠাবেন প্রেসিডেনশিয়াল ড্রডাউন অথরিটি ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টদের নিজস্ব অস্ত্র মজুত থেকে জরুরি ভিত্তিতে মিত্র দেশকে সহায়তা দেওয়ার সুযোগ দেয়।

দুই সূত্র জানায়, এই প্যাকেজের মূল্য হতে পারে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার এবং এতে থ াকতে পারে প্রতিরক্ষামূলক প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ও আক্রমণাত্মক মাঝারি পাল্লার রকেট।

এই পদক্ষেপের আগে ট্রাম্প প্রশাসন শুধু সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনুমোদিত অস্ত্রই পাঠিয়েছে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সৌদিতে সম্পত্তি কেনার সুযোগ পাচ্ছেন বিদেশীরা

পরিচয় ডেস্ক : সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসীরা ২০২৬ সাল থেকে দেশটির নির্দিষ্ট অঞ্চলে সম্পত্তি কিনতে পারবেন। সৌদি সরকার সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি নতুন আইন পাস করেছে। এর আওতায় বিদেশি ব্যক্তি ও কোম্পানিগুলোকে সৌদির নির্দিষ্ট এলাকায় সম্পত্তি কেনার অনুমতি দেওয়া হবে।

কোথায় বাড়ি কেনা যাবে?

প্রথম ধাপে *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

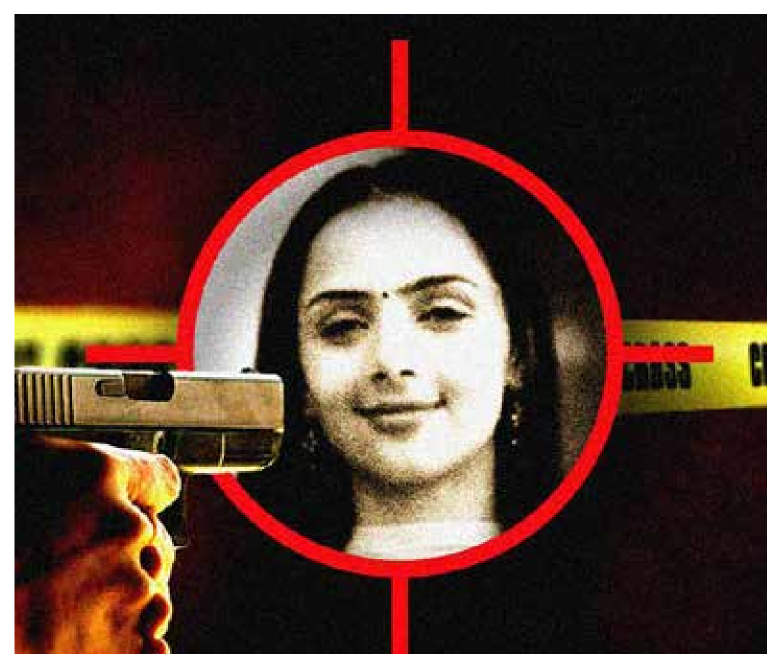

কি মর্মান্তিক! ভারতে বাবার গুলিতে কন্যা খুন

পরিচয় ডেস্ক : রান্না করছিলেন, পিছন থেকে এসে পর পর গুলি করেন বাবা! ঝাঁঝরা হয়ে যায় রাধিকার শরীর, কী ঘটেছিল সেই মুহূর্তে? রাজ্য স্তরে টেনিস খেলতেন রাধিকা। হরিয়ানার গুরুগ্রামে তাঁদের তিনতলা বাড়ি। ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে দোতলায় রান্না করছিলেন ২৫ বছরের খেলোয়াড়।

ভারতের হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবকে বাড়িতেই গুলি করে খুন করেছেন তাঁর বাবা দীপক যাদব। মেয়েকে লক্ষ্য করে পর পর পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন তিনি। তিনটি গুলি রাধিকার শরীর বিদ্ধ করে। বাকি দু’টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনাস্থলেই ২৫ বছরের ওই খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, রাধিকা এই সময়ে রান্নাঘরে ছিলেন। রান্না করছিলেন। আচমকা পিছন থেকে এসে তাঁর উপর গুলি চালান বাবা। কন্যাকে খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন দীপক। রাধিকা একটি টেনিস অ্যাকাডেমি চালাতেন। দীপক জানিয়েছেন, কন্যার রোজগারে খেতে হচ্ছেড় বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তা নিয়ে অবসাদে ভুগছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরাও অনেকে এ নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করছিলেন। কন্যাকে অ্যাকাডেমি বন্ধ করতে বলেছিলেন দীপক। কিন্তু রাধিকা তা মানেননি। এর পরেই ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে গুলি করে খুন করেন দীপক। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাজ্য স্তরে টেনিস খেলতেন রাধিকা। হরিয়ানার গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক ২-এর ব্লক জি-তে তাঁদের তিনতলা বাড়ি। ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে দোতলায় রান্না করছিলেন রাধিকা। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তাঁর বাবা পিস্তল নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন। আচমকা গুলি চালাতে শুরু করেন। তিনটি গুলিই রাধিকার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে বিঁধেছিল। ফলে তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

রাধিকার বাবার পিস্তলের লাইসেন্স ছিল। ঘাতক অস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ৫১ বছরের দীপক পুলিশকে জানিয়েছেন, গত ১৫ দিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। কারণ, তাঁর কন্যা তাঁর অমতে টেনিস অ্যাকাডেমি চালাচ্ছিলেন। রোজগার করছিলেন। এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। পড়শিরা কেউ কেউ তাঁকে রাধিকার রোজগার নিয়ে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

‘আমাদের ব্যবসা আমরা রক্ষা করবই’! ট্রাম্পের ৩৫% শুল্ক নিয়ে কানাডা, ফেন্টানাইল সংক্রান্ত অভিযোগ নাকচ

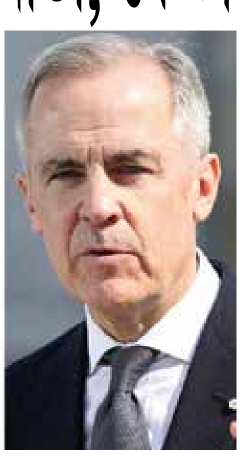

পরিচয় ডেস্ক : কানাডার পণ্যে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই শুল্ক-চিঠি শুক্রবারের মধ্যেই পৌঁছে যাবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নের কাছে। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের জবাবে তিনি জানান, দেশের ব্যবসা রক্ষা করবেন। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনার মধ্যে বার বার তাঁর সরকার এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন বলেও জানান কার্নে। পাশাপাশি, আমেরিকার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেন তিনি।

রুখতে ব্যর্থ হয়েছে অটোয়া। যদিও উল্টো সুর শোনা গেল কার্নের গলায়। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে কার্নে লেখেন, ‘‘উত্তর আমেরিকায় ফেন্টানাইল ঢোকা বন্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে আমাদের।’’ তিনি এ-ও জানান, দুই দেশের জীবন এবং সম্প্রদায় বাঁচাতে তাঁর সরকার আমেরিকার সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন কানাডার উপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, আমেরিকা এবং কানাডার মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি নিরসনের চেষ্টায় পাল্টা শুল্ক আরোপের পথে হেঁটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই প্রসঙ্গে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জানান, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন

মাহরুফ চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস একান্তভাবেই গণমানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন দেশের প্রতিটি আন্দোলন ছিল ইতিহাসের একেকটি মোড় ঘোরানো ক্ষণ, যেখানে জনগণের আকাক্সক্ষা ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সন্ধানে। এই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে, রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের ন্যায্যতা, সম্মান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন জনতার অভ্যুত্থানই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রতিটি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ই সবচেয়ে সংকটময়, কারণ তখনই শুরু হয় পুরোনো কাঠামো ভাঙার ও নতুন কাঠামো নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়া।

বর্তমানের বাংলাদেশ সেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বৈরশাসনের পতনের পরও দেশে এখনো সুসংহত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর ছাপ সুস্পষ্ট নয়। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কালপর্বে একদিকে যেমন পুরোনো শাসনযন্ত্রের ভাঙন, অন্যদিকে তেমনি নতুন রাষ্ট্রচিন্তার অস্পষ্টতা উভয়ের দ্বন্দ্বই জাতিকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতি হিসেবে আমাদের প্রয়োজন গভীরতর আত্মবিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও ব্যাপক জনশিক্ষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।

এই বাস্তবতায় 'গণঅভ্যুত্থান' কেবলমাত্র একটি দমনমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি এক নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের গভীর আকাক্সক্ষারও প্রতীক। এই আকাক্সক্ষা একটি ন্যায়ভিত্তিক, গণমুখী ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্নকে ধারণ করে, যেখানে নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায় নৈতিকতা, যুক্তি ও মানবিক বোধের ভিত্তিতে। এখানে ইনসাফ বা ন্যায়ের ধারণাটি আবেগনির্ভর কোনো কল্পনা নয়, বরং এটি একটি রূপান্তরধর্মী দার্শনিক ও রাজনৈতিক চেতনা, যার শিকড় বিস্তৃত মানবসভ্যতার গভীরে। প্লেটোর 'ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র' দর্শন থেকে শুরু করে ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়্যাহ'-নির্ভর সমাজ বিন্যাস, রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব, মার্ক্সের শ্রেণিবিন্যাসহীন রাষ্ট্রভাবনা, গান্ধীর অহিংস মানবিকতা এবং নেলসন মেন্ডেলার ক্ষমাশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব- সবই এক বিকল্প রাষ্ট্রচিন্তার দিকনির্দেশনা দেয়, যেখানে শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ন্যায়, কল্যাণ ও মানবিক মর্যাদা। সুতরাং গণঅভ্যুত্থান যখন রাষ্ট্র পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তা শুধু প্রতিক্রিয়া নয়; বরং একটি সুসংগঠিত, সুনির্দিষ্ট ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের ডাক।

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি হলো একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বিচারব্যবস্থাযেখানে আইনের শাসন কেবল সাংবিধানিক ধারায় নয়, বরং নৈতিক ন্যায়ের বাস্তব রূপায়ণে প্রতিফলিত হয়। জন লক যেমন সতর্ক করে দিয়েছিলেন 'যেখানে আইন স্তব্ধ হয়, সেখানেই অত্যাচার জন্ম নেয়'। বাংলাদেশের বর্তমান বিচারব্যবস্থা এই সতর্কবাণীকে যেন শাসন-সংস্কৃতির এক বাস্তব অভিশাপে পরিণত করেছে। দলীয় প্রভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি এখানে 'ন্যায়' শব্দটিকেই প্রায় নিঃস্বার্থ প্রতীকে পরিণত করেছে। ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমাতে' গভীরভাবে উল্লেখ করেছিলেন, 'অন্যায়ই সভ্যতার পতনের মূল কারণ'। এই কথাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, প্রতিহিংসামূলক মামলা, নিরীহ নাগরিকের হয়রানি ইত্যাদি যদি রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রশ্রয় পায়, তবে তা শুধু বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অবসান ঘটায় না; গণতন্ত্রের পথকে করে তোলে কন্টকাকীর্ণ। এর পরিণতিতে সমাজে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, যা কেবল আইন নয়, নাগরিক আচার-আচরণের ভিতকেও ভেঙে দেয়। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে বিচার হবে কেবল শাস্তির অনুশাসনে নয়, বরং তা হবে ন্যায়বোধ, মানবিকতা ও প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার সম্মিলন যেখানে ন্যায় শুধু আদেশ নয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থারও প্রতিফলন।

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্বের উদাহরণে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন কিংবা রুয়ান্ডার গ্যাকাকা আদালতএই দুই বিশেষ উদ্যোগই ইতিহাসের ভয়াবহ সহিংসতা ও নিপীড়নের পর ন্যায় ও পুনর্মিলনের পথ উন্মোচনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছার শক্ত সাক্ষ্য। এগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ন্যায় শুধু একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরকার প্রক্রিয়া *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর : যাহা পাই তাহা চাই না

মহিউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের রাজনীতির দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের একুশ লাইনের 'মরীচিকা' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। শেষ স্তবকে কবি বলছেন: 'যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর/ রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।/ যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই/ যাহা পাই তাহা চাই না।' আমরা কি মরীচিকার পেছনে ছুটছি?

শৈশবে পাঠ্যবইয়ে মরীচিকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ধুধু মরুভূমিতে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত পথিক দূরে জলের দেখা পায়। তপ্ত বালুরাশির ওপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন জলের বিভ্রম একসময় ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। আমরা যেন মরীচিকার পেছনে ছুটছি। কিছুতেই ধরতে পারছি না। রাজনীতিবিদেরা শিখিয়েছেন, তাঁদের কথা শুনলে, তাঁদের দেখানো পথে চললে আমরা সুখের সৈকতে পৌঁছে যাব। সেই থেকে আমরা হাঁটছি, ঘুরছি, দৌড়াচ্ছি; কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। সুখের দেখা মেলে না।

নেতারা একটার পর একটা ইশতেহার দেন। কত সুন্দর সুন্দর নাম সেগুলোর। গণতন্ত্রের চারণভূমিতে পৌঁছাব, সমাজতন্ত্র এল বলে। সেখানে কোনো বৈষম্য নেই। দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকিতে পড়েছে। তাঁদের ভোট দিলে সার্বভৌমত্ব টিকে যাবে। তারপর আমাদের যা চাহিদা, সব মিটে যাবে। আমরা কত কিছু চাই। আমাদের চাওয়াগুলোর কী সুন্দর ভাষা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ: অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,/ চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

দুই.

একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। দেশ স্বাধীন হলো। মানুষ স্বাধীন হলো না। জন্মের পর থেকে দেখছি 'ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'। আন্দোলন, সরকার বদল, স্বপ্নভঙ্গ, আবার আন্দোলন, সরকার বদল, আবারও স্বপ্নভঙ্গ। এ এক বৃত্তাকার চক্র। যেখান থেকে শুরু, সেখানেই ফিরে আসা। বৃত্ত আর ভাঙে না।

দেশপ্রেম মানুষের একটা সেন্টিমেন্ট। উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা তার অনুষঙ্গ। উন্নয়ন না হলে দেশের দরকার কী। মানুষের এই সেন্টিমেন্ট নিয়ে হাডুডু খেলে পাকা খেলুড়েদের কতিপয় সিন্ডিকেট। তারা ঘাড়ে-গর্দানে স্ফীত হয়। তারা অনেকেই টেম্পো ছেড়ে বিএমডব্লিউ চড়ে। এক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আরেক সিন্ডিকেট আশার বাণী শোনায়। আমরা পাঁচ-দশ বছর আগের কথা ভুলে যাই। আবারও ছুটি মরীচিকার পেছনে।

সোনার বাংলা শ্মশান কেনড়এই জিজ্ঞাসা থেকে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একসময় পৌঁছে গেল তুঙ্গে। আমরা স্বাধীন হলাম। আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবকেরা আমাদের উপহার দিলেন শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ মন্বন্তর। গুদামে চাল পচে। মানুষ না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরে। তখন থেকেই আমরা দেখেছি একের পর এক হীরক রাজার শাসন। কখনো সিভিল পোশাকে, কখনো সামরিক উর্দিতে।

জনগণের আকাঙ্ক্ষা আর সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে ঘটল একের পর এক পালাবদল। একাত্তর, পঁচাত্তর, নব্বই, ছিয়ানব্বই এবং সর্বশেষ চব্বিশ। আমরা দেখলাম ইতিহাসের দীর্ঘতম জুলাই। মনে হয়েছিল, জীবন-মরণ করি পণ/ শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড/ এসো মোরা মিলি একসাথ।

একটা জগদ্দল পাথর সরে গেল; কিন্তু তারপর?

তিন.

৩৬ জুলাই কি অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ, বিপ্লব, নাকি দাঙ্গা। এ নিয়ে কণ্ঠজীবী আর কলমজীবীদের বাহাস চলছে। একটি শব্দ নিয়ে আমরা একমত হতে পারছি না। আমরা নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি। সবাই এত স্বাধীন, যে কেউ যা খুশি করতে পারে। অমুককে ধরো, তমুককে মারো, এই চলছে দিনরাত। এটাই নাকি বিপ্লবের নিয়ম যে সে কোনো নিয়ম মানে না। ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে শোনা গানের সেই চরণের কথা মনে হয় 'পুরোনো সব নিয়ম ভাঙে অনিয়মের ঝড়।' আমরা সেই ঝড়ের কবলে পড়েছি।

দেশটা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। কর্তারা সংবিধানের শব্দাবলি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। সরকারি দপ্তরে সেবা পাওয়া যায় না। গণপরিবহনে অব্যাহত আছে মাফিয়া রাজত্ব। গাঁওগেরামের ছেলেরা ড্রোন আর বিমান বানাচ্ছে। আর আমাদের সেরা প্রকৌশলবিদদের আঁতুড়ঘরে তৈরি হচ্ছে রিকশা। অথচ আমাদের দরকার ছিল কয়েক হাজার আধুনিক বাস। একটা জাতি কতটা পশ্চাৎপদ মানসিকতায় ভুগলে এমন হতে পারে!

আমরা থ্রি জিরোর গল্প শুনছি। লোকে ঠাট্টা করে বলেড়আমাদের এখন জিরো গ্রোথ, জিরো এমপ্লয়মেন্ট, জিরো ল অ্যান্ড অর্ডার। আগে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

TITLE SPONSOR:
ঠিকানা
বহির্বিশ্বে সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র
river
SPONSORS:
GOLDEN AGE HOME CARE
SHAH NAWAZ
President & CEO
DHCARE
718 459 0180
www.dhcareny.com
Academy of Excellence
Anwar Subhani
Tel: (718) 523-4400/4600
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
917-282-9256
guidance
917-562-0132
MOSTAK AHMED
BARI HOME CARE
ASEF BARI
PRESIDENT
HASANUZZAMAN MALIK
ATTORNEY AT LAW
+1 (646) 667-5921
ATIQ RAHMAN
NURUL AMIN BABU
Abdul Kader Miah
Founder,
Abdul Kader Miah Foundation
Community Activist
& Businessman
RAJU MAHAJAN, ESQ
301-919-3610
934-345-7003
KIM & ASSOCIATES P.C.
Summer Festival 2025
শ্রাবণ মেঘের মেলা ২০২৫
FREE ENTRY
LIVE MUSIC
VENUE: PS 131 (AUDITORIUM)
170-45 84 Avenue, Jamaica, NY 11432
DATE: JULY 19, 2025 (SATURDAY)
Time: 1:00 pm to 11:00 pm
বিভিন্ন সেমিনার সহ থাকবে সেবা কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের আকর্ষণীয় স্টল।
এ ছাড়াও থাকবে খাবার, শাড়ি, চুড়ি, গহনা ও পোশাকের স্টল।
দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশ গ্রহণে
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
উপস্থাপনায়: উৎপল চৌধুরী
স্টল বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন-
হুসনে আরা বেগম
আহ্বায়ক
৩৪৭-৬৫৩-২০৯০
সালেহা আলম
যুগ্ম আহ্বায়ক
Rubaiya Rahman
President
সমন্বয়কারী:
সায়েদা আক্তার লিলি, মোঃ আব্দুস সালাম
গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, রিনা সাহা, নাসরিন সাফি
সার্বিক সহযোগিতায়:
রাব্বি সৈয়দ, আমজাম সিদ্দিকী রাফি, অনুভা শাহীন
আইরিন রহমান, সেলিনা খানম, রেজওয়ানা বশির
শাহ ফারুক রহমান, আহনাফ আলম
মাসুদুর রহমান, নুসরাত আলম
ডালিয়া চৌধুরী
সদস্য সচিব
৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১
ফিরোজা সাইদ
যুগ্ম সদস্য সচিব
Salma Ferdois
Executive Director
HOSTED BY:
NEW AMERICAN WOMEN'S FORUM OF NEW YORK
সৌজন্যে: মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ

রাজু আলীম

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চা, পাট এবং চামড়া। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অসৎ, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদের কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ সময় দেশের অর্থনীতি হয়ে ওঠে নাজুক ভঙ্গুর। বিশ্ব অর্থনীতির ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার বদলে স্বাধীনতা-পরবর্তী চার বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং অস্থিরতার চিত্র উঠে আসে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। '৭৫-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আর বিধ্বস্ত অর্থনীতির বাংলাদেশকে নতুন করে নতুন পরিচয়ে তুলে ধরেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

দেশের অর্থনীতির গতি বাড়িয়ে নতুন স্বপ্ন আর উদ্দীপনায় বলীয়ান বাংলাদেশকে তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বাংলাদেশের নুয়ে পরা অর্থনীতি এগিয়ে যায় নতুন পথে। কেবলমাত্র চা, পাট এবং চামড়া রপ্তানির বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে অর্থনীতিতে সৃষ্টি করে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। এ সময় তৈরি হয় দেশের রেডিমেট গার্মেন্টস খাতের ভিত। কেবল মধ্যপ্রাচ্য নয়, এ সময় ইউরোপ, আমেরিকা সহ পশ্চিমা দেশগুলোও দৃষ্টি দেয় বাংলাদেশের প্রতি।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর, দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার সর্বাধিক করার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে এবং রপ্তানি শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য তৈরি করা হয় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) নামে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। ফলে বাড়তে থাকে দেশের অর্থনীতির কলেবর। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৃষ্টি করা এই অর্থনৈতিক ভিত্তির হাত ধরেই ৮০ থেকে পরবর্তী তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে অর্থনীতিতে রপ্তানি পণ্য হিসেবে বাড়ে রেডিমেড গার্মেন্টেন্সের অবস্থান। দেশের গার্মেন্টস খাতে রপ্তানির প্রধান বাজার হয়ে ওঠে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি বাড়াতে ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংযুক্তি ছিলো একটি মাইলফলক। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প থেকে ৫.৫১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হয়েছিল, যা ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫.৬৭ শতাংশ। যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ছিলো মোট রপ্তানির ৩৮ শতাংশ। যুক্তরাজ্যে ২০ শতাংশের বেশি। এ সময় দেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় সংযুক্ত হয় চিংড়ি এবং চামড়া এবং সফটওয়ারের মতো পণ্যও। যদিও সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বাংলাদেশ খুব বেশি বাড়াতে পারেনি।

সম্প্রতি ২০২৫ সালের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোষাক রপ্তানি ২৯.৩৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২.৯৮ বিলিয়ন ডলারে। কিন্তু সবকিছুকে শঙ্কার কালো মেঘ ঢেকে দেয় হঠাৎ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে ট্রাম্পের ৩৫% শুল্ক আরোপের বিষয়টি। ৮ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর যে ৩৫% আমদানি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাত তৈরি করবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে একটি বড় রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক পটভূমি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট নীতি। যেখানে তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কথা বলেন। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র যে হারে শুল্ক দেয়, সেই হারে আমদানিকৃত পণ্যেও শুল্ক বসানো হবে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে ৩৫% শুল্কের আওতায় আনা হয়, যদিও কিছু বিশ্লেষকের এখনও বলছেন, এটি রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের একটি কৌশল। যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আলোচনায় সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি করা সম্ভব।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার, যেখানে বছরে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়ে আসছে। বর্তমানে এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় শুল্কমুক্ত বা স্বল্প শুল্কে প্রবেশ করত। কিন্তু ৩৫% শুল্ক আরোপের ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য পণ্যের দাম প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবে। ক্রেতারা সস্তা ও সহজলভ্য বিকল্প খুঁজতে গিয়ে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে অন্য দেশ যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, কিংবা মেক্সিকোর দিকে ঝুঁকতে পারেন। ফলে বাংলাদেশের অনেক পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

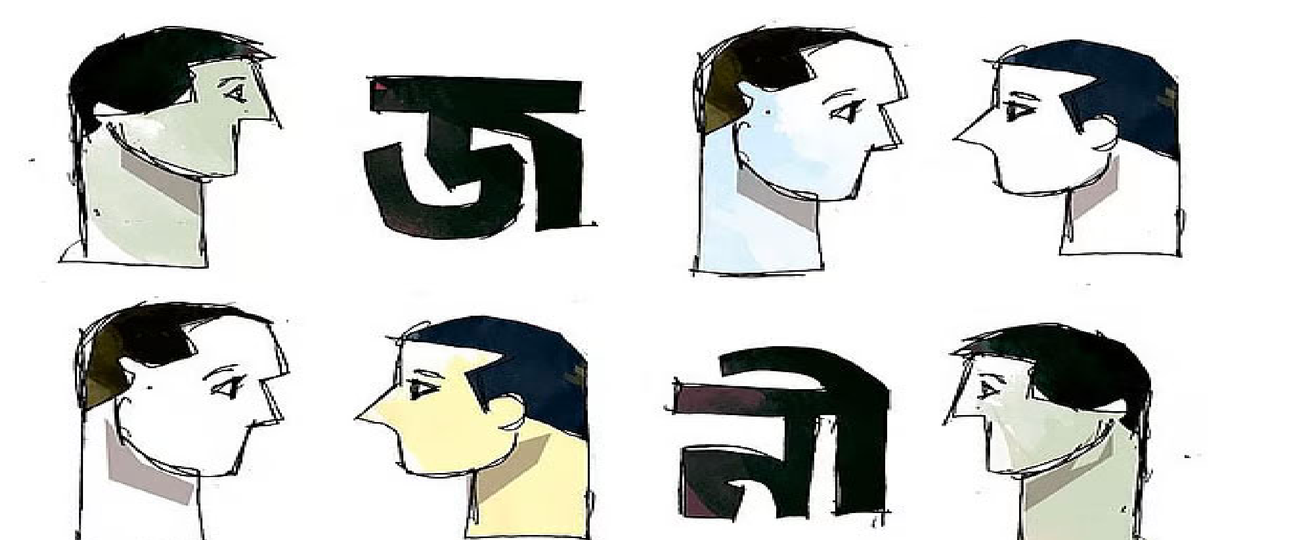

রাজনীতির নীতিহীনতা

হানিফ সংকেত

আমাদের দেশে পার্টির শেষ নেই। নানান পার্টি। একেকটির একেক চরিত্রড়চান্দা পার্টি, মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টি, গ্যাঞ্জাম পার্টি, ফার্স্ট পার্টি, থার্ড পার্টি, ব্যান্ড পার্টি। আছে নানান নামের পলিটিক্যাল পার্টি। এদের মধ্যে আবার ওয়ানম্যান পার্টিও আছে। তবে যে হারে পার্টির সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে নতুন পার্টির নাম খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

এমনই এক পার্টির নেতার কল্পিত সাক্ষাৎকার। যেখানে সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'এই যে নতুন পার্টি করেছেন, সারা দেশের মানুষ তো আপনাকে চিনবে না।' নেতা সগর্বে উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন-

: আপনি কোন যুগে বাস করেন ভাই? আপনি খালি বলেন, আপনিও একটা পার্টির জন্ম দেবেন, দেখবেন কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক শ ক্যামেরা হাজির হয়ে গেছে। ব্রেকিং নিউজ হবে, বিভিন্ন চ্যানেলের স্ক্রলে আপনার নাম যাবে, টক শোতে ঘন ঘন ডাক পড়বে। নানান শিরোনামে নতুন নতুন কনটেন্ট ছাড়বে। সারা দেশে পয়সা ছাড়া আপনার প্রচার হয়ে যাবে।

: কিন্তু রাজনীতিতে তো খরচাপাতি আছে?

: এইটাও কোনো সমস্যা না, মতলববাজ ব্যবসায়ীরা বসে আছে ইনভেস্ট করার জন্য। সুতরাং টাকার অভাব হবে না।

: তারা টাকা দেবে কেন, তাদের লাভ?

: তারা দান করবে, আপনি তাদের কুকীর্তির লাইসেন্স প্রদান করবেন।

: কিন্তু দল করে আপনার লাভ?

: আমি নেতা হলাম। কথা বললেই নানান রঙের কয়েক ডজন মাইক্রোফোন আমার সামনে সাজানো থাকবে। ম্যালা চ্যানেল তো, ওনাদেরও খবর দরকার। ভোট পাই না পাই আজকাল কিন্তু 'ওয়ানম্যান পার্টি'রও কদর আছে। ওনারা জোটে যান, তবে ভোটে হারেন। তারপরও মন্ত্রী হওয়া যায়।

: কিন্তু রাজনীতি করতে গিয়ে যদি সমস্যায় পড়েন?

: সুর চেঞ্জ করে ফেলব। স্ট্রেইট পল্টি।

: নির্বাচন এলে কী করবেন?

: এই চামড়ার মুখে যত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব, সব দেব।

: কিন্তু প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষা না করেন?

: জনগণ জানে, নির্বাচনের আগে অনেকেই অনেক কথা বলে, ওই সব মনের কথা না, মুখের কথা।

: জনগণ কী আপনার সঙ্গে আছে?

: আছে কি না জানি না, তবে সবাই সবকিছুই জনগণের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়, আমিও দিলাম। রাজনীতির নীতি কয়জন মেনে চলে?

আসলেই রাজনীতি করলে একটি নীতির প্রশ্ন আসে। সেই নীতির প্রতি কতজনের প্রীতি আছে, কতজনের ভীতি আছে, আর কয়জন সেই নীতিকে ইতি করে দিয়েছেন, সেই ইতিহাস অনেকেরই জানা।

যাঁরা এই রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন, তাঁরা নেতা, তবে এই নেতা ও নীতিকে অনেকে সমার্থক করে ফেলেন। মনে রাখতে হবে, নেতার কথাই নীতি নয়, নীতির ধারক হচ্ছেন নেতা। তবে আমাদের এখানে অনেক নেতার প্রিয় নীতির নাম দুর্নীতি, যা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। এই দুর্নীতির প্রধান কারণ হচ্ছে লোভ। অক্সফোর্ড গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঙ্ক বুকম্যান এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পৃথিবীতে প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে বটে, কিন্তু সবার লোভ মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।' এই লোভের কারণে অনেকেই দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে দুর্নীতির গতি আর নীতির দুর্গতি অতিশয় ক্ষতির প্রভাব ফেলে সর্বত্র। অথচ মানুষ তাকেই ভালোবাসে, যার নীতি ও আদর্শ আছে। সে জন্য রাজনীতিতেও দেখা যায় কেউ গালি খায়, কেউ তালি পায়।

কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রায় ১০ বছর শাসনক্ষমতায় ছিলেন। পদত্যাগের পর দেশে থেকেই তিনি নির্ভয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষের মতো। বিভিন্ন শপে গিয়ে কেনাকাটা করছেন। সেই ছবিও ফেসবুকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ময়দানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নেতা কিংবা ব্যক্তির ভাষণ দেওয়ার আগে নানান বিশেষণ দেওয়া হয়ড়সংগ্রামী জননেতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, জ্বালাময়ী বক্তা... ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শব্দ এখন আর তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এখন যে কারও ভাষণকে ঐতিহাসিক ভাষণ, যত ফ্যাসফেসে কণ্ঠই হোক না কেন, বলা হয় বলিষ্ঠ কণ্ঠ। তবে জ্বালাময়ী

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY
DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

গরমে যেসব অসুখ বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে

পরিচয় ডেস্ক : প্রচণ্ড রোদ এবং গরমের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বিভিন্ন রোগ এবং স্বাস্থ্য সমস্যা। গরমের দিনে পরিবারের বয়স্ক, অসুস্থ সদস্য এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। গরমের দিনে প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো। পাশাপাশি সুস্থ থাকতে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অবহেলা করলে বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। জেনে নিতে হবে গরমের দিনে কোন রোগের ঝুঁকি সবথেকে বেশি। এ মৌসুমে ডিহাইড্রেশন থেকে শুরু করে হিট স্ট্রোক পর্যন্ত, একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে সবথেকে বেশি। গ্রীষ্মকালে এমন কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সে সব কিছু থেকে নিরাপদে থাকার টিপস জেনে নিন:

ডিহাইড্রেশন বা পানিস্বল্পতা:

গরম আবহাওয়া অতিরিক্ত ঘাম ও জলশূন্যতার অন্যতম কারণ। গরমের মৌসুমে ঘাম এবং বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকার কারণে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে মাথা ঘোরা, ক্লান্তি বোধ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

কীভাবে সুস্থ থাকবেন: পানি পিপাসা না পেলেও সারা দিন প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। তরমুজ, শসা এবং নারকেলের মতো হাইড্রেটিং খাবার আপনার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না। এ সময় কফি এবং অ্যালকোহল গ্রহণ একেবারেই এড়িয়ে চলুন।

হিট স্ট্রোক:

মূলত অতিরিক্ত রোদে থাকার কারণে হিট স্ট্রোক হয়ে থাকে। এতে শরীরে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি তাপমাত্রা বেড়ে ১০৪ ডিগ্রি বা তার বেশিও হতে পারে। শুধু তাই নয়, সেসঙ্গে পানিশূন্যও হতে পারে শরীর। বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু, হৃদরোগী এবং ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিতে বেশি থাকেন।

কীভাবে সুস্থ থাকবেন : চড়া রোদে অর্থাৎ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঘরে থাকার চেষ্টা করুন। ঢিলেঢালা এবং হালকা রঙের পোশাক পরুন। বাড়ির বাইরে বের হলে টুপি বা ছাতা অবশ্যই ব্যবহার করুন। যদি হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে ঠান্ডা জায়গায় চলে যান এবং হাইড্রেট থাকার চেষ্টা করুন।

খাদ্যে বিষক্রিয়া:

অতিরিক্ত গরমে অনেকের হজমের সমস্যা হয়। গরমে খাবার অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যা খেলে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। তাই বাসি খাবার, রাস্তাঘাটের খোলা খাবার, রাস্তার লেবুর শরবত বা আখের রস এ সবকিছু এড়িয়ে চলুন।

কীভাবে সুস্থ থাকবেন : গরমের দিনে পচনশীল খাবার সঠিকভাবে ফ্রিজে রাখুন। খাবার আগে ফল, সবজি ভালো করে ধুয়ে খান। রাস্তার খাবার বা দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা খাবার এড়িয়ে চলুন।

বৃষ্টির পানিতে গোসল করা উপকারী নাকি ক্ষতিকর?

পরিচয় ডেস্ক : বৃষ্টির পানিতে গোসল করার অনেক সুফল আছে। ত্বক, চুল ও শরীরের জন্য বেশ উপকারী বৃষ্টির পানি। কারণ বৃষ্টির পানি ত্বকের জন্য ভীষণ উপকারী। এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে।

আর ভরা বর্ষার সময় এখন, তাই যখন-তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। রোমান্টিক মন যাদের, তারা তো ফুরসত মিললেই বৃষ্টিতে ভেজেন বাড়ির ছাদে কিংবা সামনের উঠোনে। কিন্তু মনের আনন্দে ভেজার আগে জেনে নিন, বৃষ্টির পানিতে গোসল করারও অনেক সুফল রয়েছে। বৃষ্টির শুরুতে ভেজা ঠিক নয়। কারণ বৃষ্টির প্রথম ধাক্কায় বায়ুমণ্ডলে থাকা ধূলিকণা কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ মাটিতে নেমে যায়। এরপর ইচ্ছামতো ভিজুন। কারণ বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে চুল পরিষ্কার করে। এ পানি নিরপেক্ষ ও সামান্য অ্যাসিডিক বা ক্ষারীয়। বৃষ্টি হলেই যারা গোসল করতে ছাদে চলে যান, তারা জেনে রাখুনড় নিয়মিত বৃষ্টির পানি দিয়ে চুল ধুলে নিষ্প্রভ চুলও হয়ে ওঠে ঝলমলে।

তবে বৃষ্টিতে গোসল করার পর সাধারণত পানি দিয়ে চুল শ্যাম্পু করতে হয়। তা হলে এই উপকার পাওয়া যাবে। ভালো হয় যদি নিমপাতার গুণাগুণ সমৃদ্ধ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়া যায়। এতে বর্ষার দিনে মাথার ত্বকে খুশকিও জমতে পারে না।

কারণ ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি পূরণ হয়। বৃষ্টির পানি মুহূর্তের মধ্যে আপনার মন সতেজ করে তুলতে সক্ষম। এতে এমন কিছু অণুজীব রয়েছে, যা বিপাকীয় উপজাত হিসেবে ভিটামিন বি১২ তৈরি করার ক্ষমতা রাখে। আপনি যদি ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি পূরণ করতে চান, তাহলে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য ঝুম বৃষ্টিতে গোসল করতে পারেন। তবে শর্ত একটাইড় বৃষ্টির পানিতে গোসল করার পর সাধারণ পানি, সাবান ও শ্যাম্পু দিয়ে ভালোভাবে শরীর ও চুল ধুয়ে নিতে হবে। বর্ষার মৌসুমে নিয়মিত ১০ থেকে ১৫ মিনিট বৃষ্টিতে স্নান করলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকে বলে মনে করা হয়।

প্রতিদিন গোসল কতটা জরুরি

পরিচয় ডেস্ক : শীতের দিনে গোসল করা নিয়ে অনেকেই ভয়ে থাকেন, বিশেষ করে গরম পানির ব্যবস্থা না থাকলে। গোসলের মাধ্যমে ত্বকে জমে থাকা ধুলাবালি ও ময়লা দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রতিদিন গোসল করা কি জরুরি?

গোসল হলো সামাজিক রীতি এবং কিছুটা ব্যক্তিগত অভ্যাসও। তবে, বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিদিন গোসল ত্বকের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এখন গোসলের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বিষয় জেনে নিন-

কতবার গোসল প্রয়োজন?

প্রতিদিন গোসলের প্রয়োজন নেই এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত হলেও সপ্তাহে ঠিক কতবার গোসলের প্রয়োজন তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। ত্বকের ধরণের ওপর ভিত্তি করে সপ্তাহে এক বা দুইদিন কিংবা বা এক/দুই/তিন দিন পরপর গোসল করা যেতে পারে। যাদের ত্বক তৈলাক্ত তারা এক বা দুই দিন পরপর, আর যাদের ত্বক শুষ্ক তারা সপ্তাহে এক বা দুই দিন গোসল করতে পারেন। তবে, যাদের ত্বকে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হয়, শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম করেন কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা পরিবেশে কাজ করেন তাদের প্রতিদিনই গোসল করা প্রয়োজন। প্রতিদিন গোসলের প্রয়োজন না থাকলেও হাত এবং মুখ পরিষ্কার করা এবং অবশ্যই ত্বকের যত্ন নিতে হবে।

প্রতিদিন গোসলের ক্ষতি কী?

আমাদের ত্বক থেকে এক ধরনের তেল নিঃসরিত হয়, যা ত্বককে মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে। এ ছাড়াও, ত্বকের বাইরের স্তরে কয়েক ধরনের স্বাস্থ্যকর জীবাণু বাস করে যারা রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখে। গোসলের সময় ত্বকের নিঃসরিত তেল এবং এসব জীবাণু পরিষ্কার হয়ে যায়, যা ত্বক এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ত্বক উজ্জ্বলতা হারিয়ে খসখসে হয়ে যেতে পারে। আর এ কারণে চুলকানি অনুভূত হতে পারে। এমনকি ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে সংক্রামক রোগও হতে পারে।

কীভাবে গোসল করবেন?

ঙ কুসুম গরম পানি দিয়ে দ্রুত গোসল শেষ করুন।

ঙ গোসলে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষারীয় এবং তেলযুক্ত সাবান ব্যাবহার করুন। মনে রাখবেন শরীরের সবস্থানে এবং প্রতিবার গোসলেই সাবানের প্রয়োজনীয়তা নেই। হাত, মুখ, বগল ও উরু এলাকায় সাবান ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। ত্বকের ধরন অনুযায়ী সাবান নির্বাচন করুন। এজন্য চিকিৎসকের পরামর্শও নিতে পারেন।

ঙ গোসলের সময় বেশি জোরে ত্বক ঘষবেন না। এজন্য নরম স্পঞ্জ বা কাপড় ব্যবহার করতে পারেন।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : আমরা প্রায় সবাই জানি, গাজর চোখের জন্য ভালো এবং দুধ হাড় ও দাঁতের জন্য উপকারী। তবে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কী খাবেন, তা নিয়ে অনেকের ধারণা নেই। বাস্তবতা হলো, মস্তিষ্ক কার্যকর রাখতে এবং তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে খাবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউরোসায়েন্টিস্ট লিসা মোসকোনি বলেন, ‘খাবার আমাদের মস্তিষ্ককে কার্যকর রাখতে সাহায্য করে। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। তাই শরীরের অন্য অঙ্গের মতো মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে কী খেতে হবে, সে দিকে নজর দেওয়া জরুরি।’

শিশুদের মস্তিষ্ক দ্রুত নতুন নিউরন তৈরি করে এবং বিকাশ লাভ করে। ফলে তাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে আরও বেশি জরুরি। প্রথম কয়েক বছরে শিশুদের মস্তিষ্ক এত দ্রুত পরিবর্তন হয় যে একটি শিশুর মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা মিল্কিওয়েতে থাকা তারার থেকেও বেশি হতে পারে! এ জন্য শিশুদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের জন্য মোট ৪৫টি পুষ্টি উপাদান চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে প্রোটিন, জিংক, আয়রন, কোলিন, ফলেট, আয়োডিন, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২ এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। এসব উপাদান শিশুর মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশে এবং বড়দের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। যে খাবারগুলো নিয়মিত খেতে হবে সেগুলো হলো।

বেরি : ব্লুবেরি, ব্ল্যাকবেরি, রাসবেরি, স্ট্রবেরি ইত্যাদি বেরি মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই ফলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় সেগুলো মস্তিষ্কের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং নিউরোট্রান্সমিটার (স্নায়ু সংকেত) তৈরি করতে সাহায্য করে। বেরি জাতীয় ফল দই বা চকলেটে ডুবিয়ে খাওয়া যায় অথবা এগুলো দিয়ে সুস্বাদু ডেজার্ট তৈরি করে খাওয়া যায়।

আলু : আলুতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করতে সাহায্য করে। এটি আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং রাতে ভালো ঘুম হতে সহায়তা করে। আলু একটি সহজ ও পুষ্টিকর খাবার১ একে শিশুদের খাবারে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

মিষ্টি আলু :মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে। এ ভিটামিনটি স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ এবং কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়। মিষ্টি আলু সরাসরি খেতে ভালো না লাগলে বেকড, ফ্রাই বা স্যুপে দিয়ে খেতে যায়। এটি স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।

মাছ : মস্তিষ্কের প্রায় ৫০ শতাংশ চর্বি দিয়ে তৈরি। এই চর্বির মধ্যে ডোকোসাহেক্সেনিক অ্যাসিড বা ডিএইচএ গুরুত্বপূর্ণ। এটি মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ এবং শেখার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার যেভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে

পরিচয় ডেস্ক : আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবার, বিশেষ করে অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার খুবই জনপ্রিয়। এগুলো সহজলভ্য, স্বাদে ভালো এবং তুলনামূলক সস্তা। তবে গবেষণাগুলো বলছে, এই খাবারগুলো নিয়মিত বা অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরের ওপর পড়তে পারে ক্ষতিকর প্রভাব। এগুলো অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত করায় প্রাকৃতিক উপাদান কম থাকে। এতে থাকে সংরক্ষণকারী পদার্থ, কৃত্রিম রং ও স্বাদ, অতিরিক্ত চিনি, লবণ এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট। যেমন প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, চিপস, সফট ড্রিংকস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি।

এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এ ধরনের খাবার খাওয়ার কারণে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘আমেরিকান জার্নাল অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন’-এ গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটির জন্য আটটি দেশের প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করেন গবেষকেরা। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষকেরা দেখেন, খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের পরিমাণ যত বাড়ছে, মৃত্যুঝুঁকিও তত বাড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা বেশি পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত খাবার খান, তাঁদের ওজন বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। প্রতিদিন ৪ বারের বেশি এমন খাবার খেলে মৃত্যুর ঝুঁকি ১৮ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

বয়সের ছাপ ধীর করতে মটর

পরিচয় ডেস্ক : বয়স বাড়লে ত্বকে ফুটে ওঠে রেখা, এটা স্বাভাবিক। তবে পুষ্টি সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া বয়সের ছাপ ধীর করতে ভূমিকা রাখে।

চল্লিশ বা পঞ্চাশের পরেও তরুণ দেখানোর গোপন রহস্য হিসেবে অনেকটাই কাজ করে দৈনিক খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা। আর বয়সরোধী উপাদান হিসেবে মটর, শুঁটি ও বীজ ধরনের খাবার হতে পারে সহজলভ্য।

পুষ্টির আধার: হেল্‌থশটস ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডলি বালিয়ান বলেন, “কালো মটর, ছোলা, ডাল ধরনের খাবার এবং কিডনি বিনস অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিতে ভরপুর। যা সুস্থ বয়সের গতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।” এগুলো ভেষজ প্রোটিন, আঁশ, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ যা সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে।

ত্বকের স্বাস্থ্য

বয়স বোঝার দৃশ্যমান স্তর হল ‘ত্বক’। মটর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- ভিটামিন সি ও ই সমৃদ্ধ যা ফ্রি রেডিকেলস’য়ের কারণে হওয়া ত্বকের অক্সিডেটিভ চাপ কমায়। অন্যদিকে মটরে আছে বায়োটিন, যা একটা ভিটামিন বি। এটা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এই পুষ্টি উপাদান ত্বকের তারুণ্য ফুটিয়ে তুলে বয়সের ছাপ, ভাঁজ ও বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে।

হাড়ের স্বাস্থ্য

মটরে থাকে নানান খনিজ উপাদান যেমন- ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ও ফসফরাস। এগুলো হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। হাড়ের পুষ্টি কমে নানান রকম জটিলতা যেমন- অস্টিওপোরেসিস’য়ের মতো বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

হৃদস্বাস্থ্য

বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা দেয় হৃদরোগ। মটরে থাকা আঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এতে থাকা পটাসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর। খাবার তালিকায় মটর ধরনের খাবার যোগ করলে সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। মটরে আছে চমৎকার খাদ্য-আঁশ যা হজম স্বাস্থ্য উন্নত রাখতে আবশ্যক। হজম সমস্যা যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখা দেয়। আঁশ সমৃদ্ধ খাবার যেমন- মটর, শুঁটি, কলাই হজম স্বাস্থ্য উন্নত রাখতে সহায়তা করে।

গরুর মাংসের সঙ্গে কলিজা কষা

পরিচয় ডেস্ক : একঘেয়ে মাংসের ঝোল বা ভুনা রান্না না করে তৈরি করা যেতে পারে বাটা মসলায় ঝালমিষ্টি গরুর মাংসের সঙ্গে কলিজা কষা।

উপকরণ : গরুর মাংস ও কলিজা ১ কেজি, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, আদারসুন বাটা ৩ টেবিল চামচ, ধনিয়া বাটা আধা চা-চামচ, জিরা বাটা এক চাচামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৩ টেবিল চামচ, মরিচ বাটা ২ চা চামচ, হলুদ বাটা ২ চা-চামচ, বড় এলাচ একটি, দারুচিনিএলাচলবঙ্গ ৬/৭টি, তেজপাতা ২টি, টমেটো সস ২ চা-চামচ, চিনি সামান্য, তেল হাফ কাপ, কাঁচা মরিচ ৫/৬টি ও পানি প্রয়োজনমতো।

প্রণালি : হাড়সহ গরুর মাংস ও কলিজা পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর কড়াইয়ে তেল গরম করে আস্ত গরম মসলা দিয়ে বাটা সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর লবণ ও টক দই ফেটিয়ে দিয়ে কষাতে হবে, গরুর মাংস দিয়ে নেড়েচেড়ে মিক্স করে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস ও কলিজা কষানো হলে পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাংস ও কলিজা সিদ্ধ হলে এবং পানি শুকিয়ে এলে সস দিয়ে নেড়েচেড়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে চিনি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন বাটা মসলায় ঝাল-মিষ্টি গরুর মাংসের সঙ্গে কলিজা কষা।

কড়াই গোস্ত

পরিচয় ডেস্ক : ঝাল-মশলাদার খাবারটি রুটি বা পরোটার সাথে জমবে দারুণ।

উপকরণ: ১ কেজি গরুর মাংস, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, মাংসের মসলা, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল-জয়ত্রী বাটা, টক দই, টমেটো কিউব, তেজপাতা, রসুন, তেল, লবণ।

রান্নার পদ্ধতি: মাংস সব মসলায় মেখে ২৫ মিনিট মেরিনেট করুন। প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে অন্য কড়াইয়ে টমেটো, রসুন, পেঁয়াজ ভেজে কষানো মাংস দিন। ২-৩ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

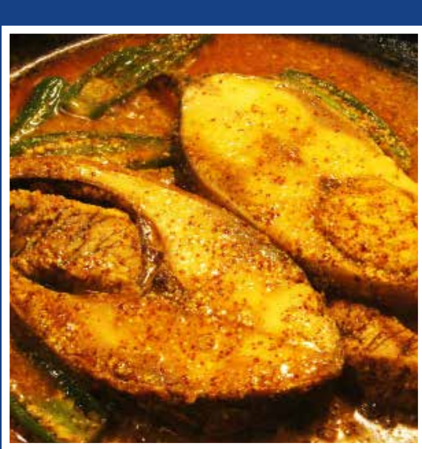

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights NY 11372, Tel: 718-429-5556

কুমড়ো বড়ি দিয়ে লাউ-চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক : বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে লাউ-চিংড়ী খুবই জনপ্রিয় তবে সেই সাথে কুমড়োর বড়ি যদি থাকে তা আরো স্বাদের অবশ্যই।

উপকরণ: মাঝারি লাউ ১টি, মাঝারি আকারের চিংড়ি খোসাসহ ১২টি, কুমড়ো বড়ি ১০টি, মাঝারি আকারের পেঁয়াজ ১টি, রসুন ৪ কোয়া, কাঁচা মরিচ ২৩টি, আদাবাটা আধা চাচামচ, জিরাবাটা আধা চাচামচ, আধা চাচামচ মেথিবাটা বা গুঁড়া, হলুদ ১ চিমটি, ১ চামচ তেল (অর্ধেক শর্ষে তেল ও অর্ধেক ঘি) ও পানি ২ কাপ।

প্রণালি: প্রথমে লাউ কেটে ৫ মিনিট ভাপে দিয়ে নিতে হবে। এরপর ১ চামচ তেলে রসুন ও পেঁয়াজ হালকা ভেজে লবণ, হলুদ, আদাবাটা, জিরাবাটা ও মেথিবাটা দিয়ে মাখানো চিংড়িগুলো নাড়া দিন। এবার ভাপা লাউ পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পরে আগে টেলে রাখা কুমড়ো বড়ি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ১০ মিনিট রান্না করতে হবে।

করলা-মুগডাল

পরিচয় ডেস্ক : গুরুপাক বা ভারী মসলায় নয়, বরং খুব হালকা তেলে রান্না করা খাবারগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মাত্র ১০ মিনিটেই প্রতিটি পদ তৈরি করা সম্ভব।

উপকরণ: কাঁচা মুগডাল সিকি কাপ, ঘি ও শর্ষের তেল ১ চাচামচ, আদাবাটা ১ চাচামচ, গোটা জিরা, মোটা করে কাটা মাঝারি আকারের করলা ১টি, ধনেপাতা প্রয়োজনমতো, হিং সিকি চাচামচ, কাঁচা মরিচ ২৩টি, পানি ৩ কাপ, লবণ প্রয়োজনমতো ও কাঁচা মরিচ ৪টি।

প্রণালি: প্রথমেই কাঁচা মুগডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে ও করলার বিচি ফেলে একটু মোটা আকারে গোল গোল করে কেটে নিন। এরপর তেলে কাঁচা মরিচ, হিং ও জিরা ফোড়ন দিয়ে কাঁচা মুগডাল ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করে আদাবাটা, লবণ ও পানি দিয়ে ঢেকে দিন। ডাল ফুটে আধা সেদ্ধ হলে তাতে চাক করে কাটা করলা দিয়ে দিন। সেদ্ধ হয়ে থকথকে হলে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা ছিটিয়ে তুলে ফেলতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন, যেন করলার সবুজ রং পরিবর্তন না হয়।

চার কারণে বাংলাদেশে কমছে

১০ পৃষ্ঠার পর

কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, দেশি বা বিদেশি দুই ক্ষেত্রেই।'
পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ মনে করেন, পলিটিক্যাল আনসার্টেইনটি ফেব্রুয়ারি থেকেই বাড়ছে। এর প্রভাব সরাসরি বিনিয়োগের ওপর পড়েছে।
এক্সচেঞ্জ রেটে স্থিতিশীলতা কিছুটা ফিরে এলেও মূল্যস্ফীতির দিক দিয়ে এখনো ইতিবাচক অগ্রগতি নেই। বিদেশি বিনিয়োগ না আসার ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন কমেছে এবং বাড়ছে বেকারত্ব, যা দেশের যুবসমাজ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি তৈরি করছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, নতুন বিনিয়োগ না হলে উৎপাদন বাড়বে না, কর্মসংস্থানও বাড়বে না এটাই বাস্তবতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, করহার ও সুদহার যৌক্তিক মাত্রায় আনা, জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্পোৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো, অবকাঠামো ও নীতিসহায়ক ব্যবস্থার সংস্কার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলেছেন, বিদেশি বিনিয়োগ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।
কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিস্থিতি আস্থার সংকটে ভুগছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক নীতি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ছাড়া এ সংকট কাটানো সম্ভব নয়। এখনই সময় বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের। অন্যথায় শিল্প ও শ্রম উভয় খাতেই দীর্ঘমেয়াদি ধস অনিবার্য। সংবাদসূত্র দৈনিক কালের কণ্ঠ

দিনাজপুরের আম আসছে যুক্তরাষ্ট্রে

১০ পৃষ্ঠার পর

সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, আম উৎপাদনে এখনো আধিপত্য ধরে রেখেছে রাজশাহী অঞ্চলের জেলাগুলো। দেশের মোট আম উৎপাদনের প্রায় অর্ধেকই হয় রাজশাহীসহ আশপাশের চার জেলায়। এর মধ্যে সর্বাধিক ৪ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জে।
মৌসুমে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নওগাঁ। গত বছরের তুলনায় ৩০০ হেক্টর জমি বেড়ে এ বছর জেলায় আম চাষ হয়েছে ৩০ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন। এরপর রাজশাহী জেলায় ২ লাখ ৮৫ হাজার ৮৪৩ মেট্রিক টন এবং নাটোরে ১ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সে হিসাবে, রাজশাহী অঞ্চলজুড়ে চার জেলায় এবারের আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২ লাখ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন। গত মৌসুমে এই চার জেলায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ লাখ ৫২ হাজার ৫০৬ মেট্রিক টন। এ থেকে স্পষ্ট, বরেন্দ্র অঞ্চলে আমের আবাদ ও উৎপাদন উভয়ই বাড়ছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নওগাঁয় আম চাষ হয়েছিল ১২ হাজার ৬৭০ হেক্টর জমিতে। সে তুলনায় গত ১০ বছরে আম চাষ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিনগুণে। চলতি মৌসুমেও এ প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।
নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলার উৎপাদিত আমের প্রায় ৭০ শতাংশই আম্রপালি জাতের। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে বারি-৪ জাতের আম, যার চাহিদাও ব্যাপক। এছাড়াও ল্যাংড়া, গৌড়মতি, আশ্বিনা, হিমসাগর, গোপালভোগ ও কাটিমন জাতের আম চাষ হয় এ জেলায়।
আমের মান বজায় রাখতে আগে থেকেই সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২ মে গুটি ও ৩০ মে গোপালভোগ জাতের আম সংগ্রহ শুরু হয়। ক্ষীরশাপাতি ও হিমসাগর ২ জুন, নাগ ফজলি ৫ জুন, ল্যাংড়া ও হাঁড়িভাঙ্গা ১০ জুন, ব্যানানা ম্যাংগো ও ফজলি ২৫ জুন, আম্রপালি ১৮ জুন এবং আশ্বিনা, বারি-৪ ও গৌড়মতি জাতের আম ১০ জুলাই থেকে সংগ্রহের সময় নির্ধারিত হয়েছে।
নওগাঁর সাপাহার উপজেলার আমচাষী রমজান আলী জানান, আবহাওয়া ভালো থাকায় এবার ফলন ভালো হয়েছে। এখন দম ফেলারও সময় নেই। তবে গত বছরের তুলনায় দাম কিছুটা কম।
পত্নীতলা উপজেলার উত্তরামপুর গ্রামের আমচাষী আমিনুল ইসলাম বলেন, আগে আমাদের অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল ছিল, এখন তা বদলে গেছে। এখন আমাদের অর্থনীতি আমের ওপর নির্ভর করে। আবহাওয়া ও দাম ঠিক থাকলে আমচাষে ভালো লাভ হয়। বর্তমানে বাজার পরিস্থিতিও সন্তোষজনক।
সাপাহার বাজারে আজ পতি মণ আম্রপলি ১ হাজার ৩০০ থেকে ৫ হাজার টাকা, বারি-৪ জাতের আম ১ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা, ফজলি ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা, ব্যানানা ম্যাঙ্গো ২ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং হাঁড়িভাঙা আম ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। সাপাহারের আমচাষী ও ব্যবসায়ী রাকিব হোসেন বলেন, তিনি এবার ১৪ বিঘা জমিতে আমের আবাদ করেছেন। ঈদের পর কিছুটা দাম কম থাকলেও এখন বাজার ভালো। এভাবে থাকলে চাষীরা লাভবান হবেন। আমাদের এলাকার মানুষ এখন আমের ওপরই নির্ভরশীল।
প্রতি বছর আমকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলে জানিয়ে সাপাহার উপজেলা আম আড়তদার সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত ব্যবসায়ী আসেন এখানে। এবার নওগাঁর আমের আকারও বড় হয়েছে, দামও ভালো পাচ্ছেন চাষীরা। আমচাষকে ঘিরেই এ অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, আম সংগ্রহ, পরিবহন, মজুত, চালান ও প্যাকেজিংসহ আমকেন্দ্রীক কর্মকাণ্ডে নওগাঁয় অন্তত ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
মাটি ও জলবায়ুর কারণে নওগাঁর আম অতিরিক্ত সুস্বাদু উল্লেখ করে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সংকট থাকায় অন্যান্য ফসলের চাষ কমছে। ফলে প্রতি বছর আমবাগানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। চলতি বছর আমের সম্ভাব্য বাণিজ্য মূল্য ধরা হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত।
দিনাজপুরের বাগান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে
এবার দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জের বাগান থেকে সরাসরি আম যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। বগুড়ার প্রবাসী বাংলাদেশি আব্দুল্লাহ মাহমুদ নামের এক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজন.কম নামের এক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ ব্যবসা শুরু করেছেন। দেশে থেকে দিনাজপুরের বাগানের আম সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাচ্ছেন হেদায়েতুল ইসলাম। তিনি জানান, প্রথবারের মতো এবার যুক্তরাষ্ট্রে আম্রপালি জাতের আম পাঠানো হচ্ছে। এটি প্রথম চালান। পর্যায়ক্রমে আরও পাঠানো হবে। প্রাবাসী বাংলাদেশিই শুধু নন, এ আমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বাজার তৈরিই আমাদের উদ্দেশ্য। আগামীতে আরও অন্যান্য দেশীয় পণ্য বিশ্বের নানান দেশে পাঠানো হবে। সংবাদসূত্র দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

সৌদিতে সম্পত্তি কেনার সুযোগ

১২ পৃষ্ঠার পর

যেসব এলাকায় বিদেশিদের সম্পত্তি কেনা অনুমোদিত হবে, তার মধ্যে রয়েছে: রিয়াদ, জেদ্দা ও আরও কিছু নির্ধারিত অঞ্চল, যেগুলোর নাম পরে ঘোষণা করা হবে। তবে মক্কা ও মদিনায় সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধিনিষেধ থাকবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে। এসব অঞ্চলে বাড়ি কিনতে হলে বিশেষ অনুমোদন লাগবে।
আইন কবে কার্যকর হবে?
এই নতুন আইন ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। এর আগে সৌদি সরকার 'ইস্তিতা' নামে একটি পরামর্শমূলক ওয়েবসাইটে ১৮০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নিয়মকানুন ও অনুমোদিত এলাকার তালিকা প্রকাশ করবে, যেখানে জনমত গ্রহণ করা হবে।
কারা কিনতে পারবে?
বিদেশি ব্যক্তি ও কোম্পানিগুলো এই আইনের আওতায় সম্পত্তি কিনতে পারবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এই উদ্যোগকে দেশের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
কেন এমন সিদ্ধান্ত?
সৌদি আরবের ভিশন ২০৩০এর অংশ এই পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশটি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ; আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবনের জোগান বাড়ানো; রিয়াদ, জেদ্দা ও নিওম-এর মতো প্রকল্পগুলোকে সহায়তা দেওয়া এবং সৌদি নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি বিদেশিদের জন্য বিনিয়োগ সহজ করা লক্ষ্য পূরণ করতে চায়।
এখন কী করবেন প্রবাসীরা?
সরকারি নিয়ম ও অনুমোদিত এলাকা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য 'ইস্তিতা' প্ল্যাটফর্মে নজর রাখুন।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

KUWAIT | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | Emirates | TURKISH AIRLINES | CATHAY PACIFIC | AIR INDIA

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

আমেরিকার ৩৭ ট্রিলিয়ন ঋণ ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা রে ডালিও বিশ্বাস করেন, মার্কিন ঋণ একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি অনুমান করছেন, বর্তমান গতিতে চলতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রকে শিগগিরই বছরে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ এবং সুদ পরিশোধে ব্যয় করতে হবে। ডালিও বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে (মার্কিন) সরকারের আর্থিক অবস্থা একটি বাঁক বদলের মুখে। যদি এখন এর মোকাবিলা না করা হয়, তবে ঋণ এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে না।'

এদিকে ট্রাম্পের নতুন বাজেট বিল কিছু ব্যয় হ্রাস করলেও, কর কমানোর পরিমাণ আরও বেশি, ফলে বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ বিপরীত দিকে যাচ্ছে। এ ছাড়া ক্রমবর্ধমান ঋণের কারণে যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ 'পারফেক্ট ক্রেডিট রেটিং' হারিয়েছে।

যদি বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না যায়, তবে ভবিষ্যতে তিনটি সম্ভাব্য সংকট দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করছেন বিশ্লেষকেরা।

তাঁদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সামনে প্রথম বিকল্পটি হলো সরকারি ব্যয় হ্রাস, বড় ধরনের কর বৃদ্ধি, অথবা উভয়ই। রে ডালিও পরামর্শ দিয়েছেন, বর্তমান ৬ শতাংশ থেকে বাজেট ঘাটতি দ্রুত ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা ভবিষ্যতে বড় বিপদ এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অতীতের সংকটের মতো, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ফেডারেল রিজার্ভ) আরও বেশি ডলার ছাপিয়ে সরকারি ঋণ নিতে পারে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পরেও এমনটি করা হয়েছিল। তবে এই কৌশল মূল্যস্ফীতি এবং বৈষম্য বাড়াতে পারে, কারণ এতে বাড়িঘর এবং শেয়ারের মতো সম্পদের মালিকেরা শ্রমের মূল্যের ওপর নির্ভরশীলদের চেয়ে অনেক বেশি লাভবান হন।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে ভয়াবহ বিকল্পটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া বা ডিফল্ট করা। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, তাই করছে না। এই পরিস্থিতিতে যদি মার্কিন ট্রেজারির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, তাহলে ভয়ানক আর্থিক সংকটকেও ছোটখাটো পিকনিক বলেই মনে হবে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, আপাতত, সৌভাগ্যক্রমে, এর কোনোটিই ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। তবে এর কারণগুলো খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। বাস্তবতা হলো, আমরা পছন্দ করি বা না করি, ডলারের খুব বেশি বিকল্প এখনো বিশ্বে নেই।

অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক বন্ড বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ এল-এরিয়ান বিবিসিকে বলেন, অনেকেই ডলার ধারণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, ডলারের ভার বেশি এবং বিশ্ব এটা জানে, এ কারণেই আমরা সোনা, ইউরো এবং পাউন্ডের উত্থান দেখেছি। কিন্তু বড় পরিসরে মুদ্রা পরিবর্তন করা কঠিন, তাই যাওয়ার মতো খুব বেশি জায়গা নেই।' তিনি ডলারকে 'পরিষ্কারতম নোংরা শার্ট'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেটি পরতেই হবে।

তবুও, ডলারের ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বের বেঞ্চমার্ক সম্পদড়মার্কিন সরকারি বন্ডড় নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর সম্প্রতি বিবিসিকে বলেছেন, মার্কিন ঋণের মাত্রা এবং ডলারের অবস্থান সম্পর্কে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি বেসেন্ট অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তিনি মনে করেন না যে ডলার বর্তমানে মৌলিকভাবে হুমকির মুখে, তবে তিনি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং এটিকে তিনি অবমূল্যায়ন করছেন না।

তবে যাই হোক, ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ একটা অকল্পনীয় সংখ্যা! যদি একজন বিত্তবান দৈনিক ১ মিলিয়ন (১০ লাখ) ডলার সঞ্চয় করেন, তাহলেও এত টাকা সঞ্চয় করতে তাঁর ১ লাখ বছর সময় লাগবে!

অর্থনীতিবিদেরা বলেন, ঋণকে একটি দেশের আয়ের শতাংশ হিসেবে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ। মার্কিন অর্থনীতি বছরে প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার আয় করে। যদিও এর আয়-ঋণের অনুপাত অনেকের চেয়ে বেশি, তবে জাপান বা ইতালির মতো নয়। এর পেছনে কাজ করছে বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী এবং সম্পদ সৃষ্টিকারী অর্থনীতি।

১৯৬৮ সালে উইলিয়াম এফ. রিকেনবেকার 'ডেথ অব দ্য ডলার' (উবধঃয ড়ভ ঃযব উড়ষষধৎ) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইয়ে তিনি বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের মর্যাদার ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। রিকেনবেকার আর নেইড়কিন্তু ডলার এখনো আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ডলারের এই মর্যাদা এবং মূল্য একটি ঐশ্বরিক অধিকার, যার কোনো ব্যত্যয় হওয়া সম্ভব নয়!

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমে

১০ পৃষ্ঠার পর

ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দামের হ্রাস। খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি জুন মাসে নেমে এসেছে ৭ দশমিক ৩৯ শতাংশে, যা গত মাসে ছিল ৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কিছুটা কমায় সাধারণ মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। অপরদিকে, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে ৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ হয়েছেড় যা মে মাসে ছিল ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, সরকারের মুদ্রানীতিগত শৃঙ্খলা ও বাজারে কিছুটা সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ায় মূল্যস্ফীতিতে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এব

১৬ পৃষ্ঠার পর

কয়েক লাখ শ্রমিক চাকরি হারাতে পারেন।

বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ ইতোমধ্যেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, এই শুল্ক শুধু পোশাক শিল্পে নয়, বরং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং, পরিবহন, প্যাকেজিং এবং রফতানি লজিস্টিক খাতেও ধস নামাবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি এই শুল্ক রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলবে। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগকারী এবং দাতা দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক আরোপ অনেকের দৃষ্টিতে ব্যবসার মোড়কে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের কৌশল। যদিও হোয়াইট হাউস থেকে বলা হচ্ছে এটি বাণিজ্যনীতি সংশোধনের অংশ, তবুও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের চোখে এটি একটি কূটনৈতিক বার্তা।

আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই শুল্ক কাঠামোর বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা শফিকুল আলম জানিয়েছেন, ঢাকার পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে লাভজনক শুল্কচুক্তির বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং আগামী ৯ জুলাই আরেক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

১৪ দেশের শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী আগস্টের মধ্যে চুক্তিতে পৌঁছাতে যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি নমনীয় হতে পারে।

বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের পণ্যের ওপর নতুন করে ২৫ শতাংশ, মিয়ানমার ও লাওসের পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর ৩০ শতাংশ, মালয়েশিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ, তিউনিসিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ, বসনিয়ার ওপর ৩০ শতাংশ, সার্বিয়ার ওপর ৩৫ শতাংশ, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। অন্যদিকে মাত্র ২৬% শুল্ক থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বড় অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করবে ভারত। বিশ্ব বানিজ্যের এই জটিল খেলায় বাংলাদেশের দৃষ্টি এখন প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দিকে। সামনের দিনে দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অস্তিত্ব এবং অবস্থান তৈরি এই সন্ধিক্ষণে ড. ইউনূসের যোগ্য নেতৃত্বের দিকেই চেয়ে আছে দেশের মানুষ। রাজু আলীম কবি ও সাংবাদিক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

কি মর্মান্তিক! ভারতে বাবার গুলিতে

১২ পৃষ্ঠার পর

ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেন। বলতেন, এমন দিন এল যে দীপককে মেয়ের টাকায় খেতে হচ্ছে। মেয়ের রোজগারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার যশবন্ত যাদব বলেন, ''মেয়েকে টেনিস অ্যাকাডেমি বন্ধ করার কথা বার বার বলেছিলেন দীপক। কিন্তু রাধিকা তাতে রাজি হননি। আগেও এ নিয়ে বাবা-মেয়ের বচসা হয়েছিল। সেই ঝামেলাতেই এই হত্যাকাণ্ড।'' দীপক জানিয়েছেন, এই অপমান তিনি আর সহ্য করতে পারেননি। মেয়ের কেরিয়ার এবং রোজগার তাঁকে ক্রমে অবসাদে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। এফআইআরেও এই অবসাদের উল্লেখ রয়েছে।

রাধিকা সমাজমাধ্যমেও সক্রিয় ছিলেন। কেউ কেউ বলছেন, সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি রিল আপলোড করেছিলেন তিনি। তা নিয়ে বাবার সঙ্গে তাঁর আর একপ্রস্ত ঝামেলা হয়েছিল। ওই ভিডিয়ো ভাল চোখে দেখেননি দীপক। তা-ও এই হত্যার কারণ হতে পারে। বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের ডাবল্‌সের ক্রমতালিকায় ১১৩ নম্বরে ছিলেন রাধিকা। সম্প্রতি তিনি চোট পেয়েছিলেন। চলছিল ফিজ⍰িয়োথেরাপি। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক
RUPOSHI CHANDPUR FOUNDATION NEW YORK INC.

Annual Picnic

বার্ষিক বনভোজন

আকর্ষণীয় পুরস্কার
বিশেষ আকর্ষণ
খেলাধুলা ও
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

20 July 2025, Sunday @11:00 AM

স্থান **SEASIDE PARK**
Bridgeport, Connecticut
1 Barnum Dyke, Bridgeport, CT 06604

নিজস্ব পরিবহনের চাঁদা
একক: $40
বাবা-মা: $70
৫ থেকে ১৫: $25

বাস
একক: $60
বাবা-মা: $100
০ থেকে ১৫: $35

প্রধান অতিথি: **মো: মাসুদুর রহমান**
স্টেট সিনেটর, ম্যানচেস্টার, কানেক্টিকাট

গেস্ট অব অনার: **ডা: এনামুল হক এমডি**
ট্রাস্টিবোর্ড মেম্বার, বাংলাদেশ সোসাইটি

উদ্বোধক: **হারুন ভূঁইয়া**
সভাপতি, জেবিবিএ

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার

বাস ছাড়ার স্থান
জ্যাকসন হাইটস: ব্রডওয়ে ৭২ বিটউয়িন ৭৩ স্ট্রিট
ব্রঙ্কস: স্টারলিং ও ক্যাসেল হিল
বাস ছাড়ার সময়: সকাল ৯টা

সূধী, আসসালামু আলাইকুম।
আসছে ২০ শে জুলাই ২০২৫ রবিবার, সকাল ১১:০০ টায় কানেক্টিকাটের সী সাইড পার্কের মনোরম পরিবেশে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

মোঃ রেজাউর রহমান রাজু
আহবায়ক, ৮৬০-৬০৫-৪৯৬০

মোঃ কবির
সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক
৯১৪-৮৮২-১২৯০

হারুন ভূঁইয়া
প্রধান পৃষ্ঠপোষক,
৬৪৬-৯২০-৭১২০

মোঃ মাহাবুবুর রহমান
সদস্য সচিব
৩৪৭-৩৮৪-০৭৩৬

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
যুগ্ম আহবায়ক
৩৪৭-৯৩৫-৫০৭৪

মিএগা ওবায়দুর রহমান
যুগ্ম আহবায়ক
৯১৭-৪৭০-৮৮৪০

তত্ত্বাবধানে:
মোবারক হোসাইন ৯১৭-৪১২-২৩৪৩
মোঃ মিজানুর রহমান ৬৪৬-২১০-০৪৯১
মোঃ নুরুল ইসলাম মিলন ২১২-৩৬৫-৮৪৫৩
মোঃ জাকির হুসাইন ৯১৭-৯৭১-৭১৩৪
সমন্বয়কারী:
মোঃ এ সিদ্দিক পাটোয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আব্দুর রহিম ভূঁইয়া ৬৪৬-৭১৭-৭৮৭১

মোঃ আবু তাহের
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৬৪৬-৩৩৮-১৮৫৬

ফয়েজ আহমেদ
যুগ্ম-সদস্য সচিব
৫৫১-৯৯৯-২৫২০

বনভোজন কমিটির সদস্য: সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জসীম উদ্দিন ৭১৮-৩০০-৬০০৪, প্রচার সম্পাদক মোঃ আবুবকর ৯২৯-২৬১-৯৯৬৭, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী ৯১৭-৫২৮-৩৬২৫, রাজন হাসান ৯১৭-৪৯৭-৪৯৯৬

যোগাযোগ সিনিয়র সহ-সভাপতি: বিপ্লব সাহা ৩৪৭-৭৩৮-৭১৯৬, মোঃ আক্তার হামিদ ৯১৭-৪৫৯-৮৩৭৯, নুরুল আলম মজুমদার ৯১৭-৬০০-৫০০৫, সহ কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম পাটোয়ারী ৯২৯-৪৭১-৮৯৬২। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আহাদ ভূইয়া ৬৪৬-৪০৭-৬৯৮৫। সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার ৩৪৭-২৩৫-৬৯০৯। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসাইন মিয়াজী ৩৪৭-৭৮১-১০২১। ক্রীড়া সম্পাদক সাফায়েত হোসেন রুমান ৩৪৭-৭৫১-৭১৭৭। স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার মোঃ মইনুল ইসলাম ৯২৯-৫৫৯-২০০৬। সম্মানিত সদস্য মাহমুদা আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, শাকিল মিয়া ৯১৭-৪৯৫-৮০৭৫, হাসান মাহমুদ সোহেল ৯১৭-৪৯৭-১০২৪, মোঃ ফারুক আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, খোরশেদ আলম ৯২৯-৪০১-৭৮৭৪, মকসেদুর রহমান সেলিম ৯২৯-৪২৭-৩৩৭৭, শাহ আলম ৯২৯-৩০৫-৭২৫৬, মোঃ জহিরুল ইসলাম ৬৪৬-৭০৪-৮০৩৮, মোঃ রফিকুল ইসলাম ৩৪৭-৭০৬-৭৫৯৫, বেলায়েত হোসাইন সোহাগ ৬৪৬-৫১২-৮৩২৪, আব্দুল মমিন ৩৪৭-৯৩৫-২৪৩৯, নূর হোসাইন ৩৪৭-৬৫৬-৩৯৩৩, মোঃ বোরহানউদ্দিন ৩৪৭-৪০০-৯৫৪৭, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ ৩৪৭-৪৯৫-৩৭২৫, ওসমান ওমর ফারুক ৬৪৬-৬৬২-১৮৯৫, ফজলুল হক ৯১৭-৯৬২-৬০৮৭, আক্তার হোসেন নাসিম ৯২৯-৬১৫-২১০৩, সাইফুল ইসলাম লিটন ৭১৮-৮০৩-৫২৮৮, সাইফুল ইসলাম ৯১৭-৬০৭-৫২৮৮, আব্দুস সামাদ টিটু ৯১৭-৫১৮-৬৭৪৪, গোলাম আযম রকি ৩৪৭-৬৫৬-৪৭৬৩, সোহেল গাজী ৬৪৬-৪৬১-০৯১৯

মহিলাদের সাথে যোগাযোগ:
মহিলা সম্পাদিকা: এডভোকেট নুবাইরা ইবনাত ৯১৭-২৯৪-০২২৮, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদিকা: শাহানারা কবির ৬৪৬-৭৮৬-৯২৬১, ফাতেমা আক্তার ৩৪৭-৬৫১-৬৫৮৫, ফারহানা আক্তার শিমু ৩৪৭-৭৬১-৪১০৮

বনভোজনে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য নামসহ টেক্স করুন: ৬৪৬-৮৮৬-৭৬২৬, ৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭, ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭
ব্রঙ্কস বাস যোগাযোগ: মোঃ নুরুল ইসলাম মিলন ২১২-৩৬৫-৮৪৫৩, মোসাম্মত আকতার ৯২৯-৩৬১-০৮৭৫

নিজস্ব গাড়ী পার্কিং এর পারমিটের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৬৪৬-৮৮৬-৭৬২৬

শুভেচ্ছান্তে

মু: ফখরুল ইসলাম মাছুম
সভাপতি
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

মোঃ আবু ছাদেক
কোষাধ্যক্ষ
৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭

নুরে আলম মনির
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭

প্রচার সম্পাদক মো: আবু বকর (৯২৯-২৬১-৯৯৬৭) কর্তৃক প্রচারিত

রাজনীতির নীতিহীনতা

১৬ পৃষ্ঠার পর

শব্দটির সঙ্গে আমি একমত। কারণ, বেশির ভাগ রাজনৈতিক ভাষণই এখন জ্বালাময়ী, যা শুনলে আমাদের শরীরে জ্বালা ধরে যায়। যদিও রাজনৈতিক এসব জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেই আমাদের বসবাস।

রাজনীতিতে মনোনয়ন বাণিজ্য ও ভোট বিক্রয় অত্যন্ত গর্হিত একটি দুর্নীতি, যা একধরনের রাজনীতির নীতিহীনতা। আসছে নির্বাচনড়ভয়, না জানি কোন মাত্রায় এই লেনদেন হয়! দুর্নীতিপ্রেমিক রাজনীতিবিদেরা নীতিহীনতার কারণে নানান কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এমন একপর্যায়ে নিয়ে যায়, যা নিয়মনীতির চূড়ান্ত লঙ্ঘন। ফলে প্রতিবাদে জেগে ওঠে জনতা। আর জনতা জাগলে এই ধরাকে সরা জ্ঞান করা অরাজকদের পরাজিত হতে হয়। এসব কারণেই হলো অভ্যুত্থান, গঠিত হলো নতুন সরকার। একের পর এক চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হয় সরকারের সামনে। ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অনশন, অবস্থান, মানববন্ধন, কর্মবিরতিসহ নানান কর্মসূচিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশ। পরিস্থিতি ঠেকাতে সিরিজ বৈঠক করেও সময়মতো সুরাহা হয় না। সাধারণ মানুষের ভোগান্তির দিকে যেন কারোরই নজর নেই। শাহবাগ থেকে যমুনা, আন্দোলনের নতুন ঠিকানা।

একসময় পুলিশের গাড়ি দেখলেই আন্দোলন-মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। আর এখন পুলিশ যেন দর্শক। হাতে লাঠি থাকলেও অন্যায়ের পিঠে ওঠে না। দেখে মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের কোনো কাজ নেই। চারদিকে মবের ভয়, না জানি কখন কী হয়। এই মব কারও কাছে ভায়োলেন্স, কারও কাছে জাস্টিস, কারও কাছে প্রেশার গ্রুপ। সুযোগসন্ধানীরা তৎপর। চান্দাই যেন এখন বড় ধান্দা। যে যেভাবে পারছে, এই সুযোগে কার্য উদ্ধার করছে।

বৈশাখ আর ঈদে নানা রকম কর্মসূচি হলো। কেউ আনন্দ পেল, কেউ কষ্ট পেল, কেউ কেউ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। চরিত্র পাল্টানোর প্রতিযোগিতায় অনেকেই এগিয়ে গেল। দিন যতই যাচ্ছে 'দালাল'জাতীয় ব্যক্তিদের জায়গা শক্ত হচ্ছে। মিশে যাচ্ছে পরিবর্তনের স্রোতে। মুখোশ পাল্টে সাজছে ভালো মানুষ। এই কাতারে শিল্পী, সাংবাদিক, আমলা, ব্যবসায়ীসহ অনেকেই আছেন। সাধারণ মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে এসব সার্কাস দেখছে। কারণ, তারা জানে, কখন কার কী ভূমিকা ছিল। এই করতে করতে শুরু হলো নির্বাচনযুদ্ধ। গণতন্ত্রের জন্য সোচ্চার আওয়াজ।

কিসের গণতন্ত্র? কেমন গণতন্ত্র? সংসদেও দেখা যায় তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রতিফলন। স্পিকারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে কিংবা 'না' জয়যুক্ত হয়েছে, 'না' জয়যুক্ত হয়েছে। 'হ্যাঁ'কে 'না'বলার কিংবা 'না'কে 'হ্যাঁ' বলার সাহস কারও নেই। ফলে হাতের তালুতে আঘাত পেলেও সব শক্তি ঢেলে টেবিল চাপড়ে সম্মতি বা অসম্মতি জানায়।

ডিসেম্বর, ফেব্রুয়ারি নাকি এপ্রিলের পরে নির্বাচনড়এই নিয়ে মিটিং-মিছিল, তর্ক-বিতর্ক, শোডাউন আর টক শোর কথার দাপটে বাজার গরম হয়ে ওঠে। কেউ বলেন বিচার সময়সাপেক্ষ আর সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সুতরাং এর ওপর নির্ভর করে নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা যাবে না। কথার খই ফোটা শুরু হলো টক শোতে। শুধু টিভি চ্যানেলেই নয়; ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেলেও টক শো, নেতা শো, সাংবাদিক শোড়শোর শেষ নাই। নানান নামে নানান শো চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে চিন্তা হয়, মানুষ এত কথা বলে কী করে? কারণ, ব্যবসা। যত কথা তত ভিউ, যত ভিউ তত ব্যবসা।

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা যত বাড়ে, অশান্তি যত বাড়ে, টক শোর টক ও টকারও তত বাড়ে। একই ব্যক্তি কত ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছেনড়কী হলে কী হবে, কী না হলে কী ঘটবে। কী উচিত কী অনুচিত। একজন অভিনয়শিল্পীর চেয়ে 'টক'শিল্পীদের পর্দায় উপস্থিতি বেশি, ফলে তারাও অভিনয় তারকার মতো 'টক'তারকা। সময়ের পরিবর্তনে টকারও বদলেছে। কিছু পুরোনো মুখের প্রস্থান, নতুন মুখের আগমন ঘটেছে। এখন আবার তারিখ নিয়ে দেখা দিয়েছে নতুন সংশয়। শুরু হয়েছে কূটনৈতিক তৎপরতা। টক শোতেও নতুন সুর।

'যত মত তত পথ'-এটি একসময় ছিল সুবচন। সেই বচনে পচন ধরলে মূল অর্থের চেয়ে ভুল অর্থের আশঙ্কাই বেশি।

'কথা কম কাজ বেশি'ড়বাক্যটি অনেকেই মনে রাখতে পারেন না। তাই তর্কে কেউ কারও কাছে হারেন না। অনেকে এটাও ভুলে যান যে শ্রোতাদের মধ্যেও তাঁদের চেয়ে জ্ঞানী বা গুণী মানুষ থাকতে পারেন। এমন মানুষও থাকতে পারেন, যাঁদের কাছে এসব কথার কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজনও নেই। কারণ, তাঁরা উদয়াস্ত জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত।

তবে ভবিষ্যতে একটি ভেজালবিহীন নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনের বিকল্প নেই। তাই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নীতিবান রাজনীতিবিদদের এগিয়ে আসতে হবে কথা নয়, কাজ দিয়ে। যাতে সুসময়েই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। হানিফ সংকেত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব । ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
▶ হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
▶ সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র

১৪ পৃষ্ঠার পর

নয়, এটি একটি নৈতিক ও জনগণসম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি; কিন্তু আজকের বাংলাদেশে যখন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ, ভোটারহীন নির্বাচন কিংবা দলীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সংঘটিত একতরফা ভোট সম্পন্ন হয়, তখন গণতন্ত্র এক অভিনয়মাত্র হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে যেন অগ্রিম অনুমান করেছিলেন জ্যাঁ জাক রুশো, যিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য সোসাল কন্ট্রাক্ট' লেখেন 'ইংল্যান্ডের জনগণ একমাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় স্বাধীন। বাকি সময় তারা দাস'। অনুরূপ চিত্র বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে যেখানে জনগণের মতামত নির্বাচনকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, কার্যকর অংশগ্রহণ নির্বাসিত।

আসন্ন নির্বাচনের আগেই নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন উঠছে, তা গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রে নির্বাচন কমিশন কেবল একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জনগণের আস্থা ও গণতান্ত্রিক চর্চার মূল স্তম্ভ। এর কার্যক্রম হতে হবে সর্বজনগ্রাহ্য, সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছএবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, যাতে কোনো প্রকার দলীয় প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ কিংবা অনিয়মের সুযোগ না থাকে। নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন, আর সে প্রক্রিয়ায় জনগণের অবাধ অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র রূপ নেয় একটি ফাঁপা খোলসে। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণে যেসব মডেল অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে চিলির গণভোট প্রক্রিয়া বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে যেভাবে সেখানে একটি নতুন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল, তা আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই উদাহরণ প্রমাণ করে, নির্বাচন তখনই অর্থবহ হয় যখন তা হয় সর্বস্তরের মানুষের আস্থাভাজন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ন্যায়ের চর্চার বহিঃপ্রকাশ। আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়াও যেন কেবলমাত্র আইনত নয়, কার্যতও জনগণের মালিকানায় পরিচালিত হয়; আর এমন চেতনায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুনর্গঠন করাই হবে একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণে অর্থনৈতিক ইনসাফ বা ন্যায্যতা একটি অপরিহার্য ভিত্তি। এটি শুধু আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সম্পদের উৎপাদন, মালিকানা ও বণ্টনে একটি ন্যায়সঙ্গত ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিয়ে যায় একটি গভীরতর নৈতিক ও দার্শনিক আলোচনায়। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'ইনসাফ'-এর ধারণা খুব স্পষ্ট, সম্পদের 'মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়দায়িত্ব মানবের; ভোগে নির্ধারিত সীমা অনুসরণ, বণ্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ'। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য হলেও তা সমাজকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কার্ল মার্ক্স একটি সুস্পষ্ট বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজন অনুযায়ী' সম্পদ বণ্টিত হবে। এটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং ন্যায্যতার একটি আদর্শিক ভিত্তি যেখানে ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখবে এবং বিনিময়ে সমাজ তাদের প্রয়োজন মেটাবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতির লক্ষ্য হবে শুধু মুনাফা নয়, বরং মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় একদিকে অল্প কিছু মানুষের হাতে গচ্ছিত সম্পদের পাহাড়, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। এ বৈষম্য শুধু একটি অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের নীতির সঙ্গে একটি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো কেবল করনীতির পুনর্বিন্যাস নয়; এটি একটি সমন্বিত জনকল্যাণকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের দাবিদার, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হয়; জনগণের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে নয়। এই কাঠামো গঠনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর জন্য জরুরি কর ব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কার, ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান, দুর্নীতির নির্মূল, এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। কৃষক ও শ্রমিক এই দুই প্রধান উৎপাদন শক্তিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

লাতিন আমেরিকার বলিভিয়া 'বুয়েন ভিভির' বা 'ভালোভাবে বেঁচে থাকা' নামক দর্শনের মাধ্যমে এক বিকল্প উন্নয়ন চিন্তার পথ দেখিয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রকৃতি, সম্প্রদায় ও আত্মমর্যাদার সহাবস্থান। এ দর্শন বলিষ্ঠভাবে প্রচলিত ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার বিপরীতে গিয়ে, সামষ্টিক কল্যাণ, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে। এখানে মানুষকে প্রকৃতির শত্রু নয়, বরং সহযাত্রী ও রক্ষক হিসেবে কল্পনা করা হয়। এর মাধ্যমে একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের প্রাকৃতিক-সামাজিক রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত। বলিভিয়ার সংবিধানেও প্রকৃতিকে অধিকারসম্পন্ন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের উপর তার সংরক্ষণের নৈতিক ও আইনগত দায় আরোপ করে। এই চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দর্শনের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামে বলা হয়, দুনিয়ায় সম্পদের 'মালিকানা স্রষ্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব মানবের'অর্থাৎ মানুষ ভোগদখলের চূড়ান্ত অধিকারী নয়, বরং সে এক দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক (স্টুয়ার্ড)। তার প্রতি অর্পিত হয়েছে সম্পদের সুষম ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি নয়, বরং সমষ্টি, প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণকে উন্নয়নের মূল পরিমাপক হিসেবে গণ্য করে। তাই বলিভিয়ার 'বুয়েন ভিভির' এবং ইসলামী অর্থনীতির এ দায়বদ্ধতাভিত্তিক দর্শন উভয়ই আমাদের উন্নয়ন ভাবনায় একটি ন্যায্যতাভিত্তিক, ইনসাফপূর্ণ বিকল্প কাঠামো গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করে।

সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য শুধু ব্যক্তির উন্নয়নের উপাদান নয়, বরং রাষ্ট্রের ন্যায়ের ভিত্তিকে মজবুত করার প্রধান স্তম্ভ। অমর্ত্য সেন তার 'ক্যাপাবিলিটি অ্যাপ্রোচ'-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উন্নয়ন বলতে বোঝায় মানুষের বাস্তব সুযোগ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকে যার ভিত্তি হলো মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা; কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় আজ উচ্চমানের শিক্ষা কেবল শহরের কিছু সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির হাতে সীমাবদ্ধ, আর অধিকাংশ সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য হয়ে উঠেছে অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি ও অবহেলার প্রতীক। একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হবে বাজারনির্ভর সুবিধা নয়, বরং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত অধিকার। এই রাষ্ট্র সবার জন্য সমান মানের শিক্ষা নিশ্চিত করবে, যেখানে পাঠ্যক্রম হবে নৈতিকতা, মানবিকতা ও সমাজকল্যাণ-ভিত্তিক। 'শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রি নয়, মানুষ গড়ার যথার্থ প্রক্রিয়া' এই দর্শনকে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'কে প্রধান্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন হচ্ছে সময়ের দাবি। একইভাবেস্বাস্থ্যসেবাকে হতে হবে সহজপ্রাপ্য, সুলভ, সর্বজনীন ও সম্মানজনক। ইউনেস্কোর মানব উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতেও দেখা গেছে যেখানে রাষ্ট্র মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে, সেখানে জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ বেড়েছে, গণতন্ত্র হয়েছে কার্যকর। ইনসাফ কেবল আইনের বইয়ে লেখা একটি ধারণা নয়, এটি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বাস্তব, উপলব্ধিযোগ্য ন্যায়ের উপলব্ধি। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার মানেই শুধু উন্নয়ন নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী পদক্ষেপ।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইনসাফ মানে শুধু সবার জন্য আইনগত সমতা নয়, বরং সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মর্যাদা, পরিচয় ও বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। ন্যায় তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, পেশা কিংবা জাতিগোষ্ঠীর বিভাজনকে অতিক্রম করে সমানভাবে সবাইকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। চার্লস টেইলর তার 'দ্য পলিটিক্স অব রিকোগনিশন' প্রবন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা আজকের রাষ্ট্রচিন্তার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও পরিচয়কে স্বীকৃতি না দেওয়া কেবল তাদের আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত নয়, বরং এটি একধরনের সাংস্কৃতিক নিপীড়ন। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, হিজড়া জনগোষ্ঠী (তৃতীয় লিঙ্গ), বেদে সম্প্রদায়, চা-শ্রমিকদের মতো ভিন্ন জীবনধারার মানুষদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং জীবনচর্যার ভিন্নতাকে সম্মান না দিলে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র নির্মাণের কথা কেবল স্লোগানে সীমিত থাকবে। যেমন ব্রাজিল, কানাডা কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বহু-বৈচিত্র্যময় সমাজগুলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির নীতি গ্রহণ করেছে, তেমনি আমাদের রাষ্ট্রেও দরকার একটি বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক পরিম-ল গঠন করা যেখানে নানান পরিচয় বিরোধ নয়, বরং সম্প্রীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'-এর প্রতিফলন ঘটাবে। ন্যায়বিচার তখনই সুসংহত হয়, যখন রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগে নয়, বরং প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে তাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ইনসাফ কেবল একতরফা শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আধিপত্য হিসেবে রয়ে যাবে।

পরিবেশগত ন্যায্যতা কেবল একটি পরিবেশবাদী ধারণা নয়, এটি একটি নৈতিক ও আন্তঃপ্রাজন্মিক দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত যেমন বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় ও নদীনির্ভর দেশে সবচাইতে গভীরভাবে অনুভূত হয়, তেমনি এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা ন্যায়ের পরিপন্থি। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র

৩০ পৃষ্ঠার পর

‘পরিবেশগত ন্যায়বিচার’-এর দর্শন অনুযায়ী, শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকারও বিবেচনায় নেওয়া কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কর্তব্য। জন রলস তাঁর ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’ (থিওরী অব জাস্টিস)-এ যে ‘আন্তঃপ্রাজন্মিক ন্যায়বিচার’ (ইন্টারজেনারেশানাল জাস্টিস)-এর কথা বলেছেন, তা আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার কেন্দ্রে থাকা উচিত যেখানে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য সজীব,সতেজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া একটি নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা। বাংলাদেশে নদী দখল, বন উজাড়, পাহাড় কাটা, শহুরে দূষণ ও জলাভূমি ধ্বংসের পেছনে যেভাবে স্বার্থান্ধ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় লুটপাট কাজ করে, তা একপ্রকার পরিবেশগত বৈষম্য ও নিপীড়ন। শহর ও গ্রামের নাগরিকদের মধ্যকার পরিবেশগত অধিকার বিভাজন, কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের বাস্তুচ্যুতি এসবই প্রমাণ করে যে, ইনসাফ কেবল অর্থনীতিতে নয়, পরিবেশনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনেও প্রয়োজনীয়। আদিবাসী সমাজের ‘প্রকৃতির সাথেযথাযোগ্য সহাবস্থান’ ধারণা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে লোভ সংযমের তাগিদ আমাদের শেখায় যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ নয়, বরং পরিমিতিবোধ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি সহানুভূতির মধ্য দিয়েই পরিবেশগত ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ইনসাফভিত্তিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে তাই পরিবেশবাদ একটি বিলাসিতা নয়, বরং তা একটি মৌলিক ন্যায্যতা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন।

গণঅভ্যুত্থান কখনই শুধু প্রতিরোধ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি একটি নবজাগরণের আহ্বান, যেখানে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন কেবল সংবেদনশীলতা বা আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি দার্শনিক, নৈতিক ও সাংগঠনিক প্রকল্প, যার ভিত্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও রাজনীতিতে ন্যায়ের সুষম প্রতিফলন। এই ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে ব্যক্তি নয়, জনগণ; ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব; দখল নয়, সেবা। তাই বাংলাদেশের জন্য গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হলো এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজনীয় নীতিনির্ধারণ, কাঠামোগত সংস্কার ও সর্বজনীন জনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা। ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার এই প্রয়াসে যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ তথা সাধারণ নাগরিক, নীতিনির্ধারক, পেশাজীবী, শিক্ষক, যুবক প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়, তবে একদিন এই স্বপ্নই হয়ে উঠবে একটি নতুন বাংলাদেশের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমরা বাস্তবের সেই সোনালি দিনের অপেক্ষায় রইলাম। লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য। ঢাকার দৈনিক সংবাদ এর সৌজন্যে

গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর : যাহা

১৪ পৃষ্ঠার পর

আমার কী দরকার? ইউরোপ শিল্পোন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির চূড়ায় উঠে এখন মানবিক হচ্ছে। আর আমরা এখনো ভালোভাবে ‘টেক অফ’ করতে পারিনি। আমরা কি ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ব? আমাদের অগ্রাধিকার কি আমরা বুঝব না? দেশে এখন যে জিনিসটার চাষ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, তা হলো ‘হতাশা’। রাজনীতির রেটোরিকের বাইরে আমরা এখনো যেতে পারিনি। সবাই আছেন বাঁধা বুলিতেই। কেউ বলেন ৩১ দফা, কেউ বলেন নয়া বন্দোবস্ত, কেউ বলেন দায় ও দরদের রাজনীতি। চমৎকার শব্দাবলি!

বড় ক্যানভাসে চিন্তা করলে দেখা যাবে, একটা জাতির জীবনে এক বছর কিছুই না। কিন্তু আমরা তো শূন্য থেকে শুরু করছি না। ১৯১৯ সাল থেকে এ দেশে নির্বাচন হচ্ছে। একাধিক রাজনৈতিক দল শত বছরের পুরোনো। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি কিছু শিখেছি? নাকি প্রতি পাঁচ বছর পরপর আমরা নতুন করে শুরু করছি?

দেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত শব্দ হলো সংস্কার। সংস্কার কি শুধু সংবিধানে হবে? আমাদের অগ্রাধিকারের জায়গাগুলো কী? শুধু সংবিধান খেয়ে কি মানুষ বাঁচবে? মানুষকে শান্তি আর স্বস্তি দিতে যে চারটি সেবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তা হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণপরিবহন এবং জননিরাপত্তা। এ চারটিতেই আমাদের স্কোর খারাপ। এসব জায়গায় কাজ করতে হলে কি নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার আছে? শুরু তো করা যায়? আমরা তো দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি দেখছি না।

চার.

সংবিধানে ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দটা থাকলেই আমরা অনেকে খুশি। ওটা বাদ দেওয়া যাবে না। আবার আমরা ‘খিলাফত’ও চাই। রাজনীতিবিদেরা এসব শব্দ নিয়ে মল্লযুদ্ধ করতে থাকুক। তাঁদের তো আর খাওয়া-পরার ভাবনা নেই।

মানুষকে বাঁচাতে হলে তার জন্য চাই নানান আয়োজন। এ মুহূর্তে সবচেয়ে দরকার আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ দুটি বিষয় নিয়ে কে কী ভাবছেন, সেটি জানা দরকার। বায়বীয় রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে শূন্যে আস্ফালন করে কী হবে? রাজনীতির চিরাচরিত মডেল আর এ দেশে কাজ করবে না।

জুলাই আন্দোলনে দেখেছি, নারী-পুরুষ, শিশুকিশোর, তরুণ-প্রবীণনির্বিশেষে মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে পথে বের হয়েছিলেন। এই লক্ষ কোটি মানুষ তো বিসিএস আর কোটা নিয়ে মাতম করেনি। তারা একটা দম বন্ধ করা পৈশাচিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল ছাত্রদের। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে দাবিটা চাকরির কোটা অতিক্রম করে এক দফার আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। হাতে গোনা কিছু সুবিধাভোগী আর পরিবারপূজারি ছাড়া সবাই চেয়েছে হাসিনার পতন। আটঘাট বেঁধে, ব্লু-প্রিন্ট বানিয়ে, মিশন-ভিশন স্থির করে আন্দোলন হয়নি, তাই হাসিনা পালানোর পর একটা প্রশ্ন সামনে এসে গেছেড়এখন আমরা কোন পথে চলব?

সবাইকে নিয়ে একটা সামাজিক চুক্তি করা ছাড়া সামনে এগোনো যাবে না। এখানে যদি কেউ মনে করেন আমরা বেশি বুঝি, অন্যরা কম বোঝে, সবাইকে হেদায়েত করার দায়িত্ব আমাদের, তাহলে ভুল হবে। সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা এবং সক্ষমতাই বলে দেবে আমরা এই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব কি না।

বাংলাদেশটা কিন্তু এখনো উত্তপ্ত। ৩৬ জুলাই ইতিহাসের চাকা থেমে গেছে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। কোনো কিছুই মীমাংসিত নয়। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

‘আমাদের ব্যবসা আমরা রক্ষা

১২ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত তিনি। তবে আলোচনার সময়ে তাঁর সরকার সব সময়ই দেশের ব্যবসাকে রক্ষা করে গিয়েছেন, পরেও তা করবেন বলে জানান কার্নে। তিনি এ-ও জানান, কানাডার অর্থনীতি গঠনে তাঁর সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কার্নের কথায়, ‘‘আমরা কানাডাকে শক্তিশালী করে তুলেছি। জাতীয় স্বার্থে আমরা একাধিক নতুন বড় প্রকল্প তৈরি করতে প্রস্তুত আমরা। বিশ্ব জুড়ে আমাদের বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে তুলতে সক্ষম হয়েছি।’’

আমেরিকার সঙ্গে কানাডার দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে ফেন্টানাইল সমস্যা। আদতে ফেন্টানাইল ব্যথা উপশমকারী ওষুধ। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, আমেরিকায় ওষুধটি মাদক হিসাবে ব্যবহার হয়। এই মাদকটি ব্যথার উপশমের ক্ষেত্রে মরফিনের তুলনায় বহু গুণ শক্তিশালী। এর আগেও ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, কানাডা হয়ে এই মাদক আমেরিকায় প্রবেশ করছে। দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই ফেন্টানাইল সমস্যা নিয়ে কানাডার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে ট্রাম্পের। গত ফেব্রুয়ারিতেই ট্রাম্প জানান, কানাডার পণ্যে আমেরিকা ২৫ শতাংশ শুল্ক বসাবে। আমেরিকার পণ্যের উপর পাল্টা ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে কানাডার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। তবে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর বিষয়টি স্থগিত ছিল। তবে আবার নতুন করে শুল্ক ঘোষণার কথা জানালেন ট্রাম্প। তবে এ বার আগের তুলনায় আরও ১০ শতাংশ বেশি আমদানি শুল্ক দিতে হবে কানাডাকে। কানাডার উদ্দেশে কার্যত হুমকি দিয়ে ট্রাম্প জানান, পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হলে ৩৫ শতাংশের বাইরে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবে আমেরিকা। তবে একটি শর্তে কানাডার উপর শুল্ক তুলে নেবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। সে ক্ষেত্রে কানাডা সরকারকে কিংবা সে দেশের সংস্থাগুলিকে আমেরিকায় পণ্য উৎপাদন করতে হবে। তবে ট্রাম্পের সেই প্রস্তাব নিয়ে সরাসরি কিছু জানাননি কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

ইউক্রেনকে অস্ত্র দেবে যুক্তরাষ্ট্র, অর্থ

১২ পৃষ্ঠার পর

ইউক্রেনে। তবে এখন নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সরাসরি অস্ত্র সহায়তা পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প এর আগে ইউক্রেনে অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক বক্তব্যে তিনি কিয়েভের প্রতি সমর্থনও জানিয়েছেন এবং রাশিয়ার নেতৃত্বের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের

৮ পৃষ্ঠার পর

তরফ থেকে বিএনপির কাছে পাঠানো জুলাই ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে দলীয় মতামত চূড়ান্তকরণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই বৈঠক শেষে বুধবার রাতেই খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন এনে তা চূড়ান্ত করে সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘোষণাপত্র তো ঘোষণাপত্র। এটি একটি রাজনৈতিক দলিল, যা আর্কাইভে (সংরক্ষণাগার) থাকতে পারে।

জুলাই ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্তের বিষয়ে বিএনপি একমত নয়। এ বিষয়ে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘোষণাপত্রের পুরোটা না নিয়ে জুলাই-আগস্ট ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাটুকু ধারণ করে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চতুর্থ তফসিলে শুধু ‘জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪’ আনা যেতে পারে।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। তখন কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কার্যকারিতা শেষ। সে ঘোষণাপত্র চতুর্থ তফসিলে এসে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, প্রতিটি আইন কিন্তু সংবিধানে উল্লেখিত নয়। বলা হলো, এটা তফসিলে থাকবে, এটাই বৈধতা, স্বীকৃতি। তিনি আরও বলেন, ঘোষণাপত্র লিটারেচার হিসেবে, ডকুমেন্টারি হিসেবে আর্কাইভে থাকে, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ’৭২-এর সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে সংযুক্ত না করা এটা প্রমাণ করে, কোনো ঘোষণাপত্র সংবিধানের অংশ হয় না। ঘোষণাপত্র হলো ঘোষণাপত্র, এটার রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে, এটা আর্কাইভে থাকে। এটাকে জাতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করে, স্মরণ করে।

সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, আমরা গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর গুরুত্ব, মর্যাদা, মহিমা ধারণ করি। আমরা এটাকে স্বীকৃতি দিই, সারা জাতি এটাকে স্বীকৃতি দেয়। এটাকে আমরা যথাযথ মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে চাই। বিএনপি জুলাই ঘোষণাপত্রকে চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জানিয়ে তিনি বলেন, আর্টিকেল ১০৬ অনুসারে গঠিত অন্তর্বতী সরকারের নিয়োগ এবং কর্মকা-ের বৈধতা চতুর্থ তফসিলে যুক্ত করে বৈধতা দেওয়া যেতে পারে।

দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে নেতারা বলেছেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান সংবিধানে স্থান দেওয়া হলে তাতে ভবিষ্যতে জটিলতা বাড়তে পারে। কেউ কেউ আবার স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানকেও সংবিধানে রাখার দাবি তুলতে পারে। এ জন্য তারা রাজনৈতিক দলিল হিসেবে রার্ষ্টের আর্কাইভে ২০২৪ সালের ঘোষণাপত্র সংরক্ষণের পক্ষে মত দিয়েছেন।

স্থায়ী কমিটির একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, খসড়ার প্রথম পয়েন্টে উল্লেখিত আছে– ‘বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের এ ভূখ-ের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগের পর যুগ সংগ্রাম করেছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।’ এই অংশ অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে তা বিএনপি বাদ দিয়েছে। তবে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি রাখা হয়েছে। দলটির নেতারা বলেছেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে গৌরবময় বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধকেই প্রধান অর্জন হিসেবে উল্লেখ করে ঘোষণাপত্র শুরু হওয়া উচিত।

খসড়া ঘোষণাপত্রের এক জায়গায় আছে ‘যেহেতু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শাসনামলের রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনির্মাণের ব্যর্থতা ও অপর্যাপ্ততা ছিল এবং এ কারণে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও শাসকগোষ্ঠীর জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি।’ বিএনপি এ ক্ষেত্রে ‘বিভিন্ন শাসনামলের জায়গায়’ ‘আওয়ামী শাসনামলের’ কথা উল্লেখ করেছে।

খসড়ায় এক-এগারো সংশ্লিষ্ট একটি পয়েন্টে উল্লেখিত ‘ক্ষমতার সুষ্ঠু রদবদলের রাজনৈতিক ব্যর্থতার সুযোগে’ কথাগুলো পরিবর্তন করে ‘দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সুযোগে’ লেখার সুপারিশ করেছে বিএনপি।

এ ছাড়া দলটি ১৯৭২ সালের ‘সংবিধান পুনর্লিখন বা প্রয়োজনে বাতিল করার অভিপ্রায়’ বাদ দিয়ে ‘সংবিধানের বিদ্যমান সংস্কার উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় সংশোধন’ করার পক্ষে মত দিয়েছে।

জানা গেছে, ঘোষণাপত্রের খসড়া থেকে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ প্রসঙ্গটি বাদ দিয়েছে অন্তর্বতী সরকার। গত জানুয়ারি মাসে প্রস্তুত করা ঘোষণাপত্রের খসড়ার শেষ অংশে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ কথাটি উল্লেখ ছিল। জানা গেছে, এর বাইরেও খসড়ায় আরও কিছু শব্দগত সংযোজন-বিয়োজন করেছে বিএনপি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে চেয়েছিল। হঠাৎ ঘোষণাপত্রের বিষয়টি আসায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে। তখন সরকারের পক্ষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানিয়েছিলেন, অন্তর্বতী সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি ঘোষণাপত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্রের

৩২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। এ অবস্থায় নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি ঘোষণাপত্র প্রকাশের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। তবে ছাত্রদের দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পরদিন গত ১৬ জানুয়ারি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই ইস্যুতে সরকারের কার্যক্রম ধীরগতিতে চলতে থাকে। গত ৩০ জুন প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন জুলাই আন্দোলনে আহতরা। নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সম্প্রতি সরকারকে আগামী ৩ আগস্টের মধ্যে জুলাঘোষণাপত্র ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। এ অবস্থায় চলতি জুলাই মাসের মধ্যেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত

৮ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। মঙ্গলবার (৮ জুলাই) ভারতের চিন্তক প্রতিষ্ঠান অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ওআরএফ) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান (সিডিএস)। জেনারেল চৌহান বলেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকট বহিরাগত শক্তিদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিচ্ছে। ঋণকূটনীতির সাহায্যে প্রভাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে তারা ভারতের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাশাপাশি ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং সেইসঙ্গে তাদের আদর্শচ্যুতি ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, এই প্রবণতা ভারতের জন্য বড় এক সমস্যা। সম্প্রতি চীনের কর্মকর্তারা সে দেশে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। তিনটি দেশই নিজেদের স্বার্থে একে অন্যের কাছাকাছি আসছে। এই নৈকট্য ভারতের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

চীন ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা অবশ্য বহু পুরোনো। কিন্তু, রাজনৈতিক পালাবদল, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। পরিস্থিতিতে চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের কাছাকাছি আসা জেনারেল চৌহানকে সন্দিহান করে তুলেছে। তিনি মনে করছেন, এই তিন দেশের ঘনিষ্ঠতা ভারতের চিন্তা বাড়াতে পারে। ভারতের স্থিতিশীলতার জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে। অনুষ্ঠানে জেনারেল চৌহানকে পাকিস্তানভারত সাম্প্রতিক সংঘাতের সময় চীনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, ওই সংঘাতে পাকিস্তানকে চীন কতটা ও কীভাবে সমর্থন দিয়েছে, সহায়তা করেছে, তা বলা খুবই কঠিন। ওই সংঘাতের সময় উত্তর সীমান্তে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। তবে, ঘটনা হলো পাকিস্তান তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বেশির ভাগটাই চীন থেকে নেয়। সে কারণে পাকিস্তানে চীনের উপস্থিতি থাকার কথা; বিশেষ করে সংঘাত ও সংঘর্ষের সময়। সেটা কতটা ছিল এবং সমর্থন বা সহায়তার চরিত্র কেমন ছিল, তা বলা সহজ নয়।

‘আর আগলে রাখতে পারবে না ভারত’! হাসিনার

৯ পৃষ্ঠার পর

এটাই আমরা চাই।” ঢাকার ওই বিবৃতিতে এ-ও বলা হয়েছে, তারা চায় গোটা বিশ্ব দেখুক কোনও নেতা যতই শক্তিশালী হোন না কেন, কেউ-ই আইনের ঊর্ধ্বে নন। গত বছরের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে বাংলাদেশে। আন্দোলনের জেরে হাসিনার সরকারের পতন হয়। গত বছরের ৫ অগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন হাসিনা এবং সাময়িক ভাবে আশ্রয় নেন এ দেশে। এ দিকে হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পরে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা শুরু হয়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ওই মামলা চলছে। বৃহস্পতিবার হাসিনা-সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে ইউনূস প্রশাসন ফের বার্তা দিল নয়াদিল্লির উদ্দেশে। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

বিদ্রোহ রুখতে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার তাঁরই নির্দেশে

৯ পৃষ্ঠার পর

করার’ জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেন তিনি।গত বছরের জুলাইয়ে ছাত্রজনতা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে বাংলাদেশে। প্রথমে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন, সেটিই পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। আন্দোলনের মুখ ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীরাই। ওই আন্দোলনের জেরে পতন হয় হাসিনার সরকারের এবং গত বছরের ৫ অগস্ট বাংলাদেশ ছাড়েন হাসিনা। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুসন্ধানে উঠে আসে, ওই আন্দোলনের সময়ে বাংলাদেশে প্রায় ১৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে হাসিনার বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ অভিযোগে মামলা চলছে।

গত মার্চ মাসে ফাঁস হওয়া ওই অডিয়ো ক্লিপটিকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন বাংলাদেশের আইনজীবীরা।

যদিও হাসিনার দল আওয়ামী লীগের এক মুখপাত্রের দাবি, ওই অডিয়ো ক্লিপটির সত্যতা তারা নিশ্চিত করতে পারছে না। ক্লিপটিতে কোনও ‘বেআইনি উদ্দেশ্য’ বা ‘অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া’ও দেখা যায়নি বলে দাবি ওই মুখপাত্রের।

অডিয়ো ক্লিপটি কে ফাঁস করলেন, কী ভাবে ফাঁস হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফাঁস হওয়া অডিয়ো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক সূত্র বিবিসিকে জানান, গত বছরের ১৮ জুলাই নিজের সরকারি বাসভবন থেকেই ওই ফোনালাপটি সারেন হাসিনা। বিবিসি জানিয়েছে, ফাঁস হওয়া ওই অডিয়োর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে হাসিনার কণ্ঠস্বরের মিল পেয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ। বিবিসিও পৃথক ভাবে ওই অডিয়োর ফরেন্সিক বিশ্লেষণ করে। তাতে ওই অডিয়ো ক্লিপটি কোনও রকম এডিট বা পরিবর্তন করার প্রমাণ মেলেনি। সেটি কৃত্রিম ভাবে তৈরি হয়েছে এমন সম্ভাবনাও খুবই কম বলে দাবি বিবিসির।

ওই ক্লিপটি বিশ্লেষণ করতে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ‘ইয়ারশট’-এর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয় বিবিসি। তারা হাসিনার বক্তব্যের ছন্দ, স্বর এবং শ্বাসের শব্দ বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে ওই অডিয়োয় কৃত্রিম কোনও পরিবর্তন আনার প্রমাণ মেলেনি বলেই দাবি বিবিসির রিপোর্টে।

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় রাজসাক্ষী

৯ পৃষ্ঠার পর

পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান, উভয়কেই ‘পলাতক’ ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে। অপর অভিযুক্ত প্রাক্তন আইজিপি মামুনকে বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) আদালতে পেশ করা হয়। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’ জানিয়েছে, আদালতে ‘দোষ স্বীকার’ করছেন পুলিশের প্রাক্তন আইজিপি। অপরাধের বিষয়ে তথ্য দিয়ে ট্রাইবুনালকে সাহায্য করার কথাও বলেছেন তিনি। পরে মুখ্য সরকারি আইনজীবী তাজুল ইসলাম জানান, মামুন এই মামলায় রাজসাক্ষী (অ্যাপ্রুভার) হয়েছেন।

বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা ‘বাসস’ অনুসারে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশের ফলে এই প্রথম বারের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় হাসিনাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক

বিচার শুরু হল। বস্তুত, এই মামলাটি ছাড়াও বাংলাদেশে আরও দু’টি মামলা চলছে আওয়ামী লীগের নেত্রীর বিরুদ্ধে। একটি মামলায় আওয়ামী লীগের দেড় দশকের শাসনকালের গুম-খুনের মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে হাসিনাকে। অন্যটি ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতে ইসলাম নামে সংগঠনের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডের মামলা।

সম্প্রতি ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম ‘বিবিসি’-র অন্তর্তদন্তেও হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে এসেছে। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, গত বছরের জুলাইয়ে ছাত্রবিদ্রোহ দমন করতে হাসিনাই প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিতে ফের সরব হয়েছে ঢাকা। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম বুধবার এ বিষয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেন। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার.কম

দেড় বছরে আরও দেড় লাখ রোহিঙ্গা

৮ পৃষ্ঠার পর

২৪ বর্গকিলোমিটার জায়গায় প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা বসবাসের কারণে এটি ইতোমধ্যে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ বলছে, নতুন করে আরও রোহিঙ্গা আশ্রয় নেওয়ায় বিদ্যমান সহায়তা ব্যবস্থার ওপর চরম চাপ পড়ছে।

খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য নতুন করে আগতরা অনেকাংশেই আগের রোহিঙ্গাদের ওপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে দাতাগোষ্ঠী তহবিল সংকটে পড়ায় গুরুত্বপূর্ণ সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি আছে। ডিসেম্বরের মধ্যে খাদ্য সহায়তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া, দুই লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।

এমন সংকটে রোহিঙ্গাদের মাঝে হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে জানিয়ে ইউএনএইচসিআর বলছে, রোহিঙ্গাদের অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ অবস্থায় রাখাইন রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য জীবন রক্ষাকারী সহায়তা যেন বন্ধ না করা হয়, তার দাবি জানিয়েছে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা।

ট্রাম্পের কঠোর শুল্কনীতিতে এশিয়ার দেশগুলোই কেন প্রধান টার্গেট?

৬ পৃষ্ঠার পর

আক্রমণ করতেই চীন-নির্ভর উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর ওপর এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এরপর কী হবে?

হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছেন, এ সপ্তাহে আরও দেশকে শুল্ক আরোপের বিষয়ে জানানো হবে। কিছু দেশের সঙ্গে চুক্তি ‘কাছাকাছি’ বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাণিজ্য চুক্তি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। তবে সময়সীমা এগিয়ে আসছে। ফলে দেশগুলো আলোচনার মাধ্যমে শুল্কহার কমাতে মরিয়া হয়ে উঠছে। সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

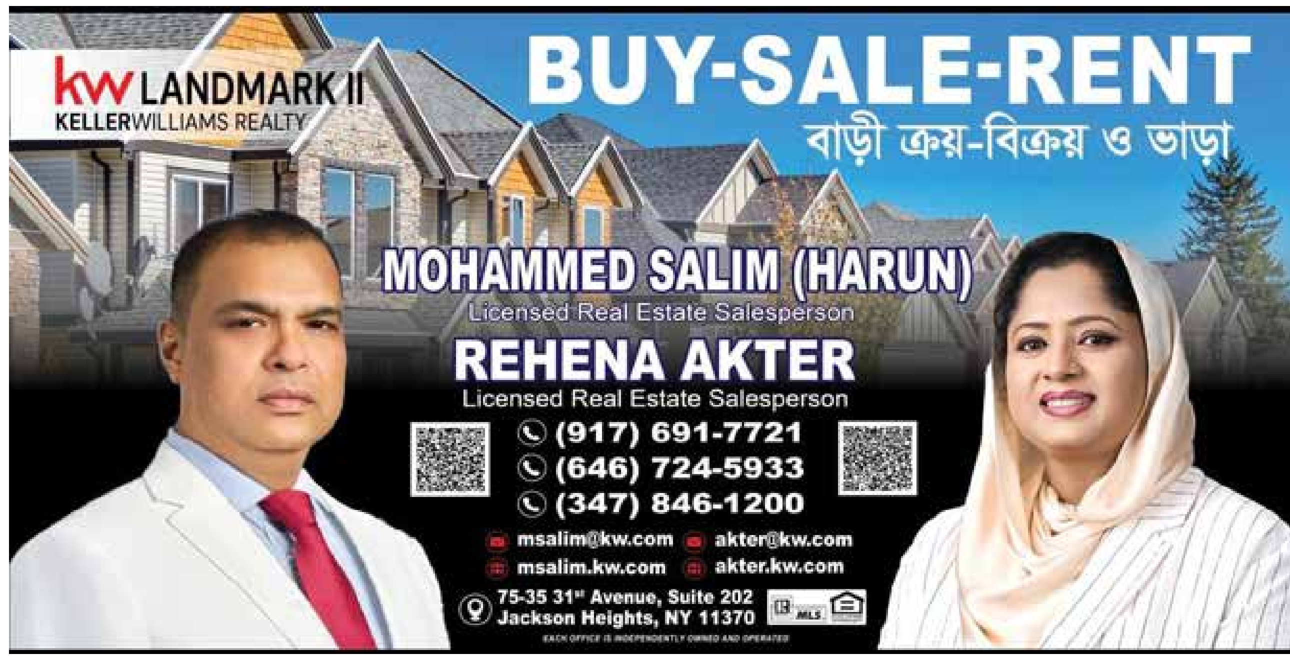

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি
উপলক্ষে সকল পাঠক,
পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
বিশ্বে যত উত্থান-পতন
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস: যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারী সোমবার
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরণ করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প
STOP ASIAN HATE

কানাডায় বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন প্রতারক নেটওয়ার্কের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

গোস্ট স্টুডেন্ট স্কিম এবং ভুয়া বিবাহের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন সুবিধা নেওয়ার অসংখ্য চক্র ধরা পড়েছে ২০২৪ সালে। কানাডার বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে অন্টারিওর ব্র্যাম্পটন, টরন্টো, মিসিসাগা, মন্ট্রিয়ল এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কিছু অংশে এসব কর্মকাণ্ডের বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে। কতিপয় বাংলাদেশি RCIC লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং লাইসেন্স ছাড়া অনেকে এইসব প্রতারণায় জড়িয়েছেন, যা শুধু আইন ভঙ্গের বিষয় নয়, বরং মানবিক বিপর্যয়ের নতুন সংজ্ঞাও বয়ে এনেছে। ICCRC এর ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে তারা ২৭ জন RCIC-এর লাইসেন্স বাতিল করেছে বিভিন্ন ধরনের ইমিগ্রেশন প্রতারণায় জড়িত থাকার কারণে। কানাডার অভিবাসন ব্যবস্থা কতটা প্রযুক্তিনির্ভর ও জটিল হয়ে উঠেছে, তার পাশাপাশি কিভাবে কিছু অসাধু চক্র তা ফাঁকি দিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছে—এইসব বিষয় বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন, মিডিয়ার অনুসন্ধান, ভুক্তভোগীদের বয়ান ও আইনি প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য নথিপত্রে। সেইসাথে উঠে এসেছে তাদের গল্পও, যারা প্রতারণার শিকার হয়ে ঘরবাড়ি বিক্রি করে, সর্বস্ব খুইয়ে আজ দেশে ফিরে গেছেন, অথবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কানাডার অচেনা অলিগলিতে হারিয়ে গেছেন। IRCC ও CBSA-এর তদন্তে প্রকাশ পায়, অন্টারিওর ব্র্যাম্পটনের একটি নির্দিষ্ট বেসমেন্ট ঠিকানায় ৩৭ জন বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্টার্ড ছিল। এই ঠিকানাটি আদতে ছিল না কোনো আবাসিক জায়গা—এটি ছিল একটি "মেইল ড্রপ" বা নামেমাত্র আবাস, যেখানে কেউ থাকত না। তদন্তে জানা যায়, এইসব শিক্ষার্থী বাস্তবে কোনো কলেজে যেত না, কারও নাম রেজিস্ট্রি থাকলেও ক্লাসে উপস্থিতি ছিল শূন্যের কোঠায়। এরা ছিল "ভুয়া স্টুডেন্ট" স্কিমের অংশ, যারা কানাডায় প্রবেশ করেই পড়াশোনার পরিবর্তে কাজ খুঁজত ব্ল্যাক মার্কেটে, Uber Eats বা নির্মাণসাইটে। ওজঈঈ-র তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-এ ১,২০০+ বাংলাদেশি ছাত্রের ভিসা বাতিল হয়েছে, যাদের ৮০% পেপার (ভুয়া) কলেজের সাথে যুক্ত। তদন্ত অনুযায়ী, এই স্কিমে যুক্ত ছিল একাধিক ধাপ। ১) ভুয়া অ্যাডমিশন লেটার তৈরি। কিছু প্রাইভেট "পেপার কলেজ" নিজেই অ্যাডমিশন লেটার তৈরি করত। ২) জাল ফিনান্সিয়াল ডকুমেন্ট। সাময়িকভাবে ব্যাংকে টাকা জমা রেখে ব্যাংক স্টেটমেন্ট তৈরি, পরে তা তুলে ফেলা হতো। ৩) একই অ্যাড্রেসে রেজিস্ট্রেশন। ৪) প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন: মেটাডেটা মুছে ফেলা (মেটাডাটা হচ্ছে ডকুমেন্টের 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট'—এটি মুছে ফেললে IRCC-র পক্ষে জালিয়াতি শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।), ডিপফেক ফটো, অও দিয়ে তৈরি প্রেজেন্টেশন, এমনকি বায়োমেট্রিক

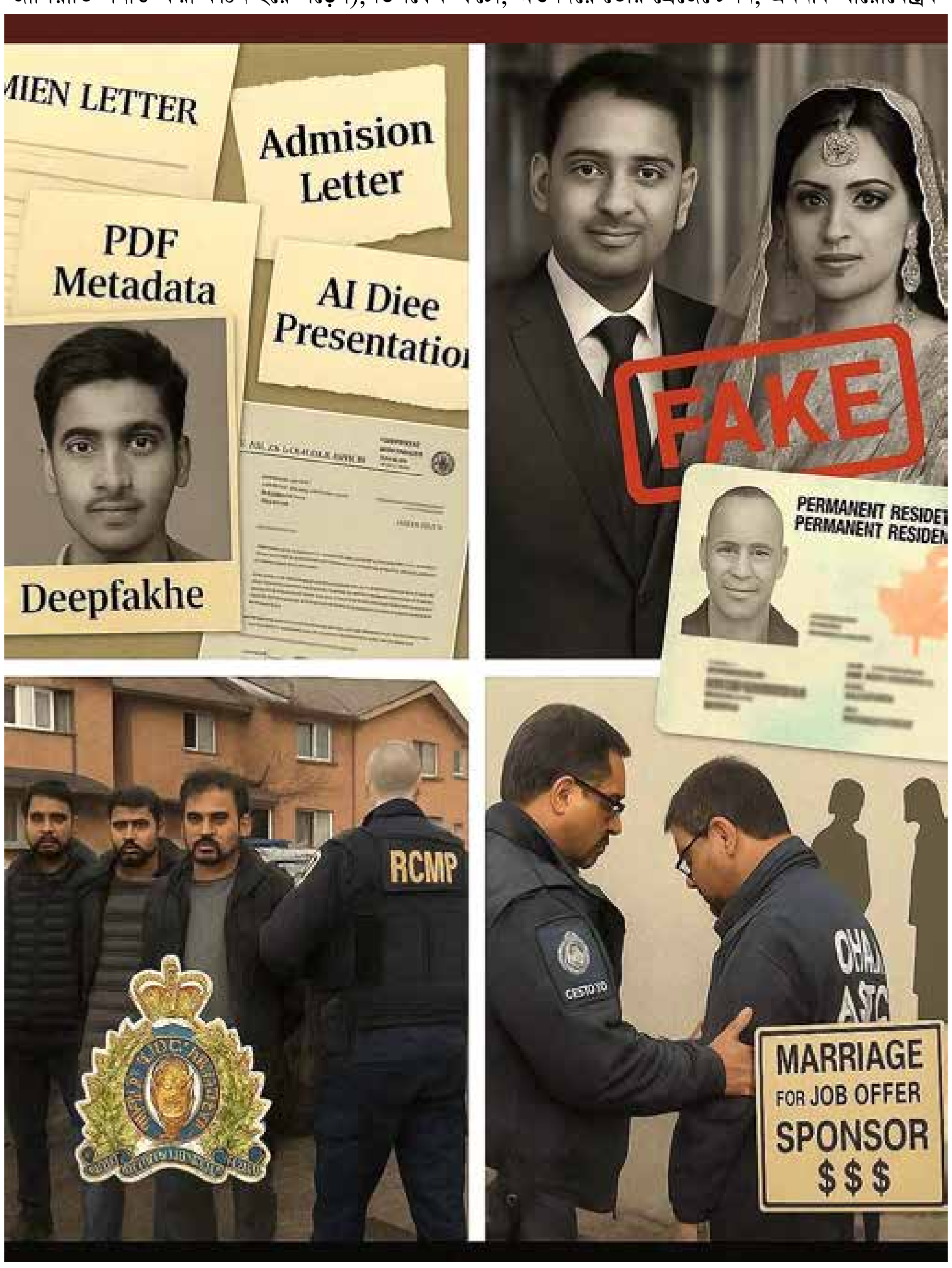

উপস্থিতি এড়াতে স্টুডেন্টরা 3D মাস্ক বা ভিডিও প্রজেকশন ব্যবহার করত। টরন্টোর হামবার কলেজে এমন ১২ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে।

এই গোস্ট স্টুডেন্ট বা ভুয়া ষ্টুডেন্টদের পেছনে ছিল এক সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্ক। তাদের মধ্যে প্রধান সংগঠক হিসেবে চিহ্নিত হন মো. রাজু আহমেদ, টরন্টো-ভিত্তিক একজন বাংলাদেশি যিনি নরসিংদীর বাসিন্দা। ব্র্যাম্পটনের বেসমেন্টের (বাড়ি) মালিক শাহিনুর আলম এই ঠিকানা জালকরণের কাজ করতেন।

বাংলাদেশে এদের অংশীদার ছিল: ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে অবস্থিত "Global Visa Consultant" ও "Dream Canada Immigration"। চট্টগ্রাম ও সিলেটের কিছু সাব-এজেন্ট। কিছু ব্যাংক কর্মচারী, যারা ভুয়া স্টেটমেন্ট তৈরিতে সহায়তা করত।

কতিপয় ভুক্তভোগি শিক্ষার্থীদের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলেন: শফিকুল ইসলাম (নরসিংদী), আয়েশা সিদ্দিকা (কুমিল্লা), রনি মিয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), জাকির হোসেন (ফেনী) ও তানজিনা আক্তার (চট্টগ্রাম)।

আইন অনুযায়ী এ গ্রুপের ১৫ জনকে ইতিমধ্যে ডিপোর্ট করা হয়েছে। রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে Criminal Code Section ৩৬৮/৩৮০ অনুযায়ী মামলা হয়েছে। শাহিনুর আলমের সম্পত্তিও CBSA জব্দ করেছে।

ইমিগ্রেশন সুবিধা নেওয়ার আরেকটি বড় পথ হয়ে উঠেছে ভুয়া বিবাহ। ২০২৪ সালে IRCC কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ১২৩টি নকল বিবাহের কেস চিহ্নিত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা কানাডিয়ান স্পনসরদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভান করে পারমানেন্ট রেসিডেন্সের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রতিটি কেসে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ ডলারের বিনিময়ে স্পনসরদের রাজি করানো হয়েছে। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশি-কানাডিয়ান নাগরিক, যারা ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই ধরণের 'চাকরি'র অফার দিত। বিবাহের প্রমাণ হিসেবে তৈরি হতো–

১) Photoshop করা ছবি, একাধিক ব্যাকগ্রাউন্ডে কাস্টমাইজড রোমান্টিক ফটো।

২) Fake Wedding Card, ডিজাইন প্রিন্ট করে আলাদা স্টোরি বানানো হতো।

৩) সোশ্যাল মিডিয়ার নাটক, ভাড়া করা লোক দিয়ে পোস্ট, কমেন্ট, চ্যাট তৈরি করা হতো। ৪) ফেক ট্রাভেল প্রুফ: কক্সবাজার বা গুলশান লেকের ছবিকে বানানো হতো "হানিমুন" এর অংশ। কিছু মুসলিম অভিবাসী "নিকাহনামা" দেখিয়ে ভিসা চেয়ে থাকেন—এটি 'টেম্পোরারি ম্যারেজ' স্কিম হিসেবে পরিচিত।

এই চক্রে অংশ নিয়েছিল এমন কিছু স্পনসরদের নামও প্রকাশ পায়। এরা হলেন:

১) জেসিকা মরিস (মিসিসাগা), ৫ বছরের মধ্যে ৭টি স্পনসরশিপ।

২) ডেভিড লি (স্কারবোরো), বিবাহের বিনিময়ে ৳১৫,০০০ নিতেন। CBSA উল্লেখিত দুইজন সহ ৮ জন কানাডিয়ান স্পনসর ও ১১ জন বাংলাদেশি এজেন্টকে গ্রেফতার করে। জেসিকা মরিসকে ৫ বছরের কারাদণ্ড ও ৳৫০,০০০ জরিমানা করা হয়।

কিছু ICCRC রেজিস্টার্ড কনসালট্যান্টরাও এ চক্রে যুক্ত ছিলেন। তারা নিজের রেজিস্ট্রেশনের আড়ালে ভুয়া পরামর্শ দিতেন, নকল কাগজ তৈরি করতেন, এবং আবেদনকারীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ আদায় করতেন। উল্লেখযোগ্য দুটি কেস হলো- CanGrow Immigration (Toronto): আদনান আহমেদ নামে এক ছাত্র ৳১২০০০ ডলার হারিয়েছেন।

Apex Visa Consultants (Vancouver): জারা খান নামে একজন সিলেটি নারী ৳১৮,০০০ ডলার খুইয়েছেন ভুয়া বিবাহে যুক্ত হয়ে।

প্রতারণা শুধু আইন লঙ্ঘন নয়, বরং মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয়। হাজারো ভুক্তভোগীর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে এই ক্ষতবিক্ষত বাস্তবতা।

রহিমা আক্তার (চট্টগ্রাম): ১২ লাখ টাকা খরচ করে স্টুডেন্ট ভিসার স্বপ্নে বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু এজেন্টের ফাঁদে পড়ে তার ভিসা বাতিল হয়।

সজিব রহমান (ঢাকা): ভুয়া বিবাহের মাধ্যমে চজ পাবেন—এই আশ্বাসে ৮ লাখ টাকা খরচ করে ভুয়া কনের সাথে মিলিত হন। ইন্টারভিউতে ধরা পড়ে তার ৫ বছরের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যান হয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

নাহিদ (মৌলভীবাজার): দুবাই থেকে সেমিনারে অংশ নিয়ে ২০ লাখ টাকা দেন এক এজেন্টকে। আজ পর্যন্ত কোনো খবর নেই।

এমন শত শত কাহিনি ছড়িয়ে আছে ফেসবুকের গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল, এবং কমিউনিটি ফোরামে। যাদের অনেকেই এখন নিঃস্ব, সমাজের কাছে অপমানিত।

২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে কানাডা সরকার প্রতারণার বিরুদ্ধে "Zero Tolerance" নীতি ঘোষণা করে। নেওয়া হয় একাধিক কঠোর পদক্ষেপ।

IRCC-এর প্রযুক্তিগত উদ্যোগ: Eagle Eye AI Szstem: সকল অ্যাডমিশন লেটার ও স্পনসরশিপ ডকুমেন্টকে টেমপ্লেট-ম্যাচিং ও প্লেজিয়ারিজম চেকের আওতায় আনা হয়।

Voice Stress Analysis: ইন্টারভিউ অডিওর মাধ্যমে মিথ্যা বলার প্রবণতা শনাক্ত করা হয়।

ঈইঋঅ-এর গোপন অপারেশন: "Ontario Sunrise College" নামে ফ্রন্ট কলেজ চালু করে চক্রের লোকদের ফাঁদে ফেলে ১৪৭ জন এজেন্ট ও ২৩৪ ভুয়া ছাত্রকে শনাক্ত করা হয়।

আইনগত যেসব পরিবর্তন এসেছে তা হলো:

১) College DLI লাইসেন্স বাতিল হলে ৳৫০০,০০০ পর্যন্ত জরিমানা।

২) ভুয়া বিয়ে বা স্টুডেন্ট ফ্রডের জন্য ১৪ বছর পর্যন্ত জেল (Criminal Code Section 292.1)

৩) স্পনসরদের ২০ বছরের আর্থিক দায়।

কানাডার নতুন আইন (Bill C-78): "PR পাওয়ার পরেও যদি ফ্রড প্রমাণিত হয়, জন্মসূত্রে কানাডিয়ান নাগরিকদেরও নাগরিকত্ব বাতিল করা যাবে।"

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, "Global Visa Care" এবং "Dream Canada Immigration" নামের দুই প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি প্রবাসীদের টার্গেট করে সেমিনার করত। তাদের প্রতারণার প্যাটার্ন ছিল— ১) 'গ্যারান্টিড ভিসা' (যারা ইমিগ্রেশনের যোগ্য নয়; শিক্ষাগত যোগ্যতা/আর্থিক সামর্থ্য কম)। ২) 'স্টুডেন্ট টু ওয়ার্ক পারমিট'(পেপার সর্বস্ব তথা ভূয়া কলেজের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার লোভ দেখানো। এসব প্রতিশ্রুতিতে মানুষ ১৫২০ লাখ টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার হয়। কানাডা-বাংলাদেশের মধ্যে ডেটা শেয়ারিং সীমিত। অনেকেই লজ্জায় বা ভয়ে অভিযোগ করে না।

একটা সময়ে কানাডা ছিল শুধু স্বপ্নের দেশ, এখন অনেকের কাছে তা বিভ্রান্তির কুয়াশা। এই ধরণের ইমিগ্রেশন ফ্রড শুধু আইনি জটিলতা তৈরি করছে না, বরং একটি জাতির ভবিষ্যৎকেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যাঁরা প্রতারণার মাধ্যমে বিদেশে পা রাখতে চায়, তারা নিজেরাও বিপন্ন হচ্ছে, আর প্রতারকরা দিনে দিনে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। স্বপ্ন দেখতে হবে-তবে চোখ খুলে, তথ্য যাচাই করে, আইন মেনে। প্রতারণা দিয়ে জীবন গড়া যায় না; বরং তা জীবনের সব অর্জনকে মুহূর্তেই ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।

দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি একটি দলিলস্বরূপ ডকুমেন্ট, যার সব তথ্য বিভিন্ন সরকারি, মিডিয়া, ও আইনি সূত্র থেকে সংগৃহীত। কিছু নাম/পরিচয় গোপনীয়তা রক্ষার্থে পরিবর্তিত।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসায় নতুন ফি, যুক্তরাষ্ট্রে আসতে খরচ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

২০২৩ সাল থেকে অধিকাংশ নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ক্যাটাগরিতে ২৫০ মার্কিন ডলারের নতুন 'ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি' কার্যকর হচ্ছে। ফলে পর্যটন, পড়াশোনা বা কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক আবেদনকারীদের ভিসার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। এই নতুন নিয়মের কারণে বাংলাদেশিদের জন্যও মার্কিন ভিসা খরচ বাড়তে পারে; কারণ, এই ফি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা প্রায় সব ক্যাটাগরিতে প্রযোজ্য।

ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি কী : মার্কিন ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি হলো বিদ্যমান ভিসা খরচের ওপর নতুন করে ২৫০ মার্কিন ডলারের (প্রায় ৩০ হাজার টাকা) অফেরতযোগ্য সারচার্জ। এটি ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। ভিসা ইস্যুর সময় এটি বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হবে। ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) দ্বারা পরিমাপ করা মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তিতে প্রতিবছর এই ফি সমন্বয় করা হবে।

কারা এই ফি দেবেন : এই ফি অধিকাংশ নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁদের মধ্যে রয়েছে বি-১/বি-২ (পর্যটন ও ব্যবসায়িক ভিসা), এফ এবং এম (শিক্ষার্থী ভিসা), এইচ-এয়ান বি (কাজের ভিসা) ও জে (এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসা)। শুধু 'এ' ও 'জি' ক্যাটাগরির কূটনৈতিক ভিসাধারীরা এই ফি থেকে অব্যাহতি পাবেন।

এর অর্থ হলো, ভারতসহ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, প্রযুক্তি পেশাজীবী, পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীড়সবাই এই অতিরিক্ত চার্জের আওতায় পড়বেন।

খরচ কতটা বাড়বে : বর্তমানে একটি মার্কিন বি-১/বি-২ ভিসার খরচ ১৮৫ মার্কিন ডলার। নতুন ভিসা ইন্টেগ্রিটি ফি, আই-৯৪ ফি (২৪ ডলার) ও ইএসটিএ ফির (১৩ ডলার) মতো অন্যান্য ছোটখাটো ফি যোগ করলে মোট খরচ হবে প্রায় ৪৭২ মার্কিন ডলার। এটি বর্তমান ভিসা খরচের আড়াই গুণের বেশি। শিক্ষার্থী বা কর্মীদের এফ বা এইচ-ওয়ান বি ভিসার ক্ষেত্রেও খরচ বাড়বে।

ফি কি ফেরতযোগ্য : এই ফি বাতিল বা কমানো যাবে না, তবে কিছু নির্দিষ্ট শর্তে এটি ফেরতযোগ্য হতে পারে। যদি ভিসা হোল্ডার ভিসার শর্তাবলি মেনে চলেন; যেমন ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেন বা আইনতভাবে তাঁদের থাকার মেয়াদ বাড়ান অথবা স্ট্যাটাস পরিবর্তন করেন (যেমন গ্রিন কার্ড পাওয়া), তাহলে এই ফি রিফান্ডের যোগ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করেন বা ভিসার নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহলে রিফান্ড প্রযোজ্য হবে না।

মার্কিন শুল্ক কমাতে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের ব্যর্থতার কারণ কী?

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এর ফলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বলতার সুযোগ নেবে। বর্তমানে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার মতো অবস্থানে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ ২০ থেকে ২৫ শতাংশের নিচে হলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। সে আলোকেই বাংলাদেশকে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারকে দ্রুত কিছু পদক্ষেপও নিতে হবে। গত তিন মাসে আমরা কিছু করতে পারিনি। যত দ্রুত এটা করতে পারব, তত আমরা এগিয়ে যাব। এজন্য সরকারকে দরকষাকষি করতে হবে। নেগোসিয়েশন টিমে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি থাকা উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে সরকার বলছে, আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের চিঠিটা কার্যকর হবে। অর্থাৎ আরও এক মাস সময় পেয়েছে সরকার। এর অর্থ হলো, দরকষাকষি করে কিছু একটা করা যাবে। এখন এটা 'ওয়ান টু ওয়ান' নেগোসিয়েশনে ঠিক হবে। আমরা সেটার জন্য চেষ্টা করছি। সেটার প্রেক্ষিতে সরকার অন্যান্য পদক্ষেপ নেবে।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৯০ দিনের জন্য তা স্থগিত করে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার (৭ জুলাই) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে ২ শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেন। আরোপিত নতুন শুল্ক আগস্ট মাস থেকে কার্যকরের ঘোষণা দেন তিনি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর বাংলানিউজকে বলেন, গত তিন মাসে আমরা বেশি অগ্রগতি করতে পারিনি। শুল্ক কমানোর জন্য আমাদের যে প্রস্তাবগুলো ছিল, আমরা কিছু পণ্য চিহ্নিত করেছি এবং অশুল্ক বাধা কীভাবে দূর করব, সে বিষয়ও ছিল। প্রধান উপদেষ্টা যে চিঠি দিয়েছেন, সেখানে এ বিষয়গুলো ছিল। ওই চিঠির বাইরে আমরা খুব বেশি একটা অগ্রগতি করতে পারিনি। আলোচনা হয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ইউএসটিআর-এর সঙ্গে কথা বলেছেন। টিকফা ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। তারা আশ্বস্ত হতে পারেনি যে, বাংলাদেশ যেসব উদ্যোগ নেবে, সেখানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি দূর হতে পারে। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে গত তিন মাসে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, এগুলোর কোনো ফল আসেনি। বাংলাদেশের যে চিঠি ছিল, সেটাকেই সম্মান দেখিয়ে দুই শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মাহফুজ কবীর বলেন, এই ট্যারিফের প্রভাবে যেসব পণ্য আমরা রপ্তানি করি, সেখানে মারাত্মক প্রভাব পড়বে। আমাদের যে প্রতিযোগী দেশ আছে তারা ইতোমধ্যে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে গুছিয়ে নিয়েছে। চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ, তারপরও তারা আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছেছে, ভারতও সমঝোতায় গেছে। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। তাদের ওপর যে শুল্ক ছিল, সেটা অর্ধেক থেকেও কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, সবাই সাফল্য লাভ করলেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি কেন? কারণ আমরা ভালো প্রস্তুতি নিতে পারিনি। আমরা বিষয়টাকে অন্যান্যদের মতো না ভেবে বিষয়টাকে সবাই মিলে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি দেশ নিজেদের কৌশলে এগিয়েছে। এখন যে ১৪টি দেশ বাকি আছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ বাদে সব দেশই নিজেরা প্রস্তুতি নিয়েছে। বাংলাদেশকেও সেভাবে অগ্রসর হতে হবে, বিষয়টিকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।

মাহফুজ কবীর বলেন, আমাদের নতুন পদ্ধতিতে যেতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরিষ্কার করে বলতে হবে কত পরিমাণে শুল্ক কমাতে হবে। মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কাজ হবে না, চুক্তি করতে হবে। আমরা যদি এসআরও ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারতাম, তাহলে তাদের দেখাতে পারতাম যে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। আমাদের একটা বাজেট হলো, তার আগেই এ ধরনের কর্মকৌশলের প্রয়োজন ছিল। সে কাজটা আমরা করিনি। সুতরাং আমাদের প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে। এখন আমাদের নেগোসিয়েশন জোরালো করতে হবে। যেভাবেই হোক একটা বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে। এখন দরকষাকষির সময় নেই, গত তিন মাসে আমরা কিছু করতে পারিনি। যত দ্রুত এটা করতে পারব তত আমরা এগিয়ে যাব। আগে আমরা চিন্তা করতাম যে উইন উইনে যাব, কিন্তু এখন আমরা ডেঞ্জার জোনে চেলে গেছি। সেখান থেকে আমাদের সেভ জোনে আসার চিন্তা করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের যেসব প্রতিযোগী দেশ আছে, তাদের শুল্কের হার ২০ শতাংশের মতো। ভিয়েতনামের ২০ শতাংশ, ভারতের ২৬ করা হলেও আরও কমবে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য ২০ শতাংশ বা যদি তার কাছাকাছি হয় সেক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থাকবে দেশ। সে আলোকেই বাংলাদেশকে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারকে দ্রুত কিছু পদক্ষেপও নিতে হবে।

অর্থনীতিবিদ, পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবু আহমেদ বাংলানিউজকে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যাদের বাণিজ্য ঘাটতি আছে তাদের ওপরই ট্যারিফ বসাবে তারা। তবে এটার ভালোমন্দ দুই দিকই আছে। খারাপের দিকটাই বেশি। ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে এগোচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি নেই। আগেও ১৫ থেকে ১৮ শতাংশ ট্যারিফ দিয়েই আমাদের তৈরি পোশাক সেখানে যেত। যেখানে অনেক আফ্রিকান রাষ্ট্র তাদের তৈরি পোশাক নিয়ে শূন্য ট্যারিফে প্রবেশ করত। তারপর আমাদের জিএসপি সুবিধা তুলে নেওয়া হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার মতো অবস্থানে নেই।

তিনি বলেন, আমাদের যারা প্রতিযোগী আছে তাদের ওপরেও ট্যারিফ বসানো হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এরফলে তাদের বেশি মূল্য দিয়ে পণ্য কিনতে হবে। বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিটা বেশি হবে কারণ আমাদের রপ্তানি আয়ের ৮০ ভাগ আসে এই তৈরি পোশাক থেকে। যুক্তরাষ্ট্র হলো আমাদের সবচেয়ে বড় বাজার। এরফলে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান প্রশ্নের মুখে পড়বে। এজন্য বাংলাদেশকে জোরালো নেগোসিয়েশন করতে হবে। তারা যেহেতু ইকুয়াল বাণিজ্য চায়। কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা আমরা করতে পারব।

আবু আহমেদ আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ ২৫ শতাংশের নিচে হলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। এখন আমাদের ওপর উচ্চ শুল্ক বসিয়ে অন্যায় করা হচ্ছে। আমরা যেহেতু তাদের পণ্য সস্তায় দিতে পারছি, এতে তাদের ভোক্তারা উপকৃত হচ্ছে। এখন সরকারকে কঠোর নেগোসিয়েশন করতে হবে। এতে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ জরুরি। এজন্য নেগোসিয়েশন টিমে ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি থাকা উচিত।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজেএমইএ) সাবেক পরিচালক শোভন ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপের ফলে তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর আবারও ধাক্কা লাগবে। এর ফলে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বলতার সুযোগ নেবে। এপ্রিলে ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি ও পরে ১০ শতাংশ রেখে বাকিটা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হলে সে সময়ও ক্রেতারা সুযোগ নিয়েছিল। আগের ১৫ শতাংশ ও নতুন আরোপ করা ৩৫ শতাংশসহ এখন মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক গুনতে হবে। এতে তৈরি পোশাকশিল্পে নতুন আরেক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই পদক্ষেপের ফলে ভিয়েতনাম সুবিধা পেলো। নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে বাংলাদেশেরও সেটা প্রয়োজন ছিল। ভিয়েতনাম এগিয়ে গেল। ভারতের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোতে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক বসতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুবিধা পাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। তবে নোগেশিয়েশনের এখনো সময় আছে, দেখা যাক কী হয়!

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন আমাদের বাণিজ্য উপদেষ্টা। তিনি আগামীকাল ৯ জুলাই ইউএসটিআর'র সঙ্গে আলাপ করবেন। কালকের পর আমরা বুঝতে পারব। আমরা আশা করি, যাই হোক, সেটার প্রেক্ষিতে আমরা অন্যান্য পদক্ষেপ নেব। এখন বৈঠকটা মোটামুটি ইতিবাচক।

চিঠি ইতোমধ্যে ইস্যু হয়ে গেছে, এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন। এটা ওয়ান টু ওয়ান যখন নেগোসিয়েশনে ঠিক হবে। চিঠি তো বহু আগে দিয়ে দিতো, ৩৫ শতাংশ। এইটা আবার ১৪টা দেশের জন্য বলছে একই। কিন্তু ওয়ান টু ওয়ান নেগোসিয়েশন হবে, সে জন্যই তো ইউএসটিআর'র সঙ্গে কথা বলা। এটা ফাইনাল না।

এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, গতকালকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ৩৫ শতাংশ ট্যারিফ আরোপ করে চিঠিটা দিয়েছে সেটা আমরা আশা করিনি। কারণ আমাদের এই সপ্তাহে যে ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ তারিখের মিটিংগুলো নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যেই এই চিঠিটা সম্পর্কে আমরা জানতাম না। তারা অগাস্ট পর্যন্ত এই চিঠির কার্যকারিতা দিয়েছে, অগাস্টের ১ তারিখ থেকে। ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে এক মাস সময় দিল এবং খসড়া এখন পাঠাল। অর্থ হলো, নেগসিয়েশন করে কিছু একটা করা যাবে। আমরা সেটার জন্য চেষ্টা করছি।

তিনি বলেন, সামনে এক মাস রেখে ডকুমেন্ট হ্যান্ডওভার করা হয়েছে এবং নেগোসিয়েশনের ডেট দেওয়া হয়েছে, যেটা তাদের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে। তারমানে নেগোসিয়েশনের দরজা খোলা রয়েছে। আমরা নেগোসিয়েশনে যুক্ত হচ্ছি। আমরা কথা বলছি। আমাদের উপদেষ্টা সেখানে আছেন। আমি আজকে যাচ্ছি সন্ধ্যায়। আমরা কিছু একটা ফলাফল পাব না, এরকম আশা করে তো আর সেখানে যাচ্ছি না, আশা করি কিছু একটা ফলাফল আমরা পাব আলোচনা করে।

নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে শুল্ক কমাতে না পারলে আমাদের আমদানি-রপ্তানির ওপর চাপ পড়বে কি না? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে সচিব বলেন, চাপ হবে, সেটা তো সবাই বোঝে এবং সেটা যাতে না হয়, সে জন্য আমরা যাচ্ছি আলোচনা করতে। আশা করছি ভালো কিছুই পাব।

নেগোশিয়েশনে যুক্তিগুলো কী কী থাকবে জানতে চাইলে সচিব বলেন, মোটাদাগে আমাদের যুক্তিগুলো থাকবে প্রথমত শুল্ক কমানো এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ট্রেড রিলেটেড আরও যে ইস্যুগুলো আছে, সেগুলোতে আমরা যেন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে না পড়ি। মোদ্দা কথা হলো যে, বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রধান বিবেচ্য বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের যে এক্সিস্টিং বাণিজ্য আছে, সেই বাণিজ্য রক্ষা করা। আর আমাদের কাছে তারা কিছু চেয়েছে, সেটা হলো শুল্ক কমানো। পর্যায়ক্রমে শুল্ক, ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি এগুলো যেন আমরা কমাই। সে ধরনের প্রস্তাব তারা করেছে। আমরা সেটা এনবিআরের সঙ্গে কনসালটেশন করার পরে, সরকারের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কনসাল্ট করে সে ব্যাপারেও আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

তিনি বলেন, এই চিঠিতে যা যা উল্লেখ করেছে, মানে আজকের যে ডকুমেন্ট পেয়েছি, তাতে যা ছাড় চেয়েছে তারা, সেগুলো আমরা অবশ্য আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সেগুলোর উপরে এমনিতেও ডিউটি খুব কম। যেমন গম, সয়াবিন, এয়ারক্রাফট, অন্যান্য মেশিনারিড়এগুলোর ওপর এমনিতেই ডিউটি রেট খুব কম। ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ইউএস ট্রেন্ডটা বাংলাদেশে বাড়ানো দরকার। সেটা না বাড়ালে তো আসলে তারা আমাদের কোনো ধরনের ছাড় দেবে না। কাজেই আলাপ-আলোচনা করে কিছু ছাড় আমাদের দিতে সম্মত হতেই হবে।

৭ জুলাই জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কাছে চিঠি পাঠিয়ে গত এপ্রিলে স্থগিত করা শুল্ক ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করা চিঠিতে ট্রাম্প জানান, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ, থ াইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ এবং বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

গত ২৬ জুন ওয়াশিংটনে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশ নেন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। ৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরেকটি সভা হয়। ওই সভায় যোগ দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি জানিয়েছিলেন, শুল্ক আরোপ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট রাখা নিয়ে সংবেদনশীল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোর শুল্ক শূন্যের কাছাকাছি। হয় শূন্য, নয়তো শূন্যের কাছাকাছি। এরপরও তারা বেশকিছু প্রডাক্ট লাইনে শুল্ক সুবিধা চায়। এ ছাড়া তারা শুল্ক আরোপ করবে। সেক্ষেত্রে আমরা যেন প্রতিযোগী হিসেবে থাকতে পারি, সে বিষয়ে তারা সংবেদনশীল। আশা করা যায়, ইতিবাচক একটা কিছু হতে পারে।

উল্লেখ, একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকপণ্য রপ্তানিতে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এ হারে শুল্ক নিয়েও ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি ছিল। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অর্থমূল্য বিবেচনায় দেশটিতে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক অভিযানে বাংলাদেশের সামনে নতুন বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য নীতিতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি বিশ্বের ১৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে পাঠিয়েছেন একটি চিঠি, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছেড় আগামী ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসব দেশের নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর ২৫% থেকে ৪০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে, যদি না নতুন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এই নতুন নীতিকে বলা হচ্ছে "জবপরঢ়ৎড়পধষ ঞধৎরভভ চড়ষরপু" বা "পারস্পরিক শুল্কনীতি"। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মূলত এমন দেশগুলোর ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করতে চায়, যারা আমেরিকান পণ্যের ওপর অন্যায্য হারে শুল্ক আরোপ করে থাকে।

বৈশ্বিক প্রভাব ও শুল্কহার

নতুন ঘোষণায় যেসব দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেঃ

ঙ২৫%: জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, টিউনিসিয়া, মালয়েশিয়া, কাজাখস্তান
ঙ৩০%: দক্ষিণ আফ্রিকা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ঙ৩৫%: বাংলাদেশ, সার্বিয়া
ঙ৩৬%: কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড
ঙ৪০%: লাওস, মায়ানমার

এই তালিকায় বাংলাদেশের নাম থাকা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশের রপ্তানি ঝুঁকি : ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস বরাবর পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ১ আগস্ট ২০২৫ থেকে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত সকল পণ্যের উপর ৩৫% শুল্ক আরোপ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য ঘাটতি, উচ্চ শুল্ক, এবং অ-ট্যারিফ বাধা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এই ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য, যেখানে নীট পোশাক, জার্সি, হোম টেক্সটাইল এবং অন্যান্য হালকা শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হয়। শুল্ক আরোপের পরিণতি হিসেবেড়

ঙ মার্কিন বাজারে মূল্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে বাংলাদেশি পণ্য
ঙ রপ্তানি আদেশ কমে যাবে, অন্য দেশ যেমন ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, ভারত এগিয়ে যাবে
ঙ শ্রমিক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহে সংকট দেখা দিতে পারে

করণীয় ও কৌশলগত পরামর্শ:

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য কিছু বাস্তবধর্মী ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ প্রয়োজন: ১. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য সংলাপ পুনরায় শুরু করা
২.যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রভাবশালী প্রবাসী বাংলাদেশিদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত করা
৩.আমেরিকান আমদানিকারকদের লবিং এর মাধ্যমে শুল্ক নীতিতে প্রভাব বিস্তার
৪.বাংলাদেশি পণ্যের মানবিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা, বিশেষ করে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক প্রভাব

সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ে কৌশল নির্ধারণ ও কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এই নতুন শুল্কনীতি শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং একধরনের ভূরাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ। বাংলাদেশের মতো রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির জন্য এটি একটি জাগরণ বার্তা। তবে সঠিক সময়ের কূটনীতি, বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব, এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সংকটকেও একটি সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে পারে। এটি এখন কেবল বাণিজ্য বাঁচানোর বিষয় নয়ড়এটি জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্ন।

ইমাম হোসেন অপন
সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও গবেষক, নির্বাহী পরিচালক- এইচ বি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ইনক। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

আইফোন ১৭তে কী নতুনত্ব

৫৬ পৃষ্ঠার পর

২০২৬ সালে মিলবে না। গ্যাজেটস বিশ্লেষক ও ডিসপ্লে সাপ্লাই চেইনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রস ইয়ং আইফোন ডেভেলপ প্রসঙ্গে বলেছেন, বহুল প্রতীক্ষিত 'হোল-ফ্রি' আইফোন মডেলের দেখা ভক্তরা সহসাই পাবেন না। সামনের সময়ে আইফোন মডেলে সম্ভাব্য কী কী পরিবর্তন আসছে, তা সদুত্তরে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা গেছে।

আইফোন যখন বেজেলহীন

২০তম বর্ষপূর্তিতে ২০২৭ সালে অ্যাপল ঝকঝকে তারুণ্যনির্ভর নতুন ডিজাইনের আইফোন আনতে চলেছে এমন খবর ছড়িয়েছে আগেই। এমন ঘোষণা ভক্তদের মাঝে উন্মাদনা ছড়িয়েছে। জানা গেছে, ভবিষ্যৎ মডেলের ডিসপ্লে হবে প্রায় পুরোপুরি বেজেলহীন। সঙ্গে থাকবে গ্লাস ব্যাক প্যানেল ও রাউন্ডেড ফ্রেম। কিন্তু বাস্তবে মডেলটি কবে নাগাদ আত্মপ্রকাশ করবে তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা দেয়নি অ্যাপল।

নতুন ডেভেলপ করা আইফোন মডেলে ফেস আইডি সেন্সর ও সেলফি ক্যামেরা পুরোপুরি অ্যামোলেড স্ক্রিনের ভেতরের অংশে চলে যাবে। অর্থাৎ স্ক্রিনে কোনো কাটআউট বা বিশেষ ছিদ্র থাকবে না। আইফোন গবেষক ইয়ং বলছেন, ২০২৬ সালের আগে অ্যাপল পুরোপুরি এমন ধরনের প্রযুক্তির ডিভাইস প্রকাশ করতে পারবে না।

অনেকে বলেছেন, অ্যাপল চাইলে ফেস আইডির কিছু সেন্সর স্ক্রিনের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে। ফলে এখনকার তুলনায় ছোট আকারের পিল-শেপড কাটআউট থাকবে, যদিও তাতে আইফোন অবয়ব পুরোপুরি ছিদ্রমুক্ত হবে না।

আইফোন গবেষক রস ইয়ং বলছেন, ২০২৮ সালের মধ্যে থ্রিডি ফেস রিকগনিশনের প্রয়োজনীয় সব সেন্সর স্ক্রিনের নিচে সরিয়ে নিতে অ্যাপল গবেষক দল বিশেষভাবে কাজ করছে। জানা গেছে, ২০৩০ সাল অবধি সেলফি ক্যামেরা পাঞ্চ-হোলের ভেতরেই থাকবে। কারণ, আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরার ছবির মান এখনও প্রত্যাশা পূরণে সন্তোষজনক মানে পৌঁছায়নি।

মামদানিকে ঠেকাতে এককাট্টা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সাবেক মেয়র রুডি গিলানি, বিনিয়োগকারী গ্যারি বারনেটসহ অনেকেই মিলিতভাবে মামদানিকে পরাজিত করতে কোটি কোটি ডলার ঢালার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আলাদা একটি গ্রুপে রুডি গিলানির সঙ্গে সাবেক গোয়েন্দা বো ডিটল প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা করছেন। তাঁদের একটাই প্রশ্নঃএই ছেলেটাকে থামাব কীভাবে?

গত মাসের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দেন মামদানি। এরপর থেকেই নিউইয়র্কের ধনীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েঃএকজন সমাজতন্ত্রী যদি সিটি হল দখল করে বসেন, তবে ব্যবসাবান্ধব নীতিগুলো ধসে পড়বে।

এই অবস্থায় 'জেপি মরগ্যান চেজ'-এর সিইও জেমি ডাইমন এক বক্তব্যে মামদানিকে 'মার্ক্সবাদী' বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর নীতিমালাকে বাস্তবতা বিবর্জিত আদর্শিক আবোল-তাবোল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তবে কৌশলগতভাবে মামদানিকে কীভাবে পরাজিত করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা বলছেন, বিরোধী শিবিরের প্রচারণা বিশৃঙ্খল ও নেতিবাচক, যা উল্টো ভোটারদের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস্টার ফুকস বলছেন, মানুষ সহজ সমাধান খোঁজে জটিল সমস্যার জন্য। কিন্তু ভোটারদের আস্থা ছাড়া অর্থ খরচ করে লাভ নেই।

এদিকে মামদানি নিজেও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটির করপোরেট সংগঠন 'পার্টনারশিপ ফর নিউইয়র্ক সিটি'-এর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে রয়েছে সিটি গ্রুপ, মরগ্যান স্ট্যানলি, এমনকি জেপি মরগ্যান চেজের মতো প্রতিষ্ঠানও।

ডেমোক্রেটিক টিকিট পেলেও মামদানিকে মোকাবিলা করতে এখনো মাঠে আছেন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস, সাবেক ইউএস অ্যাটর্নি জিম ওয়ালডেন, অ্যান্ড্রু কুমো ও রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। তাঁদের মধ্যে ডেমোক্র্যাট-দলীয় কুমো ও অ্যাডামস কেউই এখনো প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি। ফলে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোট গঠনেও জটিলতা তৈরি হয়েছে।

ভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ, নগর পরিচালিত মুদিদোকান প্রতিষ্ঠাঃমামদানির এই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলো শহরের ধনী শ্রেণির কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। মামদানিবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে অ্যাডামস সম্প্রতি ম্যানহাটনে এসএল গ্রিনের একটি রুফটপ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এক মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন টিভি ব্যক্তিত্ব ড. ফিল, যিনি স্পষ্ট বলেন, 'বিনা মূল্যে কিছুই নয়, বন্ধু!'

শেষ পর্যন্ত মামদানির বিরুদ্ধে কারা প্রার্থী হবেন বা কে হবেন তাঁর মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, তা এখনো অনিশ্চিত। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নিউইয়র্কে এই মেয়র নির্বাচন হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক লড়াইগুলোর একটি।

মামদানি মেয়র নির্বাচিত হলে নিউ ইয়র্কের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেবেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন,'কমিউনিস্ট' প্রার্থী জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হলে তিনি ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন। হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, যদি নিউ ইয়র্কের দায়িত্ব নিতেই এক জন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হয়, শহরটি আর আগের মতো থাকবে না। তবে আমাদের হাতে হোয়াইট হাউস থেকে পরিচালনার ক্ষমতা আছে। নিউ ইয়র্ক ঠিকভাবে চলবে, আমি নিউ ইয়র্ককে ফিরিয়ে আনব।

তিনি আরও বলেন, হয়তো ওয়াশিংটন থেকেই আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে।

এর আগেও ট্রাম্প নিউ ইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধে 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার' অভিযোগে ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিলেন। তবে এবার ঠিক কোন আইনগত কর্তৃত্ব ব্যবহার করে হস্তক্ষেপ করবেন, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি।

ট্রাম্প জানান, তিনি নিউ ইয়র্কের জন্য কিছু করতে যাচ্ছেন, তবে এখনই বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।

জোহরান মামদানি সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, সে খুব একটা দক্ষ নয়। এক কথায়, সে একটি বিপর্যয়। সে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন পেয়েছে এটাই প্রমাণ করে, ডেমোক্র্যাটরা কতটা নিচে নেমে গেছে।

তিনি মামদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, সে জন ক্যাটসিমাটিডিসের মালিকানাধীন সুপারমার্কেট চেইন 'গ্রিসটেডিস' জাতীয়করণ করতে চায়। ট্রাম্প বলেন , ক্যাটসিমাটিডিস কয়েকদিন আগে আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, সে উদ্বিগ্ন তার দোকানগুলো কেড়ে নেওয়া হতে পারে। সূত্র: নিউইয়র্ক পোস্ট

তবে কি নিউইয়র্ক টাইমস মেয়রপ্রার্থী জোহরানের পেছনে লেগেছে - প্রশ্ন দ্য গার্ডিয়ান এর

পরিচয় ডেস্ক :সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসে একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েঃএবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'কলেজে ভর্তির আবেদনপত্রে মামদানি নিজেকে এশীয় এবং আফ্রিকান আমেরিকান দেখিয়েছিলেন'

কেন নিউইয়র্ক টাইমসের ওই প্রতিবেদন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে, তার কয়েকটি কারণ তুলে ধরেছেন মার্গারেট সুলিভান। তিনি দ্য গার্ডিয়ান ইউএসের একজন কলাম লেখক। তিনি গণমাধ্যম, রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে কলাম লেখেন।

মার্গারেট সুলিভান তাঁর কলামে লিখেছেন, প্রতিবেদনটি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানিকে নিয়ে করা। ডেমোক্র্যাটদের প্রাথমিক বাছাইয়ে (প্রাইমারি ইলেকশন) তাঁর চকমপ্রদ জয় জাতীয় পর্যায়ে নজর কেড়েছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানির জন্ম উগান্ডায়। নিউইয়র্ক টাইমসের

ওই প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য ছিল, নিউইয়র্কে হাইস্কুলের শেষ ধাপে মামদানি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার সময় জাতিগত পরিচয়সম্পর্কিত একাধিক ঘরে টিক দিয়েছিলেন।

আপনি বলতে পারেন, এতে সমস্যা কোথায়? কেন এ বিষয়টি নিয়ে রিপোর্টইবা করতে হবে? দারুণ প্রশ্ন।

সংবাদটির প্রকৃত গুরুত্ব থাকুক বা না থাকুক, এটি অবধারিতভাবে মামদানির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি হলেন, নিউইয়র্ক সিটির বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। এবার অ্যাডামস একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অ্যাডামস একজন কৃষ্ণাঙ্গ। তিনি বলেছেন, জোহরান মামদানি কৃষ্ণাঙ্গ না হয়েও আফ্রিকানআমেরিকান পরিচয়কে পুঁজি করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছেন। এটা তাঁর কাছে গভীর অপমানজনক মনে হয়েছে।

আর ফক্স নিউজে একাধিক টক শোতে উপস্থাপকেরা নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনের উল্লেখ করে জোহরানকে তুলাধোনা করেছেন।

যেমন, ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানের উপস্থাপক চার্লি হার্ট জোহরানকে একজন 'বর্ণবাদী' বলে উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যা কিছুতে বিশ্বাস করে, তার সবকিছুকেই ঘৃণা করেন মামদানি।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন প্রকাশের আগেও ডানপন্থী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ফক্স নিউজ জোহরানকে ধুয়ে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে। জোহরান একজন মুসলিম ও সমাজতান্ত্রিক।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোহরানকে একজন কমিউনিস্ট বলেছেন এবং তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য ডানপন্থী সংবাদমাধ্যমও নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনটি লুফে নিয়েছে। তারা মামদানির জাতিসংক্রান্ত তথ্য দেওয়াকে ডিইআই কেলেঙ্কারির উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ডিইআই হলো বৈচিত্র্য, সাম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি নীতি।

জোহরানকে নিয়ে ডানপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক পদক্ষেপমূলক ভর্তি নীতির (অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন) সুযোগ নিতেই মামদানি নিজের জাতিগত পরিচয় নিয়ে মিথ্যা বলেছিলেন। মামদানি কিন্তু শেষতক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হননি, যে কারণে তাঁকে নিয়ে করা ওই সংবাদটি আরও ফালতু হয়ে গেছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের মুদ্রিত সংস্করণে এ খবরের শিরোনাম করা হয়, 'কলেজে ভর্তির আবেদনপত্র ঘিরে সমালোচনার মুখোমুখি মামদানি'।

জোহরান তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি তাঁর জটিল পারিবারিক পটভূমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বাবা একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার নাগরিক এবং মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান। জোহরানের জন্ম উগান্ডায়, শৈশবে নিউইয়র্ক সিটিতে চলে আসার আগে স্বল্প সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করেছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলেন, 'অধিকাংশ কলেজে ভর্তির আবেদনপত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার নাগরিকদের জন্য আলাদা কোনো ঘর থাকে না, তাই আমার পারিবারিক পটভূমি পুরোটা তুলে ধরার চেষ্টা হিসেবে আমি একাধিক ঘরে টিক দিয়েছিলাম।'

সুলিভান লেখেন, জোহরান মামদানিকে নিয়ে এ ধরনের একটি প্রতিবেদন করা এবং সেটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত কম করে বললেও বোকার মতো কাজ হয়েছে বলা যায়।

এর একটি কারণ, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যভান্ডারে (ডেটাবেজে) বড় ধরনের হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্ক টাইমসের হাতে এ তথ্য এসেছে। এক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পত্রিকাটির কাছে এ তথ্য আসে। নিউইয়র্ক টাইমস তাদের প্রতিবেদনে তথ্যসূত্র গোপন রেখেছে।

কিন্তু পরে জানা গেছে, ওই সূত্র হলেন জর্ডান লাসকার। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি একজন সুপরিচিত এবং ব্যাপক সমালোচিত জাতিগত বিশুদ্ধতাবাদী বা শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গণমাধ্যম উদ্যোক্তা সোলেদাদ ও'ব্রায়েন নিউইয়র্ক টাইমসে জোহরানকে নিয়ে করা ওই প্রতিবেদনকে 'একটি রসিকতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, জোহরান মামদানির ওপর এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা টাইমসের জন্য 'চরম লজ্জাজনক একটি ঘটনা'।

সোলেদাদ নিজেও মিশ্র জাতিগত পারিবারিক পটভূমি থেকে এসেছেন এবং নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে পরিচয় দেন।

এ ঘটনা একটি বড় বিষয় তুলে ধরেছে। সেটি হলো, জোহরান মামদানির প্রার্থিতা নিয়ে টাইমসের প্রকাশ্য বিরূপ মনোভাব।

পত্রিকাটির মতামত বিভাগ দেখলে এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ প্রায় নেই। যদিও টাইমস এখন মেয়র পদে আর আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণা করে না। তবে পত্রিকাটি একটি সম্পাদকীয়তে ভোটারদের আহ্বান জানিয়েছিল, তাঁরা যেন মামদানিকে তাদের বাছাইয়ে একেবারে স্থানই না দেয়। কারণ, মামদানি অত্যন্ত অযোগ্য প্রার্থী।

টাইমসের মতামত বিভাগ তাদের মতপ্রকাশের অধিকার রাখে, যতই তা ভুল পথে পরিচালিত হোক না কেন। কিন্তু সরাসরি সংবাদ প্রতিবেদনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ঠিক না।

সংবাদ প্রতিবেদন দলনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কোনো প্রার্থীকে উৎসাহ দেওয়া বা কাউকে খোঁড়া করে দেওয়া সংবাদের কাজ নয়।

বাস্তব সংবাদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই তা একেবারে মানা হয় না।

এই সাজানো কেলেঙ্কারি এবং পূর্ব সম্পাদকীয় মিলিয়ে টাইমস মামদানির বিরুদ্ধে যেন একটি ধর্মযুদ্ধে নেমেছে, এমনই মনে হচ্ছে। আর কোনো আদর্শিক ব্যাখ্যাই এটা ঢেকে রাখতে পারবে না।

আহ্নিক গতি : হঠাৎ জোরে ঘুরছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

করা কঠিন। কিন্তু এটাই সত্য, ৯ জুলাই দিনটি চিরস্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাধারণত নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড সময় লাগে পৃথিবীর। কিন্তু গত ৯ জুলাই দিনটির দৈর্ঘ্য বা পৃথিবীর গতি গড় দিনের চেয়ে ১ দশমিক ৩ মিলিসেকেন্ড কম ছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দিনের রেকর্ড ২০২৪ সালের ৫ জুলাই। সেদিন দিনের দৈর্ঘ্য ছিল ১ দশমিক ৬৬ মিলিসেকেন্ড কম। এর পর ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই ছিল দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দিন। সেদিনের দৈর্ঘ্য ছিল ১ দশমিক ৩১ মিলিসেকেন্ড কম। এর পরই অবস্থান চলতি বছরের ৯ জুলাইয়ের।

পৃথিবীর গতির হেরফেরের ওপর নজরদারি চালায় ইন্টারন্যাশনাল আর্থ রোটেশন অ্যান্ড রেফারেন্স সিস্টেম সার্ভিস-আইইআরএস। তারাই পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষুদ্রতম দিনের এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলছেন, গ্রীষ্মকালে এমনিতেই দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হয়। কিন্তু বছরের অন্য দিনের তুলনায় ৯ জুলাই দিনের দৈর্ঘ্য ছিল ১ দশমিক ৩ মিলিসেকেন্ড কম। পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২২ জুলাই এবং ৫ আগস্ট দিন দুটি সম্ভবত ৯ জুলাইয়ের চেয়েও ছোট হবে। ২২ জুলাই দিনের দৈর্ঘ্য কমতে পারে ১ দশমিক ৩৮ সেকেন্ড। ৫ আগস্ট তা কমে হতে পারে রেকর্ড ১ দশমিক ৫১ মিলিসেকেন্ড। কারণ ওই দিনগুলোতে চাঁদ থাকবে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে। ফলে সাগরের জোয়ার-ভাটার টান পৃথিবীর ঘূর্ণনকে কম ধীর করবে।

আইইআরএস বলছে, দিনের দৈর্ঘ্য যে কমেছে, তা অনুধাবন করা কঠিন। কারণ মানুষের চোখের একবার গড় পলক ফেলতেই লাগে ১০০ মিলিসেকেন্ড। তার তুলনায় দিনের দৈর্ঘ্য কমার এই পরিবর্তন নগণ্য। তবু গত কয়েক বছরে পৃথিবীর ঘূর্ণন অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত হয়েছে। ২০২০ ও '২২ সালে পারমাণবিক ঘড়ির মাধ্যমে তা শনাক্ত করা হয়। বিজ্ঞানীরা বাতাস ও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন থেকে শুরু করে নানা কারণ অনুমান করছেন এর জন্য।

বিজ্ঞানীরা জানান, আমরা এই সময়কে স্থায়ী মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পূর্ণ স্থির নয়। গড়ে প্রতি শতাব্দীতে পৃথিবীর ঘূর্ণন ২ মিলিসেকেন্ড ধীর হচ্ছে। যার অর্থ হলো, প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক যুগে যখন পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত ডাইনোসরসহ বড় বড় সরীসৃপ, তখন ২৩ ঘণ্টায় ১ দিন হতো। আধুনিক মানুষের উন্মেষ হওয়ার পর তাম্র যুগেও দিনের দৈর্ঘ্য ছিল গড়ে শূন্য দশমিক ৪৭ সেকেন্ড কম। আজ থেকে ২০ কোটি বছর পর ২৫ ঘণ্টায় পৃথিবীতে ১ দিন হবে বলে অনুমান করা হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের এই ধীরগতির প্রধান কারণ টাইডাল ব্রেকিং অর্থাৎ চাঁদের টান। চাঁদ পৃথিবীর কাছে চলে এলে তার মহাকর্ষ বলের কারণে সাগরের জল কিছুটা ফেঁপে ওঠে। এই জোয়ার-ভাটা পৃথিবীকে একটু পেছনে টানে। ফলে তার ঘূর্ণন ধীর হয়। তবে যখন চাঁদ দূরে থাকে তখন মহাকর্ষের এই টান দুর্বল হয়। ফলে পৃথিবীও একটু দ্রুত ঘোরে। এ কারণেই ২২ জুলাই ও ৫ আগস্ট হবে বছরের অন্যান্য দিনের চেয়ে দ্রুততর। খবর মেইল অনলাইনের।

ভারতে বাংলাভাষীদের ‘বাংলাদেশি’

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিবারগুলোকে বাংলায় কথা বলার কারণে নিশানা করা হচ্ছে, তাদের ‘বাংলাদেশি’ তকমা দেওয়া হচ্ছে, পানি ও বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের জোর করে ওই অঞ্চল থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে এমন একাধিক অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

জয়হিন্দ কলোনির প্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের যুক্তি, আদালতের নির্দেশ মেনেই অবৈধ বসতি উচ্ছেদের কাজ চলছে। কাউকে ইচ্ছে করে নিশানা করা হচ্ছে না। বিজেপির অমিত মালব্য বলেছেন, “যে বসতি নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটা অবৈধভাবে দখল করা। আদালতের নির্দেশ মেনে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বাকি অভিযোগের একটাও সঠিক নয়।”

জয় হিন্দ ক্যাম্পের প্রসঙ্গে দিল্লির সরকারকে নিশানা করে মমতা লিখেছেন, “শোনা যাচ্ছে, বিজেপি পরিচালিত সরকারের নির্দেশে তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং ইলেকট্রিসিটি মিটার তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

“বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, তারা নিজেদের টাকায় যে প্রাইভেট জলের ট্যাংকারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা দিল্লি পুলিশ এবং আরএএফ-এর সহায়তায় আটকে দেওয়া হয়েছে।”

বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, “এই মুহূর্তে একপ্রকার জবরদস্তি উচ্ছেদ চলছে, যদিও এই বিষয়ে গত ডিসেম্বরেও একটা অনাকাঙ্ক্ষিত দিল্লি পুলিশের হস্তক্ষেপের পর আদালতে এই মামলা বিচারাধীন রয়েছে।”

“আশ্রয়, জল ও বিদ্যুৎ, এই মৌলিক অধিকারগুলো যদি এইভাবে পদদলিত করা হয়, তাহলে আমরা কীভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে দাবি করব?” পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি,পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা সম্মানের সঙ্গে থাকেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে ১.৫ কোটিরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন, যারা সম্মানের সঙ্গে বসবাস করেন। কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে সেই কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না, যেখানে বাংলাভাষীদের নিজের দেশেই অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে।”

“কেউ বাংলায় কথা বললে, তিনি বাংলাদেশি হয়ে যান না। ভাষা-নির্বিশেষে তারা ভারতেরই নাগরিক, যেকোনো ভারতীয় নাগরিকের মতোই সমান অধিকারসম্পন্ন।”

পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে ধরপাকড়ের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন তিনি।

মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যেসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার সেই বাংলা-বিরোধী অপচেষ্টাকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে শুরু করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকেও বাংলাভাষীদের উপর নিপীড়ন করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখন সেই বিদ্বেষের ছায়া এসে পড়েছে দেশের রাজধানীতেও।”

বিজেপির বক্তব্য

বিজেপি প্রথম থেকেই দাবি করেছে, অন্যান্য রাজ্য অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বিরোধিতা করছে। তাদের অভিযোগ, তৃণমূলের এই আচরণের কারণ ভোট ব্যাংক।

বিজেপির অমিত মালব্য সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, “যে জাল আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা এখানে থাকছে তার বেশিরভাগই উত্তর পরগনায় জারি করা হয়েছে।”

তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্দেশে বলেছেন, “বাংলাকে অপমান করা বন্ধ করুন। অবৈধ বিষয়কে রক্ষা করা বন্ধ করুন।”

অন্যদিকে, দিল্লির জয় হিন্দ কলোনির প্রসঙ্গে তার যুক্তি, ওই বসতি অবৈধ। তার কথায়, “যে বসতি নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবৈধভাবে দখল করা। সেখানে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা আইন মেনেই হয়েছে।” “এটা কিন্তু কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে মাত্র কয়েকদিন আগে এই এলাকা থেকেই ২৬ জন অবৈধ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কী বলবেন?” তিনি যোগ করেন। পাশাপাশি বিজেপির যুক্তি, তামিলনাড়ু এবং কেরালার সরকারও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করেছে, যদিও তারা বিজেপি পরিচালিত নয়। তৃণমূল ইচ্ছে করে এই অভিযানে বাধা দিচ্ছে।

অনুরূপ ঘটনা

গত কয়েক মাসে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওড়িশাসহ একাধিক রাজ্যে অবৈধ ‘বাংলাদেশি’ দাবি করে বহু বাংলাভাষীকে আটক করা হয়েছে। এদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার পর পরিচয় যাচাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাউকে আবার ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে জোর করে ডিপোর্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে একাধিক মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

এরমধ্যে অন্যতম হলো দিল্লির একটা ঘটনা যেখানে রাজধানীতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত বীরভূমের কয়েকজন বাসিন্দাকে অবৈধ ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে আটক করার হয়। জুন মাসে আটকের পর সে মাসেই তাদের জোর করে ডিপোর্ট করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলার আবেদনে বলা হয়েছিল ‘পরিচয় যাচাই অভিযানের’ সময় দিল্লি পুলিশ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত দুই ব্যক্তির পরিবারকে তুলে নিয়ে যায়। তার মধ্যে নাবালকও আছে। মামলার শুনানিতে ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

অন্যদিকে, ওড়িশায় অবৈধ ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে যে শ্রমিকদের আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছিল, সে নিয়েও মামলা হয়েছে। ধৃতদের কিসের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে, কোথায় আছেন তারা-এমন একাধিক বিষয়ে জানতে চেয়ে সে রাজ্যের কাছ থেকেও রিপোর্ট চেয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, ভারত থেকে ‘পুশইনের’ বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাংলাদেশ সরকারও।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

গত জানুয়ারি মাসে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন। দিল্লিতে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটা ঘটনায় অভিযুক্তরা অবৈধ বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা বলে দাবি করে পুলিশ। তারপরই এমন নির্দেশ দেন ভিকে সাক্সেনা।

তার আগে আম আদমি পার্টির ক্ষমতায় থাকাকালীন দিল্লির বিভিন্ন এলাকার বস্তি যা চলতি কথায় ‘যুগ্গি ঝোপড়ি’ নামে পরিচিত, সেখানে অবৈধ ‘বাংলাদেশি’ বা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন কি না তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে। পরিচয়পত্রসহ সংশ্লিষ্ট নথি দেখে চিহ্নিতকরণের কাজও চলেছে। দিল্লি নির্বাচনের ঠিক আগে আগে আম আদমি পার্টির এই ‘তৎপরতা’ নিয়ে সমালোচনাও করেছিল বিভিন্ন মহল।

দিল্লিতে বিজেপি সরকার আসার পর, তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

জঙ্গপুরার মাদ্রাসি ক্যাম্প, কালকাজির ভূমিহীন ক্যাম্প এবং আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় গত কয়েক মাস ধরে ‘বুলডোজার অভিযান’ চালানোর অভিযোগ তুলেছে তারা।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির গবেষক ও সাংবাদিক স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, “দিল্লিতে ধরপাকড়ের বিষয়টা আপ হয়তো কিছুটা বিজেপির চাপে পড়েই করেছিল।” “এখন দেশজুড়ে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এরমধ্যে গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ রয়েছে। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলো বেশি সক্রিয়। তারা দেখাতে চেষ্টা করেছে যে জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ।”

প্রথম দিকে তৃণমূল এই নিয়ে খুব একটা সরব ছিল না বলেই মনে করেন তিনি। তার কথায়, “প্রশাসন সব সময় চেষ্টা করে গিয়েছে যাতে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের সংশ্লিষ্ট নথি কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় বা তাদের ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে খুব একটা সরব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে দু’-একবার ‘বাঙালি আক্রান্ত’ বলা ছাড়া খুব বেশি হইচই করেনি তৃণমূল।”

এর কারণ ‘রাজনৈতিক’ বলেই মনে করেন তিনি।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, “বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে সেলেক্টিভ টার্গেট করা হচ্ছে। মূলত বাংলাভাষী মুসলমানদের নিশানা করা হয়েছে। হিন্দু হলে নথি পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।”

“প্রথমদিকে, তৃণমূল একটু দ্বন্দ্বে ছিল পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর হিন্দু ভোটদাতাদের কাছে বিষয়টা কতটা রেসোনেট করবে, কারণ আক্রান্তরা মূলত মুসলিম।”

এরই মাঝে, নির্বাচন কমিশন ‘স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন’ বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কথা জানিয়েছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি যোগ্য মি. ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন, “নির্বাচন কমিশন স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন-এর কথা বলায় তৃণমূলের গলার জোর একটু বেড়েছে। কারণ এটা বাস্তবায়িত হলে শুধু মুসলিম ভোটার নয়, হিন্দু ভোটাররাও সমস্যায় পড়বে।”

“তৃণমূল জানে নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে সেটা বিজেপির জন্যও সুবিধার হবে না। তাই এখন তাদের গলার জোর বেড়েছে এবং তারা বাঙালিদের হেনস্তা হতে হচ্ছে এই বিষয়টাকে বেশি করে হাইলাইট করছে।”

মি. ভট্টাচার্য মনে করেন ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সমস্যায় পড়া বাঙালি শ্রমিকদের সাহায্য করে ‘ত্রাতার’ ভূমিকা পালন করতে যেমন সচেষ্ট তৃণমূল সরকার, তেমনই ২০২৬ সালে ভোটের কথাও তাদের মাথায় রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছে, “এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি ২০২৬-এর ভোটের কথা ভাবা যায় তাহলে- বিজেপির হিন্দু খতরে মে হ্যাঁয় বনাম তৃণমূলের বাঙালি বিপন্ন হবে- এই দু’ইয়ের ওপরেই রাজ্যের নির্বাচন দাঁড়িয়ে।”

তামার ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক

৬ পৃষ্ঠার পর

সংক্রান্ত জাতীয় নিরাপত্তার ২৩২ নম্বর ধারায় তামার উপর একটি মূল্যায়ন চলছে আমেরিকার। সেই বিষয়টিই এদিন উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। ব্রাজিলকে বার্তা সম্প্রতি ব্রাজিলে ব্রিকস-এর সম্মেলন হয়েছে। সেখানে ট্রাম্পের শুল্কনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। এনিয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন ট্রাম্প।

জানিয়েছিলেন, যে দেশগুলি আমেরিকার শুল্কনীতির বিরোধিতা করবে, তাদের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। তবে বুধবার ট্রাম্প যে ঘোষণা করেছেন, তা আরো ভয়ংকর। ব্রাজিলকে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ১ অগাস্ট থেকে ব্রাজিল থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হবে। এর ফলে বিরাট সমস্যায় পড়বে ব্রাজিল।

আমেরিকার সঙ্গে ব্রাজিলের একটি ভারসাম্যমূলক বাণিজ্য সম্পর্ক আছে। ট্রাম্পের এই নীতির ফলে ব্রাজিলের বাণিজ্য মার খাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প সরাসরি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভাকে চিঠি দিয়ে অতিরিক্ত শুল্কের কথা জানিয়েছেন। বস্তুত, লুলা যেভাবে তার আগের প্রেসিডেন্ট জাইয়া বলসোনারোর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করছেন, তার বিরোধিতা করেছেন ট্রাম্প। লুলার এই পদক্ষেপকে উইচ হান্ট বলে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের অভিযোগ, লুলা স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতির অবমাননা করেছেন, বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন এবং সর্বোপরি আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু গোপন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ট্রাম্প ব্রাজিলের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছেন। সেই কমিটির রিপোর্ট এলে ব্রাজিলের উপর শুল্ক আরো বাড়তে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্পকে উত্তর দিয়েছেন লুলা। জানিয়েছেন, আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করলে ব্রাজিলও সমপরিমাণ শুল্ক ধার্য করতে বাধ্য হবে। তামার শুল্ক তামার ব্যবহার নিয়ে মঙ্গলবার পার্লামেন্টে বিশেষ ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। চিলি থেকে দ্রুত তামা রপ্তানির কথা বলেছেন তিনি। আমেরিকায় তামা নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের কথাও বলেছেন তিনি।

ট্রাম্পের কথায়, বিমান, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারি এবং সামরিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ তামার প্রয়োজন হয়। আগের সরকার এই তামা শিল্প কার্যত শেষ করে দিয়েছিল।

২০২৪-২৫ সালে ভারত গোটা বিশ্বে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তামা এবং তামাজাত দ্রব্য রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই রপ্তানি করা হয়েছে ৩৬০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তামা। ফলে ট্রাম্পের এই ঘোষণা ভারতকে বড় সমস্যার মুখে ফেলবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা হতে চলেছে ওষুধ নিয়ে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এরপর ওষুধের উপর ২০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসতে পারে। ওষুধ নিয়ে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বড় বাণিজ্য সম্পর্ক। ফলে আমেরিকা এই শুল্ক ধার্য করলে ভয়াবহ সমস্যায় পড়বে ভারতের ওষুধ বাজার।

ইসরায়েলের সমালোচনা করায়

৬ পৃষ্ঠার পর

অভিযানকে ‘গণহত্যামূলক অভিযান’ বলে অভিহিত করেন।

চলতি মাসের শুরুতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আলবানিজে ৬০টিরও বেশি কোম্পানির নাম প্রকাশ করেন, যারা ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ ও সামরিক অভিযানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। তিনি এসব কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনে জড়িত নির্বাহীদের বিচারিক জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

৯ জুলাই বুধবার রাতে এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্ট করে আলবানিজ বলেন, ‘আমি সবসময় যেভাবে ন্যায়ের পক্ষে থেকেছি, এখনো ঠিক সেভাবেই অবিচল ও দৃঢ়ভাবে ন্যায়ের পাশে আছি।’ আল জাজিরাকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে ‘মাফিয়া স্টাইলে ভয়ভীতির কৌশল’ হিসেবে বর্ণনা করেন।

এদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আলবানিজের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছে। সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি-র সরকারের সঙ্গে সম্পর্কবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিলান উইলিয়ামস এই নিষেধাজ্ঞাকে ‘দুষ্কৃতিকারী রাষ্ট্রের আচরণ’ বলে মন্তব্য করেছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ারদের সুরক্ষা দেওয়া উচিত, নিষেধাজ্ঞা নয়।

অ্যামনেস্টির মহাসচিব ও জাতিসংঘের সাবেক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার আগ্নেস কালামার্ড বলেন, ‘বিশ্বের সব সরকার এবং আইনের শাসন ও আন্তর্জাতিক নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সব পক্ষের উচিত এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব প্রতিহত করা এবং বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ারদের স্বাধীনতা ও কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।’

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা সাধারণত নির্দিষ্ট ইস্যু বা সংকট নিয়ে কাজ করেন। তাদের মতামত জাতিসংঘের সামগ্রিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এদিকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা হ্রাস করেছে। তিনি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেছেন। একিই সঙ্গে ইউনেস্কো ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়েছেন।

চলতি বছরের জুন মাসে তার প্রশাসন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের চার বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এটি ছিল আদালতের পক্ষ থেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ।

ইসরায়েল অবশ্য এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলেছে, গাজায় তাদের অভিযান আত্মরক্ষামূলক এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরের হামাস হামলার প্রতিক্রিয়ায় নেওয়া হয়েছে।

নাসা ছাড়ছেন ২ হাজারের বেশি

৭ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বেশি কর্মী হারাচ্ছে ম্যারিল্যান্ডের গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার (৬০৭ জন)। এছাড়া টেক্সাসের জনসন স্পেস সেন্টার থেকে ৩৬৬ জন, ফ্লোরিডার কেনেডি সেন্টার থেকে ৩১১ জন এবং নাসার ওয়াশিংটন সদর দপ্তর থেকে ৩০৭ জন কর্মী ছাড়ছেন।

জনসন সেন্টার, যেখান থেকে নাসার মানব মহাকাশ মিশন পরিচালিত হয়, সেখানে হোয়াইট হাউজের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১৯ জন ছাঁটাই; ইতোমধ্যে এর প্রায় পুরোটাই পূরণ হয়ে গেছে। একইভাবে নাসার রকেট উৎক্ষেপণের মূল ঘাঁটি কেনেডি সেন্টার থেকেও বড় অংশের কর্মী বিদায় নিচ্ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মঙ্গল ও চাঁদে অভিযানের মতো জটিল কার্যক্রম সামনে রেখে এভাবে নীতিনির্ধারক, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের হারানো মার্কিন মহাকাশ নেতৃত্বকে দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল করতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে

৫ পৃষ্ঠার পর

মহাপরিচালক ড. তেদ্রোস আধানম ঘেব্রেইসুস সংস্থার কর্মীদের এক সংক্ষিপ্ত অভ্যন্তরীণ ই-মেইলে জানান, সায়মা ওয়াজেদ গতকাল শুক্রবার (১১ জুলাই) থেকে ছুটিতে থাকবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সংস্থার সহকারী মহাপরিচালক ড. ক্যাথরিনা বেম ‘অফিসার ইন চার্জ’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বেম ১৫ জুলাই নয়াদিল্লির এসইএআরও অফিসে যোগ দেবেন বলেও ই-মেইলে উল্লেখ করা হয়।

সায়মা ওয়াজেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো তাঁর আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রচেষ্টাকে ঘিরে। সায়মা ওয়াজেদ ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তখন থেকেই অভিযোগ ছিল, তাঁর প্রভাবশালী মা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ কন্যার পক্ষে প্রভাব খাটান এবং এ কারণেই সায়মা ওই পদে নির্বাচিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের ১০০০ কাউন্টিতে নেই

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। সিএনএনের মিডিয়া রিপোর্টার ব্রায়ান স্টেলটার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘স্থানীয় সংবাদের ক্ষতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অনেক সমস্যাকে প্রভাবিত করছে। যেমন মেরুকরণ, মৌলবাদ, একাকিত্ব এবং সবকিছু ও সবার প্রতি আস্থার অভাব তৈরি করছে।’

এর আগের কিছু প্রতিবেদনে স্থানীয় সংবাদপত্রের বিলুপ্তি এবং আঞ্চলিক বা জাতীয় চেইন দ্বারা সংবাদমাধ্যম অধিগ্রহণের বিষয়গুলো উঠে আসে। তবে রিবিল্ড লোকাল নিউজ ও মাক র্যাকের এই প্রতিবেদনই সম্ভবত প্রথম, যেখানে সংবাদমাধ্যম বা আউটলেটের সংখ্যা না গুণে সরাসরি প্রতিবেদকদের সংখ্যা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি মাক র্যাকের অনলাইনে প্রকাশিত নিবন্ধের বাইলাইন ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। গবেষকেরা এসব ডেটা মূল্যায়ন করে স্থানীয় সাংবাদিকদের চিহ্নিত করেছেন। তারপর প্রকাশিত নিবন্ধের পরিমাণ, ফ্রিল্যান্স কাজ ও অন্য বিষয়গুলো সমন্বয় করেছেন। এই মূল্যায়নে দেখা গেছে, সারা দেশের কাউন্টিগুলোতে স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে।

রিবিল্ড লোকাল নিউজের প্রেসিডেন্ট স্টিভেন ওয়াল্ডম্যান সিএনএনের মিডিয়া রিপোর্টার স্টেলটারকে বলেছেন, ‘স্থানীয় সাংবাদিকদের সংকটের কারণে গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার মানুষ প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সবচেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রীয় সরকারও এসব অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছে না।’

লস অ্যাঞ্জেলেস, হিউস্টন, ফিনিক্স ও লাস ভেগাসের মতো অনেক বড় মেট্রোপলিটন এলাকাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেখানে মাথাপিছু স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। এর অর্থ হলো, কিছু অঞ্চলে ‘গুরুত্বপূর্ণ কোনো অপরাধ ঘটলে হয়তো তা নিয়ে সংবাদ হবে, কিন্তু এর বাইরে তেমন কিছু নয়’।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির অনেক শহরে স্থানীয় প্রার্থীর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য, আপনার এলাকার স্কুলগুলোর উন্নতি হচ্ছে কি না, কাছাকাছি হাসপাতালের মৃত্যুহার খারাপ কি না অথবা আপনার খেলার মাঠ মেরামত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন কতটা কাজ করছে, সে সম্পর্কে আপনি সামান্যই নির্ভরযোগ্য তথ্য পেতে পারেন।

তবে নিউইয়র্ক সিটি, সান ফ্রান্সিসকো ও ম্যাসাচুসেটসের সাফোক কাউন্টিতে (যেটি বোস্টনকে কভার করে) স্থানীয় সাংবাদিকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া আরও কিছু রাজ্য অন্যদের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভার্মন্টে প্রতি ১ লাখ মানুষের জন্য ২৭ দশমিক ৫ জন স্থানীয় সাংবাদিক রয়েছেন, যা নিউইয়র্ক সিটির ঘনত্বের মতোই।

অবৈধ সমুদ্রপথে ইউরোপ প্রবেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ইউরোপে মোট অনিয়মিত অভিবাসনের সংখ্যা ২০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার ৯০০ জনে। ফ্রন্টেক্স জানিয়েছে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় ও পশ্চিম আফ্রিকান রুটে উল্লেখযোগ্য হারে অভিবাসন কমেছে। পশ্চিম বলকান রুটে ৫৩ শতাংশ, পূর্ব সীমান্তে ৫০ শতাংশ এবং পশ্চিম আফ্রিকান রুটে ৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

তবে সেন্ট্রাল মেডিটেরেনিয়ান রুট এখনো ইউরোপের সবচেয়ে ব্যবহৃত পথ। বর্তমানে ইউরোপে অনিয়মিত ও অবৈধ প্রবেশকারীদের ৩৯ শতাংশই এই রুট ব্যবহার করছেন।

নতুন করিডোর: লিবিয়া থেকে ক্রিটে

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় রুটে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। লিবিয়া থেকে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপমুখী একটি নতুন করিডোর গড়ে উঠেছে, যা এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলো নজরদারি কম থাকায় আগের রুট বাদ দিয়ে নতুন এই পথ বেছে নিচ্ছে।

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরেও অভিবাসন বেড়েছে

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় রুটেও অবৈধ অভিবাসনের প্রবণতা বেড়েছে। এই রুটে অভিবাসন ১৯ শতাংশ বেড়েছে এবং শুধু জুন মাসেই অবৈধ প্রবেশ দ্বিগুণ হয়েছে। আলজেরিয়া থেকে এই পথে যাত্রার হার ৮০ শতাংশ বেড়েছে। সোমালিয়ান ও আফ্রিকান অভিবাসীরা এ রুটটি ব্যবহার করে। ফ্রন্টেক্স একে পাচারকারীদের নতুন কৌশল বলেছে।

ইংলিস চ্যানেল রুটেও বাড়ছে চাপ

যুক্তরাজ্যে প্রবেশের জন্য ইংলিস চ্যানেল রুট ব্যবহার করে অবৈধ অভিবাসনের চেষ্টাও বেড়েছে ২৩ শতাংশ। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ পথে ৩৩ হাজার ২০০ জন ইংল্যান্ডে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। তারা মূলত ফ্রান্স হয়ে এ রুটে যাত্রা করেছে।

সমুদ্রেই প্রাণ হারিয়েছে শত মানুষ

২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে অবৈধ অভিবাসনের সংখ্যা কিছুটা কমলেও মানবিক ট্র্যাজেডি কমেনি। ফ্রন্টেক্স ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, এ সময় শুধু ভূমধ্যসাগরেই ৭৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ট্রলারে ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশিও রয়েছে।

ইউরোপের পদক্ষেপ

অভিবাসন ঠেকাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে ফ্রন্টেক্সের প্রায় তিন হাজার কর্মকর্তা ইউরোপের বিভিন্ন সীমান্তে মোতায়েন রয়েছেন। তবে পাচারকারী চক্রগুলো দ্রুত নতুন রুট তৈরি করতে পারায় সীমান্ত নজরদারি কঠিন হয়ে পড়ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

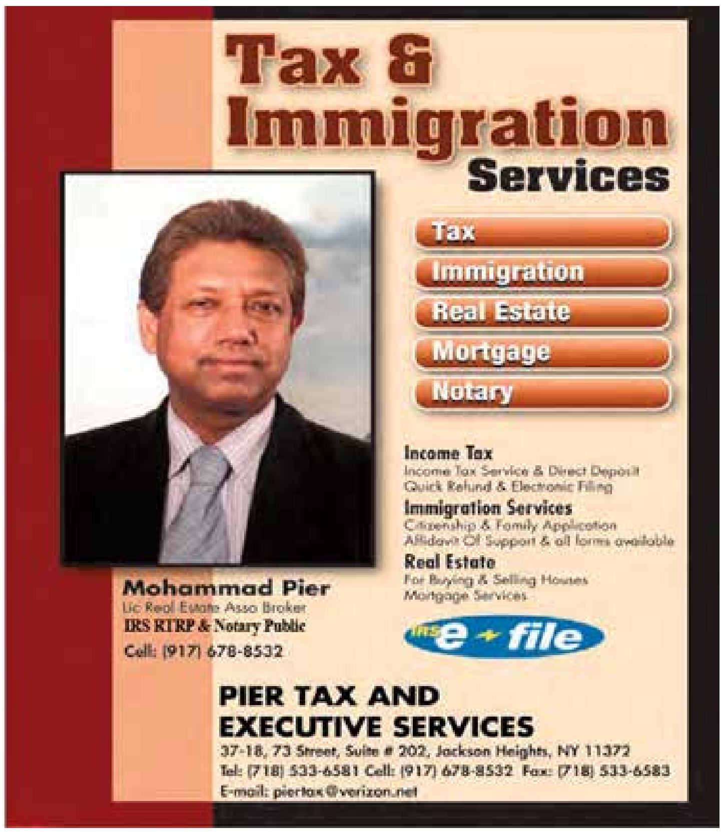

ইরানের ওপর থেকে যথাসময়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের কাছে ওই মন্তব্য করেছেন। এ সময় সিরিয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি ইরান বিষয়েও একই সিদ্ধান্ত নেয়ার আশা প্রকাশ করেন। তবে ইরানের কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আলোচনার কোনো অনুরোধ পাননি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ সরকারের পতনের পর দেশটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন। তিনি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাকে 'অত্যন্ত পীড়াদায়ক' উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'আমি সঠিক সময়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারবো। তাদের পুনর্গঠনের একটি সুযোগ দেয়ার জন্য। কারণ, অতীতের মতো আমেরিকার মৃত্যু হোক, ইসরাইলের মৃত্যু হোক- এসব স্লোগান না দিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় ইরান নিজেকে পুনর্গঠন করতে দেখলে আমার ভালো লাগবে।'

তিনি একইসাথে ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলার অভিযানে থাকা আমেরিকান পাইলটের প্রশংসা করেছেন। ট্রাম্প বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্রটি আর 'মধ্যপ্রাচ্যের দাঙ্গাবাজ' থাকবে না, তারা দারুণ সম্ভাবনাময়। তাদের তেল শক্তি আছে এবং তাদের মহান, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী মানুষ আছে।

ট্রাম্পের অডিও ফাঁস, মস্কো ও বেইজিংয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

তখন পুতিন আমাকে বলেছিলেন, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ১০ শতাংশ হলেও সে আমার কথা বিশ্বাস করেছিল।

তহবিল দাতাদের সঙ্গে গত বছরের ওই বৈঠকে ট্রাম্প আরও দাবি করেন, তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংকেও একই ধরনের হুমকি দিয়েছিলেন। তার ভাষ্যমতে, সি যদি তাইওয়ানে হামলা চালান, জবাবে যুক্তরাষ্ট্রও বেইজিংয়ে বোমা ফেলবে বলে চীনা প্রেসিডেন্টকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন তিনি।

ফাঁস হওয়া ওই অডিওতে শোনা যায়, সি চিন পিং সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন, 'তিনি ভেবেছিলেন আমি পাগল।' তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন, সি'র সঙ্গে তার কখনো কোনো ঝামেলা হয়নি।

গত বছর নিউইয়র্ক ও ফ্লোরিডায় নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। এর আগে এ অডিও কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। সিএনএন বলছে, একটি বইয়ের জন্য অডিওগুলো সংগ্রহ করেন জোশ ডসি, টাইলার পেজার এবং আইজ্যাক আর্নডরফ। তাদের নতুন বই '২০২৪'-এ এসব অডিওর ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য আছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ফাঁস হওয়া অডিওতে ট্রাম্পের এমন এক রূপ প্রকাশ্যে এলো যা সাধারণত জনসমক্ষে দেখা যায় না। পুতিন এবং সি'কে নিয়ে ওই মন্তব্যগুলোতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি। এ ছাড়া ওই সব অডিওতে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়েও তার পরিকল্পনার কথা শোনা যায়। ওই সময়ই বিক্ষোভকারী বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিতাড়িত করার কথা বলেছিলেন তিনি।

ফাঁস হওয়া অডিও থেকে জানা যায়, এসব বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীর কেউ কেউ ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্বে আসতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এক দাতা। তাকে আশ্বস্ত করে ট্রাম্প বলেন, আপনারা আমাকে জয়ী করলে, এসব আন্দোলনকে ২৫ থেকে ৩০ বছর পেছনে ঠেলে দেব আমি। তারা বড় ভুল করছে। তাদের দেশ থেকে বের করে দিলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে।

পুতিন ও সি চিন পিংয়ের সঙ্গে নিজের কথোপকথনের কথা তুলে ধরে ট্রাম্প দাবি করেন, যদি জো বাইডেনের বদলে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকতেন, তাহলে ইউক্রেন ও গাজার যুদ্ধ ঠেকানো যেত। অবশ্য এ দাবি ট্রাম্প আগেও একাধিকবার করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। যদিও বাস্তবে কোনো যুদ্ধই এখনো থামাতে পারেননি তিনি।

অন্য এক তহবিল সংগ্রহ সভায় ট্রাম্প অভিযোগ করেন, রিপাবলিকানরা অর্থ সংগ্রহে পিছিয়ে রয়েছে, কারণ তার ভাষায়, 'রাষ্ট্রের সুবিধাভোগীরা সব সময় ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে ভোট দেয়।' তার ভাষ্যমতেড় ডেমোক্র্যাটদের একটি শক্ত ভিত্তি আছেড়যারা সরকারি সহায়তা পায়, তারা ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেয় এবং সংগঠিত গোষ্ঠীগুলোও (ইউনিয়ন, সিভিল সার্ভিস) ডেমোক্র্যাটদের প্রচারে অনেক অর্থ দেয়। ফলে ঘাটতি পূরণে রিপাবলিকানদের অনেক বেশি ডোনেশন সংগ্রহ করতে হয়। এ সময় তিনি ইহুদি সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, আমার ইহুদি বন্ধুদের বলতে চাই, আপনাদের উচিত ইহুদি ভোটারদের রিপাবলিকানদের পক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে

৭ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প ইতোমধ্যে এমন হুমকি দিয়েছেন, যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী ফিলিস্তিনপন্থি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাদের সবাইকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই নীতির আওতায়ই খালিলকে লক্ষ্যবস্তু করা হয় বলে অভিযোগ। ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করছে, এসব শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি 'বৈরী' অবস্থান নিয়েছে। যদিও শিক্ষার্থীরা এসব অভিযোগ জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থি।

ট্রাম্পকে টেক্কা দিতেই কি নতুন রাজনৈতিক দল

৬ পৃষ্ঠার পর

কি না। মাস্ক নিজেও দলের নেতৃত্ব বা কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, আমরা আসলে একদলীয় শাসনের মধ্যেই বাস করছি, যেখানে অপচয় আর দুর্নীতির মধ্য দিয়ে দেশকে দেউলিয়া করে দেওয়া হচ্ছে। আজ 'আমেরিকা পার্টি' গঠিত হলো, আপনাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে।

মূলত ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি থেকেই দল গঠনের চিন্তা করেন মাস্ক। বিবিসি বলছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন থেকে বেরিয়ে আসার পর তার বাজেট পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন মাস্ক। এরপরই মাস্ক প্রথমবার নতুন দল গঠনের ইঙ্গিত দেন। ট্রাম্পের সেই বিরোধের সময় মাস্ক এক জনমত জরিপ চালান, যাতে তিনি এক্স ব্যবহারকারীদের জিজ্ঞাসা করেন, যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাজনৈতিক দল প্রয়োজন কি না। শনিবারের ঘোষণায় মাস্ক সেই জরিপের ফলের কথা উল্লেখ করে লেখেন, যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ একটি নতুন রাজনৈতিক দল চায় এবং তারা সেটা পেতে যাচ্ছে।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় মাস্ক ছিলেন ট্রাম্পের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক। ট্রাম্পকে পুনর্নির্বাচিত করতে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন তিনি। নির্বাচনের পর মাস্ককে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নতুন একটি বিভাগ ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির (ডিওজিই) দায়িত্ব দেওয়া হয়, যার কাজ ছিল বাজেটে বড় ধরনের কাটছাঁট চিহ্নিত করা। কিন্তু, মে মাসের শেষ দিকে ট্রাম্প প্রশাসন ছেড়ে দেন মাস্ক এবং ট্রাম্পের ট্যাক্স ও ব্যয়ের পরিকল্পনার সমালোচনা শুরু করেন। ওই পরিকল্পনাটিকে ট্রাম্প 'বিগ বিউটিফুল বিল' বলে উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি এটি কংগ্রেসে অল্প ব্যবধানে পাস হয় এবং ট্রাম্প এতে স্বাক্ষর করেন।

বিশাল এই আইনটিতে রয়েছে বিলিয়ন ডলারের ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি ও ট্যাক্স হ্রাস, যা আগামী এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যে কারণে ব্রাজিলের উপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্রাজিলে তৈরি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ কর বসানোর পরিকল্পনা করছেন। এর মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার এই দেশের সঙ্গে তার চলমান দ্বন্দ্ব যেন আরও বাড়িয়ে তোলার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

এক চিঠিতে ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর 'আক্রমণ' চালাচ্ছে এবং দেশটির সাবেক কট্টর ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে 'ডাইনি শিকার' অভিযান চালাচ্ছে। ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিলের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বলসোনারোর বিরুদ্ধে বিচার চলছে।

জবাবে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা এক পোস্টে জানান, ব্রাজিলের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো হলে তার পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, ব্রাজিলের বিচারব্যবস্থায় কোনো রকম হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।

এবার তার প্রতিক্রিয়ায় ব্রাজিলের পেছলে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি ব্রাজিলে তৈরি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ কর বসানোর পরিকল্পনা করছেন। এর মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার এই দেশের সঙ্গে তার চলমান দ্বন্দ্ব যেন আরও বাড়িয়ে তোলার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

এক চিঠিতে ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ব্রাজিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওপর 'আক্রমণ' চালাচ্ছে এবং দেশটির সাবেক কট্টর ডানপন্থি প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারোর বিরুদ্ধে 'ডাইনি শিকার' অভিযান চালাচ্ছে। ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাতিলের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বলসোনারোর বিরুদ্ধে বিচার চলছে।

জবাবে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা এক পোস্টে জানান, ব্রাজিলের পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানো হলে তার পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, ব্রাজিলের বিচারব্যবস্থায় কোনো রকম হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

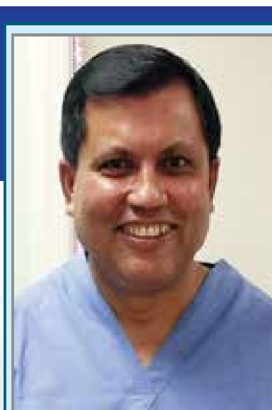

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432**

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

নিউ ইয়র্কে দর্শকদের ব্যাপক উম্মাদনার জোয়ারে 'জেমস'র লাইভ ইন কনসার্ট

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বব্যাপী বাঙালি দর্শকদের অতিপ্রিয় নগর বাউল খ্যাত 'জেমস'র লাইভ কনসার্ট মানেই সঙ্গীত প্রিয় তরুণ তরুণীসহ দর্শকদের আনন্দের উম্মাদনায় ভেসে যাওয়া। যার সর্বশেষ সাক্ষাত মিলেছে গত ৫ জুলাই শনিবার জ্যামাইকার আমাজুরা কনসার্ট হলে গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার প্রেজেন্টস জেমস এর অনবদ্য পরিবেশনা সন্ধ্যার পর থেকে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। জেমস এর যাদুকরী কণ্ঠ, সুরে আর গিটারের অপুর্ব সমন্বয়ে মজে গিয়েছিলেন হল ভর্তি দর্শক। মুখে সুর মিলিয়ে,হাত নেড়ে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে। একে একে জেমস তার জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে রাখেন পরিবেশনার যাদুকর জেমস।

অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান ও নওশীন এর সঞ্চালনায় শুরু হওয়া এই কনসার্টের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, প্রেমা, অনিক রাজ ও রিয়া রহমান। রাত সাড়ে নয়টায় হাজারো দর্শকের করতালির মুর্ছনায় মঞ্চে আসেন জেমস। উল্লাসে ফেটে পড়া দর্শক গ্যালারি থেকে ভেসে আসতে থাকে লাভ ইউ গুরু, জয় গুরু ধবনি ।

বর্তমানে ফারুক মাহফুজ আনাম জেমস বাংলা গানের জগতে একটি অতি জনপ্রিয় নাম। তার জনপ্রিয় কিছু গান পলাশীর প্রান্তর, মা ,জেল থেকে বলছি, রিনা, যদি এই শীত, কবিতা, ঠিক আছে বন্ধু, দুখিনি দুঃখ করো না- ইত্যাদি গানগুলো তরুণ তরুণীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ধওরও রেখেছে। নিউ ইয়র্কে জেমস আবারো অগণিত ভক্ত-দর্শক হৃদয়ে রীতিমতো উন্মাদনা আর ভালোবাসা ছড়িয়ে গেলেন।

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার প্রেজেন্টস এই লাইভ কনসার্টে সহযোগিতায় ছিল নিউইয়র্ক সিনিয়র অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের প্রধান নির্বাহী শাহ নেওয়াজ, এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সীর নুরুল আজিম, ফাউমা ইনোভেটিব'র কর্ণধার ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট এটর্নি মঈন চৌধুরী, 'স্টার গ্রুপ'র প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান প্রমূখ। অনুষ্ঠানের প্রোমোটার-আয়োজক এজাজুল ইসলাম নাঈম জানান, হাজারের অধিক দর্শকের উপস্থিতিতে 'জেমস'র এ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। নাঈম জানান, আমরা বিকেল থেকেই হলের বাইরে সোল্ড আউট লিখিত ব্যানার টানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরও প্রায় শ খানেক মানুষ হলে ঢোকার জন্য অপেক্ষায় থাকলেও স্থান সংকুলানের জটিলতায় আমরা তাদেরকে স্থান দিতে পারিনি।

তারুণ্যদীপ্ত প্রোমোটার-আয়োজক এজাজুল ইসলাম নাঈম এর সফল পরিবেশনা

নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক ভুবনে প্রোমোটার-আয়োজক এজাজুল ইসলাম নাঈমের অভিষেক বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও ব্যান্ড তারকাদের সঙ্গীত আয়োজনের মধ্য দিয়ে। প্রবাসীদের ক্লান্তিময় জীবনে মৃঙ্খলাপুর্ণ আয়োজনে মন মাতানো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যর আয়োজনের মধ্য দিয়ে নাঈম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেকের। নিউ ইয়র্কে আসার আগে মিশিগানেও নাঈম ছিলেন সেখানকার সাংস্কৃতিক আয়োজনের জনপ্রিয় কান্ডারী । গত ৬ জুলাই নিউইয়র্ক মাতিয়ে দর্শক মনে যে ঢেউ জাগালেন জেমস, তার নেপথ্য এই প্রোমোটার-আয়োজক নাঈম। এর আগে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, তারুণ্যের হার্টথ্রব তাহসানকে নিউইয়র্কে পরিবেশন করে প্রশংসিত হন নাঈম। ধীরে ধীরে সংসস্কৃতির পরিবেশনায় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এগিয়ে যাচ্ছেন প্রোমোটার-আয়োজক এজাজুল ইসলাম নাঈম। *ছবি হাবিবুল চৌধুরী*

নিউ ইয়র্কের সেলিম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে নীলফামারীতে ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ - নীলফামারী চ্যাম্পিয়ন, সৈয়দপুর রানার্স আপ

পরিচয় ডেস্ক : 'সেলিম ফাউন্ডেশনের' উদ্যোগে নীলফামারীতে জেলা প্রশাসক ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫ ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুলাই সোমবার ফাইনাল খেলায় নীলফামারী সদর ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ফাইনালে দলটি সৈয়দপুর উপজেলা ফুটবল দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। বিজয়ী

দলের পক্ষে দীপক জয়সূচক গোলটি করেন। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসন ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর স্পন্সর করেছে অঙ্কুর সিড অ্যান্ড হিমাগার লিমিটেড, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও সেলিম ফাউন্ডেশন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপসচিব), জেলা পরিষদ, নীলফামারী দীপঙ্কর রায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সৈয়দপুর মোহাম্মদ নুর-ই-আলম সিদ্দিকী, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জহুরুল আলম, জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশলী অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সোয়েমসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কর্পোরেট প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ খালিদ আহসান, জেনারেল ম্যানেজার, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড, মোহাম্মদ সজিব, মার্চেন্ডাইজিং ম্যানেজার, আহমেদুর রহমান রনি ও নাইম, অপারেশনস টিম, মোহাম্মদ তৌহিদ, প্রতিনিধি ও অঙ্কুর সিড এন্ড হিমাগার লিমিটেড।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, নীলফামারীর প্রত্যেকটি উপজেলায় ৩ লক্ষ টাকার খেলাধুলার সরঞ্জাম প্রদান করা হবে এবং এই জুলাই মাসেই একটি টি-২০ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি আয়োজনেরও ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ফাইনাল খেলায় লক্ষাধিক দর্শকের উপস্থিতি ছিলো যা প্রমান করে নীলফামারীর মানুষ ফুটবলকে কতটা ভালোবাসেন। খেলায় চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজ মানি হিসেবে ৫০ হাজার এবং রানারআপ দল প্রাইজ মানি হিসেবে ৩০ হাজার টাকা পুরষ্কার লাভ করে।

আরো উল্লেখ্য, নীলফামারীর 'অঙ্কুর সীড এন্ড হিমাগার', রংপুর তারাগঞ্জের 'ব্লিং লেদার প্রডাক্টস লিমিটেড' এবং রংপুর জিলার মিঠাপুকুরে অবস্'িত 'অঙ্কুর স্পেশালাইজড কোল্ডস্টোরেজ' এর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সেলিম ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারী নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেন। মোহাম্মদ সেলিমের ছোটভাই নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ হাসানুজ্জামান হাসানের জ্যেষ্টা কন্যা নাওয়াল হাসান মরহুম মোহাম্মদ সেলিমের স্মরণে নিউইয়র্ক ও বাংলাদেশে একযোগে 'সেলিম ফাউন্ডেশন' গড়ে তোলেন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সাদাত হোসাইনের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর: প্রবাসে বাংলা বইয়ের বিজয়ে আপ্লুত লেখক

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষী পাঠকের অতি জনপ্রিয় লেখক সাদাত হোসাইন এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন সম্প্রতি সমাপ্ত নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার উদ্বাধেক হিসেবে আয়োজক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তাঁর এ সফর শুধু বইমেলাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য আয়োজন ঘিরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছে প্রবাসের বাংলাভাষী পাঠকের সাথে একজন তরুন প্রজন্মের লেখকের সম্মিলনের অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের দারুন উপলক্ষ।

এবারর সফরকালে তিনি ঘুরেছেন আমেরিকার বিভিন্ন শহর, মিশেছেন নানা প্রজন্মের প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে, যারা দূরভূমিতে থেকেও হৃদয়ে বহন করেন বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ।

গত ৯ জুলাই নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁয় মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহার আমন্ত্রণে ও নিউ ইয়র্ক বই মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক জিএফবি ফাউন্ডেশনের গোলাম ফারুক ভুঁইয়ার সৌজন্য আয়োজিত এক ঘরোয়া মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন লেখক সাদাত হোসাইন। সাদাত হোসাইন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর এবারের আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, "এই সফর আমার চোখ খুলে দিয়েছে। দেশের বাইরের নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আরও বেশি করে কাজ করতে চাই আমি এখন।" সাদাত আরোজানান, প্রবাসে বাংলা বইয়ের পাঠক দেখে তিনি আপ্লুত হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "এ যেন বাংলা ভাষার এক নীরব বিজয়।" আমেরিকার ছোট একটি শহরে এক খুদে পাঠকের সাথে তাঁর আলাপচারিতার কথা উল্লেখ করে সাদাত বলেন, সেই খুদে পাঠক যখন তাঁর একটি বই কিনে অটোগ্রাফের জন্য আসেন, তখন তিনি জানতে পারেন ওই খুদে পাঠক বাংলা পড়তেই পারেন না ! তারপরও কেন বইটি কিনছেন জানতে চাইলে খুদে পাঠক বলেন, এই লেখকের কথা তাঁর সতীর্থদের কাছে এতা বেশী শুনেছেন, গুগল ট্যানসলেশানের সাহায্য নিয়ে তিনি বইটি পড়বেন। হতবাক লেখক সাদাত বলেন, বাংলা বইয়ের পাঠকের বিস্তৃতি নিয়ে তিনি অনেক আশাবাদী। তবে পাঠকপ্রিয়তা অর্জন সময়ের ব্যাপার উল্লেখ করে সাদাত বলেন, তিনি যখন প্রথম কলকাতা বইমেলায় বই নিয়ে যান, তখন তাঁর মাত্র ৯টি বই বিক্রি হয়েছিল। এখন তাঁর বইয়ের ক্রতাদের অটোগ্রাফ দেওয়ার স্থলে সিকিউরিটি নিয়োগ দিতে হয়।

মুক্ত আলোচনায়আরো অংশ নেন লেখক ও সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও ব্যবসায়ী গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের মুরাদ আকাশ, রাণু ফেরদৌস, সাবিনা হাই উর্বি ও তফাজ্জল লিটন, নিউইয়র্ক ষ্টেট এসম্লী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেরি জোবাইদা, বাচিক শিল্পী ড. ফারুক আজম, সংগঠক রব্বানী ভুঁইয়া, শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী এবং নালন্দা প্রকাশনীর রেদোয়ান জুয়েল।

জর্জেস আইল্যান্ড পার্কে আনন্দ উচ্ছাসে ভরপুর নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন এর বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : গত ৬ জুলাই রবিবার নিউ ইয়র্কের ওয়েষ্টচেষ্টার কাউন্টির জর্জেস আইল্যান্ড পার্কের মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের আনন্দঘন বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকালে বনভোজন প্রাঙ্গনে রংবেরং এর বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইসরাফিল মিয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনসুর আলম, সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল, সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান, বনভোজনের আহবায়ক মো: ইউসুফ বিজু ও সদস্য সচিব গনেশ কীর্তনিয়া, উপদেষ্টা বাবুল দেওয়ান, সিনিয়র সহ সভাপতি গোলাম এন হায়দার মুকুট, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মিলন মোল্লা, সহ সভাপতি শেখ আবদুল মালেক, আবদুর রশীদ বাবু প্রমুখ । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল বিপুল ও এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান বনভোজনে আগত সবাইকে স্বাগত জানান। এরপর শিশুকিশোরদের খেলাধুলা ও মধ্যহ্ন ভোজনেরপর মেয়েদের বালিশ ছোঁড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বনভেজনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাজু আখন্দ, সেলিম ইব্রাহিম, নিপা জামান প্রমুখ।

বনভোজন সফল করে তুলতে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আহবায়ক মো. ইউসুফ বিজু ও সদস্য সচিব , সদস্য সচিব গনেশ কীর্ত্তনীয়া, প্রধান সমন্বয়কারী তানভির মিলন ও সমন্বয়কারী হাবিবুর রহমান, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমিন মেহেদী বাবু ও পৃষ্ঠপোষক আবদুর রশীদ বাবু, যুগ্মসচিব শহীদ জামান বাবু প্রমুখ ।

খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী ছিলেন সেলিম ইব্রাহিম ও মোঃ মিলন মোল্লা, অর্থ সংগ্রহ শফিকুল ইসলাম খান (সফিক)। আপ্যায়নে সমন্বয়কারী ছিলেন ওয়াজেদ মিয়া ও সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায় শাওন ভুঁইয়া।

র‍্যাফেল ড্র পরিচালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান ও পুরস্কার প্রদান করেন বদরুল ইসলাম খান বাদল, প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনসুর আলম, এস মিয়া তৌহিদ প্রমুখ ।

বনভোজন আয়োজনে সহযোগিতায় আরো ছিলেন সহ সভাপতি রুবেল চেধুরী, নেসার আহমেদ, ইসরাত জাহান গরালাম মানিক, শিল্পী রানী মন্ডল, শামীম আহমেদ, ইব্রাহিম ভুইয়া, মোহাম্মদ মিঠু মিয়া, নাসিম খান, মানিক ওয়াদুদ, শেখ শামীম আহমেদ, নিরঞ্জন শীল, আবুল কালাম আজাদ কিরন , শেখ সিদ্দিক, তারভির করিম প্রমুখ। র‍্যাফেল ড্রতে পুরস্কার ছিল ১ম পুরস্কার ছিল স্বর্ণালঙ্কার, ২য় পুরস্কার নিউইয়র্ক ৬ষ্ঠ ও ৭ম পুরস্কার ল্যাপটপ। এবারের বনভোজনে সকালের নাশতা ও দুপুরের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্ট।

জুলাই বিপ্লবের বাষিকী পালন করবে 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ', নিউইয়র্কে গণহত্যার চিত্র প্রদর্শনী ৩ আগষ্ট

আটলান্টিক সিটিতে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মসভা

পরিচয় ডেস্ক :গত ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওইদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১ , পেনরোজ এভিনিউর ভেনুতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা থেকে পাঠ, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা , ভজন, কীর্তন ইত্যাদি। গুরুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জানানোর বিশেষ দিনই হল গুরু পূর্ণিমা । আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই প্রতি বছর গুরু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

হিন্দু ধর্মে এই দিনটির গুরুত্ব অসীম। গুরু আমাদের মনের সব সংশয়, সন্দেহ, অন্ধকার দূর করেন এবং নতুন পথের দিশা দেখান। গুরুর দেখানো পথে চললে জীবনে সুখ, শান্তি, আনন্দ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান তিনিই গুরু। গুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে বৈদিক যুগ থেকেই গুরু পূর্ণিমা পালিত হয়ে আসছে। আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার, আন্না মিত্র , প্রদীপ দে, গঙ্গা সাহা,সজল চক্রবর্তী,দীপা দে জয়া,ঝুমুর বিশ্বাস , মিনু নন্দী, সুপ্রীতি দে, বর্ষাপ্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মসভা শেষে ধর্মসভায় অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। - আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক : চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী পালন করা হবে নিউইয়র্কে। এ উপলক্ষে নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ' আগামী ৩ আগস্ট, রোববার জ্যাসকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় 'জুলাই-আগষ্ট বিপ্লব'-এ হতাহতদের স্মরণে দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এদিন বেলা ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। গত ৮ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে 'জুলাই বিপ্লব ও আগামীর বাংলাদেশ' শীর্ষক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র। 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে

বক্তব্য রাখেন 'জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি'র আবাায়ক আবদুস সবুর সহ জাকির হাওলাদার, এ এস এম রহমতউল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন শিপন, হাছান সিদ্দিকী প্রমুখ।

'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি'র আহবায়ক আবদুস সবুর সহ জাকির হাওলাদার, এ এস এম রহমতউল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন শিপন, হাছান সিদ্দিকী প্রমুখ। পওে তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'র উদ্যোগের প্রতি সংহতি জানাতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ আহম্মেদ, ইকনা'র সোশ্যাল জাস্টিস ডিরেক্টর ড. মাহতাব উদ্দিন, বাংলাদেশী-আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ'র সাধারণ সম্পাদক শাহানা মাসুম, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবিএম ওসমান গনি, ড ফরহাদ হোসেন, কলামিস্ট তাহের ফারুকী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রবিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, প্রফেসর সাঈদ আজাদ, হাজি আনোয়ার হোসেন, রওশন হক, সালেহ উদ্দিন মানিক, মোহাম্মদ জসিম, লুৎফর রহমান লাতু, খলকুর রহমান, আতিকুল হক আহাদ, মঞ্জুর মোরশেদ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সাল অর্থাৎ গত বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতা, শ্রমজীবী মানুষ ও প্রবাসীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এই আন্দোলন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব, যার চেতনা দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের মাধ্যমে আন্দোলনটি ৫ আগস্ট পূর্ণতা লাভ করে। এর মাধ্যমে শুরু হয় একটি নতুন অধ্যায়- নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নযাত্রা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য 'জুলাই বিপ্লবের' চেতনাকে ধরে রাখতে হবে।

'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'র নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই বিপ্লবে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানানো এবং তাদের স্মৃতিকে সম্মানিত করার দায়িত্ব দেশ-বিদেশের সব বাংলাদেশীর। একইসঙ্গে তারা বিপ্লবে নিহতদের হত্যার দ্রুত বিচার এবং আহতদের সুচিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অর্ন্তর্বতী ও ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি দাবী জানান এবং প্রবাসে জুলাই বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী সফল করতে প্রবাসীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। খবর ইউএনএর

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

করেনি। জোসেফ লাপ্লান্ত বলেন, এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। যদি ট্রাম্পের আদেশ কার্যকর হয়, তবে বহু শিশুকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সেটা একান্তই অপূরণীয় ক্ষতি।

তবে তিনি সরকারের আপিল করার সুযোগ দিতে এই স্থগিতাদেশ সাত দিন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দিনশেষে লিখিত রায় দেবেন বলেও জানান। হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। - রয়টার্স

কানাডা ছাড়ছেন বহু

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বহু মানুষ প্রতি বছর দেশটিতে অভিবাসনের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু ২০২৫ সালের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে এক বিপরীত চিত্রড়কানাডা থেকে মানুষের দেশত্যাগের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।

কানাডার সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা স্ট্যাটিসটিকস কানাডা জানিয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ২৭ হাজার ৮৬ জন কানাডীয় নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা দেশ ছেড়েছেন। এটি ২০১৭ সালের পর সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশত্যাগের ঘটনা, যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩ শতাংশ বেশি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বছরের প্রথম প্রান্তিকে এমন প্রবণতা দেখা গেলেও সাধারণত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী তৃতীয় প্রান্তিকেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কানাডা ত্যাগ করেন। সুতরাং বছর শেষে চিত্র আরও গুরুতর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

একই সময়ে ৯ হাজার ৬৭৬ জন প্রবাসী আবার কানাডায় ফিরেছেন, যা গত বছরের তুলনায় অল্প কিছুটা বেশি।

অস্থায়ী বাসিন্দারাও ছাড়ছেন দেশ

অস্থায়ী বাসিন্দা বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও ওয়ার্ক পারমিটধারীদের মধ্যেও দেশত্যাগের হার বিপুল হারে বেড়েছে। ২০২৫ সালের প্রথম তিন মাসে ২ লাখ ৯ হাজার ৪০০ জন অস্থায়ী বাসিন্দা কানাডা ছেড়েছেন, যা আগের বছরের তুলনায় ৫৪ শতাংশ বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিস্ময়কর ঊর্ধ্বগতি আগামী দিনের এক গভীর সংকটের ইঙ্গিত। চলতি বছরের মে মাসে কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি অস্থায়ী বিদেশি শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করার পর এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন ফিরে যাচ্ছেন মানুষ?

স্ট্যাটিসটিকস কানাডার আগের গবেষণাগুলো দেখায়, অভিবাসীরা সাধারণত কানাডায় আসার তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে আবার ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যেসব অভিবাসীর পরিবার বা সন্তান নেই কিংবা যারা ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে, তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি। বিশেষ করে উদ্যোক্তা, ফ্রিল্যান্সার ও উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবীরা কানাডা ছেড়ে নতুন সম্ভাবনার খোঁজে অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। তাদের গন্তব্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, পর্তুগাল, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং মেক্সিকোর মতো দেশ, যেখানে জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলকভাবে কম, আবহাওয়া অনুকূল এবং ডিজিটাল নোম্যাড ভিসার সুযোগ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এই দেশত্যাগের ঢেউ ভবিষ্যতে কানাডার শ্রমবাজার, শিক্ষা খাত এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অভিবাসীপ্রধান দেশ হিসেবে কানাডার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে কর্মক্ষম মানুষ ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর। তাদের চলে যাওয়া মানে শুধু মেধা ও মানবসম্পদের ক্ষতি নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িত কর রাজস্ব, উদ্ভাবন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষকেরা বলছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিমালার পুনর্মূল্যায়ন এবং বসবাসযোগ্যতার মান উন্নয়ন এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

ইউটিউবে আয় সহজ হবে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বিশেষ করে যারা ইউটিউবের মাধ্যমে ভিডিও কন্টেন্ট তৈরির জগতে প্রবেশের কথা ভাবছেন এমন ব্যক্তিদের ইউটিউবের নতুন নগদীকরণ নিয়মের কারণে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে। আগামী ১৫ জুলাই থেকে ইউটিউব তাদের মনিটাইজেশনে বেশ কিছু বদল আনতে চলেছে।

নতুন কী কী পরিবর্তন আনছে ইউটিউব চলুন জেনে নেওয়া যাক: ১. প্রতিক্রিয়া বা সংকলন চ্যানেল : যারা রিয়াকশন বা প্রতিক্রিয়া বা সংকলন চ্যানেল চালান। অর্থাৎ যারা অন্যদের ভিডিও নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয় বা সংকলন তৈরি করে, তাদের নিজের কন্টেন্টে অর্থপূর্ণ মূল্য বা মিনিংফুল ভ্যালু যোগ করতে হবে। এখানে অর্থপূর্ণ মূল্য বলতে বোঝায়- ভিডিওতে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, শিক্ষা বা বিনোদনমূলক নিজস্ব বক্তব্য থাকতে হবে। শুধু অন্যের ভিডিও কেটে জুড়ে দিলে তা মনিটাইজেশনের জন্য যথেষ্ট নয়।

২. টিউটোরিয়াল এবং ভ্লগ নির্মাতারা

তাদের ভিডিওতে পুরোনো বা অন্যদের ক্লিপ ব্যবহার করতে পারছেন না আর। টেক্সট টু স্পিচ ন্যারেশন (যেমন: এআই কণ্ঠস্বর) ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ এতে ভিডিওর স্বকীয়তা কমে যায়।

৩. এআই জেনারেটেড ভিডিও

যারা শুধুই এআই দিয়ে বানানো ভিডিও প্রকাশ করে, তাদের নগদীকরণের সুযোগ হারানোর ঝুঁকি আছে। কারণ এতে মনে হতে পারে ভিডিওটি যথেষ্ট মৌলিক বা মানুষের দ্বারা তৈরি না। এছাড়া চ্যানেলে ১,০০০ সাবস্ক্রাইবার থাকতে হবে। গত ১২ মাসে ৪,০০০ ঘণ্টা বৈধ পাবলিক ওয়াচ টাইম অথবা, গত ৯০ দিনে ১ কোটি শর্টস ভিউ থাকতে হবে মনিটাইজেশন পেতে হলে। মূলত ইউটিউবের এই নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন থেকে ইউটিউব এমন নির্মাতাদের প্রাধান্য দেবে যারা আসল মানুষ (ফেসলেস এআই চ্যানেল নয়), বিশ্বাসযোগ্য ও আবেগপ্রবণ কনটেন্ট তৈরি করে এবং নিজের চিন্তা ও মেধা দিয়ে ভিডিও বানায়। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান'র বইয়ের প্রকাশনা উৎসব

রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া আগের অবস্থায় ফিরবে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনমনে নতুন বাংলাদেশ গড়ার একটি স্বপ্ন ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া নির্বাচন কিংবা সরকার পরিবর্তন হলে বাংলাদেশ পুনরায় ফিরে যাবে গণঅভ্যুত্থান পুর্ববর্তী অবস্থায়। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে হাজারো মানুষের আত্মত্যাগ। অধরাই থেকে যাবে গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই ছিলো চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাংখা। বার বার সরকার পরিবর্তন হলেও চুয়ান্ন বছরে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি গণতন্ত্র। বাংলাদেশ পরিণত হয়নি একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রে। বক্তারা বলেন, ডা. ওয়াজেদের গ্রন্থটি ইতিহাসের দলিল হিসেবে পাঠকদের প্রেরণা যোগাবে। নিউইয়র্কের বিশিষ্টজন এমন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ডাঃ ওয়াজেদ খান'র বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে।

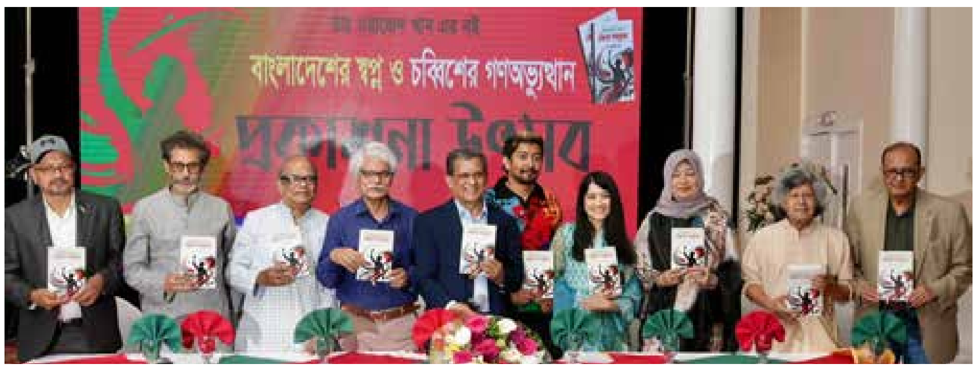

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান'র লেখা 'বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান' বইটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্ক সিটির আগ্রা প্যালেস পার্টি হলে। গত ৬ জুলাই দুপুরে অনুষ্ঠিত ব্যতিক্রমধর্মী ও বর্ণাঢ্য এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ। প্রকাশনা উৎসবে নির্ধারিত আলোচক ছাড়াও বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মূল আকাংখা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে ডাঃ ওয়াজেদ খানের বইটিতে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান বইটি রচনার প্রেক্ষাপট ও মূল বিষয়বস্তু নিয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন-নির্বাচন হলেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাধান হয় না সব সমস্যার। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ২০২৪-এর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনা সমুন্নত রাখতে হলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই জরুরী মৌলিক সংস্কার। বর্তমানে ন্যূনতম সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে তা দেশ ও জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। বক্তাগণ বলেন, প্রচলিত পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনের আগেই প্রয়োজন রাষ্ট্র সংস্কার। তা না হলে বাংলাদেশ পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। তারা বলেন, রাজনৈতিক সংকটের কারণে দেশে বৈষম্য, অনৈতিকতা, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বেড়েছে। এ সময়ের দাবী সংস্কারের মাধ্যেমে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। বক্তাগণ বলেন, ডা. ওয়াজেদ খান'র গ্রন্থটি ইতিহাসের দলিল হিসেবে পাঠকদের প্রেরণা যুগাবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আবিদ রহমান। গ্রন্থটির উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, লেখক-সাংবাদিক হাসান ফেরদৌস, লেখক-কলামিস্ট মাহমুদ রেজা চৌধুরী ও লেখক-কবি কাজী জহিরুল ইসলাম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফ্লোরিডা'র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট দিনাজ খান সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটি'র সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া ও নার্গিস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, ড. শওকত আলী, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, এডভোকেট মজিবুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেল, রেজাউল করিম চৌধুরী, বদরুজ্জামান পিকলু প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন।

উল্লেখ্য,চলতি বছরের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান' বইটি। বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ এ আহমদ পাবলিশিং হাউজ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্টলে বিক্রি হয় বইটি। চ্যানেল-২৪ টিভি বইমেলা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করে বইটির অনুষ্ঠান পর্ব। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রকাশনা উৎসবে অংশ নেন দেশের খ্যাতিমান লেখক ও সাংবাদিকবৃন্দ। যা প্রচারিত ও প্রকাশিত হয় দেশের জাতীয় দৈনিক ও টিভি চ্যানেলগুলোতে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সমসাময়িক রাজনৈতিক ও বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহের প্রবন্ধ নিয়ে ডা. ওয়াজেদ এ খানের লেখা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান'। ১৭৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে ৩৩টি নিবন্ধ/প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ঢাকার আহমদ পাবলিশিং হাউজ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন ডা.ওয়াজেদ খানের একমাত্র পুত্র শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, শুধুমাত্র একটি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই জাতির আকাঙ্খার পূরণ হবে না। একটি গণতান্ত্রিক এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই চব্বিশের জুলাই-আগস্টে গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তাগণ।

গ্রন্থটির উপর আলোচনাকালে সাংবাদিক মনজুর আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশের স্বপ্ন ও চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান'-এর সকল নিবন্ধ/প্রবন্ধ পৃথক পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখে। তার তার লেখায় দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ থাকতেই পারে। আর কোন লেখা কবে প্রকাশিত হয়েছে তার তারিখ দেয়া থাকলে ভলো হতো। তিনি বলেন, লেখালেখি ছাড়া ভালো সাংবাদিক হওয়া যায় না। আমাদের সময় যে সাংবাদিকতা দেখেছি আজ সেই সাংবাদিকতা নেই।

হাসান ফেরদৌস বলেন, ডা. ওয়াজেদ খানের গ্রন্থটির কোন কোন প্রবন্ধে কারো কারো দ্বিমত থাকার পরও এটি চব্বিশ-এর জুলাই বিপ্লবের একটি দলিল। যা পাঠককে জুলাই বিপ্লবের ধারণা দেবে। তবে তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ঘটনায় সেনাবাহিনীকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে আমার দ্বি-মত রয়েছে।

মাহমুদ রেজা চৌধুরী বলেন, 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ' এই গানই আমাদের শেষ ঠিকানা হওয়া উচিৎ। এই গানের চেতনাই ফুটে উঠেছে ডা. ওয়াজেদ খানের গ্রন্থে। তিনি বলেন, ঢাকার পিলখানায় বিডিআর হত্যার ঘটনার মতো একটি ঘটনাই একটি সরকার পতনের জন্য যথেষ্ট। অন্যতম আলোচক, বিশিষ্ট কবি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, এই বইটি বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতিতে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সময়ে ডা. ওয়াজেদ খানের গ্রন্থটি একটি সফল গ্রন্থ। তিনি বলেন, ডাঃ ওয়াজেদ খান নিজ রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে এসে নির্মোহভাবে বইটি লিখেছেন। তিনি গ্রন্থটির ইংরেজি প্রকাশনার অনুরোধ জানান।

মোঃ দিনাজ খান বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে দেশে ছিলাম। ৭দিন ঢাকার বনানীর বাসায় আটক ছিলাম। শুধু গুলির শব্দ শুনেছি। তিনি বলেন, আমি একটি রাজনৈতিক দল করলেও আমি মনে করি একাত্তুর আর চব্বিশের চেতনা ধরে রাখতে হলে দেশের সংবিধান পরিবর্তন দরকার, দেশের সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন সংস্কার।

অনুষ্ঠানে দেওয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন বলেন, আমাদের নোংরা রাজনীতির কারনেই দেশ-জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাজনীতি। যেকারণে ভালো মানুষ রাজনীতিতে আসছে না। ফলে পূরণ হচ্ছে না দেশ-জাতির প্রত্যাশা। দেশের অনিয়ম-অবিচার আর ক্ষোভের বহি:প্রকাশ চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান। এজন্য দেশের নোংরা আর সুবিধাবাদী রাজনীতি-ই দায়ী। আমরা মুখে যে কথা বলে তা বাস্তবায়ন করিনা। ফলে দেশ-জাতি তার সুফল পায় না। তিনি ডা. ওয়াজেদ খানের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের বলেন, দেশের রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের স্বার্থে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরেই নানান সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। দেশের কথা, দেশের জনগণের কথা ভাবেননি বলেই দেশে এতো দূর্নীতি, অরাজকতা, বৈষম্য।

ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া বলেন, ওয়াজেদ এ খান একজন ডাক্তার। কিন্তু তিনি ডাক্তারী পেশা ছেড়ে সাংবাদিকতায় এসেছেন, লেখালেখি করছেন। ডাক্তারগণ শুধু রোগীর সেবাই করেন না, লেখালেখি আর সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজেরও সেবা করতে পারেন তার প্রমান ডা. ওয়াজেদ খান ও তার নতুন বই।

নার্গিস আহমেদ সুবিধাবাদী রাজনীতিক আর তো-কর্মীদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশের মতো এই প্রবাসেও আমরা সুবিধাবাদীদের দেখছি। তারা কখনোই দেশ-জাতির কল্যান চান না, চান দলকে ব্যবহার করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আর বিত্তের পাহাড় গড়তে। এই মনমানসিকতার পরিবর্তন না হলে দেশের রাজনীতি ভালো হবে না, জাতির আশা-আকাঙ্খারও বাস্তবায়ন ঘটবে না।

ফখরুল আলম বলেন, আমরা যে পেশাতেই থাকি না কেন, মনের ভিতরে, হৃদয়ের মাঝে দেশপ্রেম না থাকলে কোন কিছুতেই আমরা সফল হতে পারবো না।

লেখক ডাঃ ওয়াজেদ খান বলেন, রাষ্ট্রীয় বৈষম্যহীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার ও মানবিক মর্যাদার দাবিতে একাত্তুরে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধেও কাংখিত ফল মেলেনি ৫৪ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে। যার ফলশ্রুতিতে ঘটে চব্বিশের রক্তাক্ত গণঅভুত্থান। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই গণঅভুত্থানের মূল স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মৌলিক রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতে আমূল সংস্কার। শুধু নির্বাচন

হলেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আসে না। ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে যদি গণতন্ত্র না থাকে, নেতা নির্বাচনে কর্মীদের মনোভাবের বিকাশ না ঘটে তাহলে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী ১২টি সংসদ নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ডাঃ ওয়াজেদ খানের বইয়ের প্রকাশনা ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, চিকিৎসা পেশায় না থেকে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

মধ্যাহ্ন ভোজের পাশাপাশি দেশের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রকাশনা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এসময় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী দম্পতি লিমন চৌধুরী ও ফারহানা তুলি। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- ফার্মাসিস্ট এম কবীর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম মঞ্জু, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম ও মেরী জোবায়দা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সেবুল উদ্দিন, এনআরবি'র চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, জেএমসি প্রেসিডেন্ট ডাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান, জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, জেমএমসি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এনামূল হক, ইঞ্জিনিয়ার জোহেব হাসান, ডা. সজল আশফাক, ডাঃ মুনিবুর রহমান খান, ডাঃ মাছুদ সিকদার, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, এমআর চৌধুরী, ডাঃ হাসান, ডাঃ শরীফ, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, মমতাজুল আহাদ সেলিম, শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন, বাবুল হাওলাদার, সৈয়দ রাব্বী, জুলকার হায়দার, সাংবাদিক ওয়ালিউল আলম, শওকত ওসমান রচি, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সানাউল হক, মাহাথির ফারুকী, রশিদ আহমদ, বেলাল আহমেদ, এসএম সোলায়মান, মোহাম্মদ আজাদ ও সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মান্নান, ডাঃ আসফিয়া, ইঞ্জিনিয়ার এম বিল্লাহ, ছড়াকার শাহ আলম দুলাল, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের সিইও এম মালেক, ডা: মাহবুবুর রহমান, ড. দীন আল রশীদ, মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন, বিশিষ্ট রাজনীতিক এএসএম রহমত উল্লাহ, বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্যবসায়ী জান ফাহিম, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেল-এর কর্ণধার নজরুল ইসলাম, বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্ম-এর কর্ণধার এম এ সালাম, আব্দুস সবুর, ফরহাদ তালুকদার, আশেক খন্দকার শামীম, কবীর বোখারী, আব্দুল হাকিম, আব্দুল কাদের প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে নরসিংদী এবং কুষ্টিয়া প্রবাসীদের বনভোজন উদ্বোধন করলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এসেম্বল অফ ইউএসএ'

পরিচয় ডেস্ক : আনন্দঘন পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কুষ্টিয়া এবং নরসিংদী প্রবাসীদের বনভোজন হয়েছে। গত ৬ জুলাই পৃথক যথাক্রমে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির দৃষ্টিনন্দন ক্রটন পয়েন্ট পার্কে (কুষ্টিয়া জেলা সমিতির) এবং লং আইল্যান্ডের মনরোম হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (নরসিংদী জেলা সমিতির) বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ দুটি বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনভোজনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ এসেম্বল অফ ইউএসএ।

বনভোজনে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ এসেম্বল অফ ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম)। সাথে ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদীন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসেন, মোছাম্ম নুরজাহান বেগম, মো. জাহিদুর রহমান, মো. আশরাফ ভূঁইয়া, রহমত উল্লাহ, মঞ্জিল মজুমদার ও কামরুজ্জামান,কাউসার আলম,মো:জালাল আহমেদ ,এ কে এম হক খোকন।

বনভোজন দুটি প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও র‍্যাফেল ড্রসহ নানা আয়োজন ছিল। সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন নানা বয়সের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।

বাংলাদেশ এসেম্বল অফ ইউএসএর সভাপতি শামীম হাসান বলেন, প্রবাসে আমরা আমাদের ঐতিহ্য,সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বজায় রাখতে চাই,একটি সংগঠন আরেকটি সংগঠনের পাশে থেকে সৌহার্দ্য বিনিময়ে করাই তার প্রমান এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম) বলেন, প্রবাসে থেকেও আমরা বাঙালিরা পাশে থাকতে চাই এবং আমাদের কালচার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের বনভোজন:

লং আল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশ অনুষ্ঠিত হয় নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের বনভোজন। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে এসে মুগ্ধ হন অনেকে। এই অনুষ্ঠানেও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, খেলাধুলা র‍্যাফেল ড্রয়ের আয়োজন ছিল। নরসিংদী জেলা সমিতির সভাপতি হলেন শামীম গফুর, ও সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক বাবুল। এই আয়োজনের আহবায়ক হলেন জাকির এইচ খান, যুগ্ম আহবায়ক মো. নাজমুল হক, রাশেদুল কবীর সজল। এছাড়া প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মো. ইসমাইল হোসেন, সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন মো. মোফাজ্জল হোসেন ও শামীমা খান। সদস্য সচিব অলিউল্লাহ খন্দকার সুমন, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. আতিকুর রহমান ও তোহরা বেগম।

বনভোজনে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এ ধরনের প্রাণবন্ত আয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। এ ধরনের আয়োজন মানুষকে একত্রিত করে। সবার মাঝে একটি বন্ধন তৈরি করে। প্রবাসে থেকেও বাংলা সংস্কৃতিকে এমনভাবে তুলে ধরা প্রশংসনীয়। এমন আয়োজন নিউইয়র্কে যেন আরো বেশি হয় সেই আশা ব্যক্ত করেন অতিথিরা।

কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের বনভোজন:

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিউইয়র্কের ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের ক্রটন পয়েন্ট পার্কে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের বনভোজন হয়। এতে কুষ্টিয়া জেলার প্রবাসী বাঙালিসহ অনেকেই অংশ নেন।বনভোজনে খেলাধুলা, সংগীতানুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র ও মধ্যাহ্নভজের আয়োজন ছিল। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিলেন চিত্রনায়িকা শাহনুর, আইন, আতিক এবং মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন হোসনে আরা বেগম।

বনভোজন আয়োজনের আহ্বায়ক ছিলেন মো. আব্দুল জব্বার, যুগ্ম আহবায়ক মো. আহসান হাবিব লিটন, এ কে এম হক (খোকন), মো. মমতাজ উদ্দিন। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মো. জাহিদুজ্জামান জুয়েল। সমন্বয়কারী ছিলেন মো. বিদ্যুৎ হোসেন, এটিএম মোজাফফর হোসেন, সদস্য সচিব মো. জিয়াউর রহমান জিয়া, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. আব্দুল ওয়াদুদ, মো. আব্দুল খালেক, মো. আল রাজিব খান।ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন মো. আবু মুসা, রোমিও রহমান, মো. আনিসুজ্জামান সবুজ, ফারুক ইকবাল।কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের সভাপতি হলেন মো. হামিদুল ইসলাম, ডিরেক্টর মো. গিয়াস উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাদিক রহমান। - জলি আহমেদ প্রেরিত

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এমি অ্যাওয়ার্ডজয়ী শামস আহমেদ গ্র্যামি একাডেমির ভোটিং সদস্য হিসেবে নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক : সম্মানজনক এমি অ্যাওয়ার্ডজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এবং পথপ্রদর্শক বাংলাদেশি-আমেরিকান সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব শামস আহমেদকে বিশ্ববিখ্যাত গ্র্যামি পুরস্কারের আয়োজক প্রতিষ্ঠান দ্য রেকর্ডিং একাডেমি-র একজন ভোটিং সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

"এটি আমার পেশাগত জীবনের একটি বড় মাইলফলক," বলেন শামস আহমেদ। "এই সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে হলে, প্রথমে দুইজন প্রতিষ্ঠিত সদস্যের সুপারিশ লাগত এবং এরপর একাডেমির প্রেসিডেন্ট হার্ভে ম্যাসন জুনিয়রসহ শীর্ষ নেতৃত্ব কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হতো।" ভোটিং সদস্য হিসেবে শামস আহমেদ এখন গ্র্যামি মনোনয়ন এবং পুরস্কার বিজয়ী নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি আরও বলেন, "এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আমি প্রান্তিক শিল্পীদের কণ্ঠকে জোরালোভাবে তুলে ধরতে এবং শিল্প জগতে আরও বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে চাই।" এই নতুন অধ্যায়টি শামস আহমেদের সৃজনশীল উৎকর্ষ, সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি আরও শক্তিশালী করে তোলে।

২০২৩ সালে, শামস আহমেদ ইতিহাস সৃষ্টি করেন যখন তিনি ৪৪তম স্পোর্টস এমি অ্যাওয়ার্ডসে প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে বিজয়ী হন। সেই মুহূর্তটিকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন "অবিশ্বাস্য" বলে।

শামস আহমেদ একজন গর্বিত নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক। তিনি বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত পরিবারের সন্তান এবং নিউজাসীর বাসিন্দা। তার মা হলেন রাজিয়া আহমেদ এবং পিতা ইন্‌জিনিয়ার সালাহ উদ্দিন আহমেদ তারেক একজন প্রখ্যাত গায়ক, সাংস্কৃতিক সংগঠক এবং ইঅউঠ এর সাবেক সভাপতি, বহু দশক ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং প্রতি বছর মুক্তধারা বইমেলায় 'শৌখিন' গানের দলের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

শামস আহমেদ প্রয়াত শহিদ ডাঃ সামসুদ্দিন আহমেদের নাতি এবং প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের এবং ডাঃ ফাতেমা আহমেদের ভাতিজা ড় একটি গৌরবময় বংশের উত্তরসূরি, যারা একাধারে জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। - বার্তা প্রেরক মোহাম্মদ ইসলাম আরিফ

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এ মহামারি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করলেন ডা. জাকিয়া জাহান

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ-এ মহামারি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগদান করেছেন এক সময়ের নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ডাক্তার জাকিয়া জাহান। গত ৩০ জুন সোমবার তিনি এই পদে যোগদান করেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ জনস্বাস্থ্য পেশাজীবী হিসেবে ডা. জাহান জনস্বাস্থ্য, মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, রোগ নজরদারি ও স্বাস্থ্য সমতা প্রতিষ্ঠায় সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন মিশনে যুক্ত হয়েছেন।

ডা. জাকিয়া জাহান বাংলাদেশের সিলেট নর্থ ইস্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরে দ্য জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার অব পাবলিক হেলথ সম্পন্ন করেন এবং রিপ্রোডাকটিভ হেলথ রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ফেলোশিপ অর্জন করেন। তিনি শুধু তার কলেজ নয়, সিলেট বিভাগের নয়, বাংলাদেশের গর্ব হিসেবেও পরিচিত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে তিনি সম্মানজনকভাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

পেশাগত জীবনে ডা. জাকিয়া জাহান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতে যোগদান করে বাংলাদেশের সংক্রামক রোগ নজরদারি ও জরুরি প্রতিক্রিয়া কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও প্রোগ্রাম মূল্যায়নে অবদান রেখেছেন।

এছাড়াও তিনি সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বিডি ইনক, যুক্তরাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য সচেতনতা, কমিউনিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং কর্মসংস্থানমুখী পরামর্শ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের হরমোন-ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সক্রিয় ছিলেন।

সামার ওরিয়েন্টেশন ২০২৫

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা

পরিচয় ডেস্ক : "স্বপ্ন যারা দেখে, তারা থেমে যায় না; আলোর পথে হাঁটে, তারাই ইতিহাস গড়ে।" এমনই এক প্রেরণাদায়ক বার্তা নিয়ে গত ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সামার কোয়ার্টার ওরিয়েন্টেশন ২০২৫। বিশ্বের ১২০টি দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন পরিণত হয়েছিল এক বৈচিত্র্যময় উৎসবে। সকাল ১০টা থেকে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, চীনসহ বিভিন্ন দেশের শত শত শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন।

প্রধান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হাসান কারা বার্ক। নতুন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "তোমরা স্বপ্ন দেখো, আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের হাত ধরেই তোমাদের পাশে থাকব।"

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আবু বকর হানিপ বলেন, "শুধু একাডেমিক নয়, একজন শিক্ষার্থীর সফল জীবন গঠনে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোরও সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন। আমাদের দায়িত্ব

সেই সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যা তাদের স্বপ্ন থেকে শুরু করে কর্মজীবন পর্যন্ত সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পথের বাইরেও তোমাদের জীবনের প্রতিটি ধাপে সঙ্গী হয়ে থাকবে।"

সিএফও ফারহানা হানিপ বলেন, "শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা, ভালোবাসা দেওয়া এবং তাদের খোঁজখবর রাখাড়এই মানবিক সম্পর্কই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই পরিবারের অংশ হিসেবে আমি সবসময় তোমাদের পাশে আছি।" এরপর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি ও ফ্যাকাল্টি সদস্যরা নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত সেশনে ঋ১ স্ট্যাটাস, ভিসা রেগুলেশন, একাডেমিক নিয়মকানুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

পরে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে ক্যাম্পাস ট্যুরে অংশ নেন। একাডেমিক ভবন, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ও স্টুডেন্ট সেন্টারসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ঘুরে দেখানো হয়। ট্যুর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে নতুন বন্ধুত্বের উষ্ণতা মিশে যায় খাবারের স্বাদে।

দুপুরের পর শুরু হয় বিভাগভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন সেশন। যেখানে বিভাগগুলো তাদের শিক্ষাপদ্ধতি, গবেষণার সুযোগ ও ভবিষ্যৎ কর্মপথ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

দিনব্যাপী এই আয়োজন কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা জানান, এই ওরিয়েন্টেশন তাদের আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে এবং নতুন স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সামার ওরিয়েন্টেশন ২০২৫ শেষ হয় নতুন স্বপ্ন, বন্ধুত্ব এবং দায়িত্ববোধ নিয়েড়যেখানে শুরু হয় জীবনের এক নতুন যাত্রা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা-র জমজমাট বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক :একটি রৌদ্রকরোজ্জল ছুটির দিন ছিল গত ৬ জুলাই রবিবার। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস -ফোর্থ অফ জুলাই টানা তিন দিনের ছুটির আমেজে এদিন সকাল থেকেই লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের ম্যাপল প্যাভিলিয়ানটি কানায় কানায় পরিপুর্ণ হয়ে ওঠে চট্টগ্রামবাসীর মুখরিত কলতানে। সকাল ন'টার আগেই পৌঁছে যায় এবারের চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের বনভোজন আয়োজনের কর্মঠ এবং করিৎকর্মা স্বেচ্ছাসেবকরা, কাজে নেমে পড়েন সবাই মিলে।

প্যাভিলিয়নের আশপাশের এলাকাকে বর্ণিলভাবে সাজিয়ে তোলা হয়, তাবু খাঁটানো হয় নানা বিষয় আঙ্গিকে, উল্লেখযোগ্য ছিল মিষ্টি স্বাদের তরমুজ স্ট্যান্ড, সদস্য নবায়ন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহের জন্য বুথ। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আসতে থাকেন অভ্যাগতরা, নানা পোশাকে নানা শহর থেকে। কেউ এসেছেন আটলান্টা থেকে, কেউবা লস এঞ্জেলেস, আটলান্টিক সিটি থেকে বাফেলো, ফিলি থেকে নিউজার্সি, কানেক্টিকাট থেকে কেন্টাকি- সে এক মহামিলন। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা। ঘড়ির কাঁটা বারোতে পৌঁছার আগেই লোকে লোকারণ্য বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের সবুজ বনানী।

কফি, কলা, ক্রসান্ট দিয়ে নাস্তার ব্যবস্থা সাথে চাঁটগাইয়া আড্ডা, আহা- সে কি এক অনুভূতি, ভাষায় অপ্রকাশযোগ্য,শুধু অনুভবে অবিস্মরণীয়।

বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় বেলুন উড়িয়ে, উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদ, আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আব্দুল কাদের মিয়া। তিনি বলেন, চট্টগ্রামবাসীর সাথে যেকোনো আয়োজনে পাশে থাকতে পেরে তিনি গৌরববোধ করেন এবং নিজেকে এর অংশ মনে করেন। গল্প আড্ডায় সময় গড়িয়ে জোহরের নামাজের সময় হলে একসঙ্গে অনেক মানুষ নামাজ আদায় করে খোলা মাঠে- আগেই সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নামাজের পরপরই দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়, মাঠের এক প্রান্তে পুরুষদের জন্য, অন্য প্রান্তে মহিলা এবং শিশুদের জন্য খাবারের বুথ ছিলো। সুশৃঙ্খল এবং সারিবদ্ধভাবে সবাই খাবার নিয়ে তৃপ্তি সহকারে রসনার প্রতি সুবিচার করেছেন। এসবকিছুর মাঝেই চলছে কথা এবং গান।

বনভোজন কমিটির সদস্য সচিব এবং সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ ইছা'র পরিচালনায় বিশাল সবুজ মাঠে নানারকমের খেলার আয়োজন ও ছিলো, বয়েসভিত্তিক দৌড়, অংকের খেলা, ফুটবল, মেয়েদের হাঁড়িভাঙা, দড়ি টানাটানি, অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ছিলো আকাশচুম্বি।

খাওয়ার প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পরেই বসে গানের মেলা। একের পর এক জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন একাধিক শিল্পী। বাপ্পি সোম এবং হাসান মাহমুদ, নাসির এর পরিবেশনা ছিলো হৃদয়গ্রাহী।

মূল সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন শিমুল খান, তিনি তাঁর পরিবেশনা দিয়ে পুরো পিকনিককে মাতিয়ে তুলেন, নাচের তালে তালে সবাই মেতে উঠেন।

আর ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে যায় গরম গরম চা আর মুচমুচে ঝালমুড়ি।

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাবার আগে শুরু হয় আকর্ষণীয় রাফেল ড্র- যার প্রথম পুরুষ্কার ছিলো এক ভরি মাপের সোনার চেইন, দ্বিতীয় পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকিট,৬৫ ইঞ্চি স্মার্ট টিভি, ল্যাপটপ(একাধিক)এবং আরো অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

দিনব্যাপি এই আনন্দ আয়োজনে যারা সাথে থেকে সহযোগিতা এবং কৃতার্থ করেছেন তাঁদের মধ্যে হলেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের মানিক, ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এবং দুইবারের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সাবেক সভাপতি সরোয়ার জামান সিপিএ, ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক কো চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা কোষাধক্ষ্য শামশুল আলম,মবর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ, নির্বাচন কমিশনার এবং সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক সাহাবুদ্দিন সাগর, নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম হারুন, নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন, নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হান্নান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, আবুল হাশেম সিপিএ , সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনির আহমেদ, সাবেক উপদেষ্টা এনাম চৌধুরী, সাবেক সাধারন সম্পাদক মুর্শেদ রিজবি চৌধুরী ও মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সাবেক অন্তর্বতীকালীন কমিটির সদস্য আবুল কাশেম চট্টলা, মোঃ নুরুল আনোয়ার ,কামাল হোসেল মিঠু,সাবেক সহ সভাপতি খোকন কে চৌধুরী,ব□্যাংকার ফজলুল কাদের, শ্রাবণী সিং সিপিএ, ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমান,প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ আমিন, অ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান, আজীবন সদস্য সারওআর হোসেন, সন্দীপ পৌরসভা সমিতির সভাপতি হাজী জাফরউল্লাহ ,ডাঃ সায়েরা হক এম ডি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাममদ হক, সাতকানিয়া সমিতির উপদেষ্টা মোহাম্মদ নবী চৌধুরী , জনাব খোরশেদ আলম,জনাব নাসির আহমেদ,সাতকানিয়া সমিতির সভাপতি আবুল কাশেম , সাধারন সম্পাদক নুরুল আমিন,মিরসরাই সমিতির আবু তাহের,কাউছার আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কক্সবাজারের কৃতি সন্তান রিজবি চৌধুরী, আজীবন সদস□্য গোলাম মাওলা ,বাহদুর চৌধুরী, সমিতির সাবেক কোষাধক্ষ্য দিদারুল আলম, মতিউর রহমান,সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক জামাল চৌধুরী, কাতার চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সফিক বাবু, ফারুক তালুকদার ,মোহামমদ হাবিব মনোয়ার তালুকদার ।মো: আলী নূর-সিনিয়র সহ-সভাপতি ,ফরিদ আহমেদ চৌধুরী তারেক-সহ-সভাপতি ,মোঃ কলিমউল্ল□্যাহ-যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ,এ আজিজ সোহেল-সহ সাধারণ সম্পাদক , মোঃ শফিকুল আলম-কোষাধ্যক্ষ , মোঃ নুরুল আমিন-সহকারী কোষাধ্যক্ষ,মোঃ তানিম মহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক,অজয় প্রসাদ তালুকদার, অফিস সম্পাদক ,ইমরুল কায়সার-সহকারী অফিস সম্পাদক, মো:এনামুল হক চৌধুরী, শিক্ষাও সাংস্কৃতিক সম্পাদক,মোঃ জাবের শফি-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ,মোঃ আকতার হোছাইন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ,মো : ইসা-ক্রীড়া সম্পাদক, মোঃ নাসির চৌধুরী-কার্যনির্বাহী সদস্য,পল্লব রায়-কার্যনির্বাহী সদস্য ,মোঃ মহিম উদ্দিন-কার্যনির্বাহী সদস্য সহ অনেকে অথিতি। চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক্ এর সুযোগ্য সভাপতি মহম্মদ আবু তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আরিফুল ইসলাম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এবারের বনভোজন কমিটির আহবায়ক ইমরুল কায়সার, সদস্য সচিব মহম্মদ ইছা এবং প্রধান সমন্নয়কারী মোহাম্মদ আরিফ চৌধুরী চট্টগ্রামবাসীসহ উপস্থিত সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতে যেকোনো আয়োজনে আজকের মতন সবাইকে অংশ নেবার অনুরোধ জানিয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্যক্তি জীবনে কারাবালার ত্যাগের মহিমা কাজে লাগাতে হবে - নিউ ইয়র্কে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তারা

পরিচয় ডেস্ক : পবিত্র আশুরা বা কারবালার ঘটনা মুসলিম জাহানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে প্রত্যেক মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে। কারবাবালায় যে ত্যাগের মহিমার উদাহারণ সৃষ্টি হয়েছিল এ বিয়োগাত্মক ঘটনা মুসলিম জাহানকে এখনো কাঁদিয়ে বেড়ায়।

গত মঙ্গলবার, ৮ জুলাই, নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও মিলাদে ইসলামিক স্কলাররা এসব কথা বলেন। বাদ মাগরিব আশুরা উদযাপন কমিটি, নিউইয়র্ক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন উডসাইডের আহলে বাইয়াত মসজিদের পেশ ইমাম

ড. সাইয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী। প্রধান অতিথি ছিলেন ড. সাইয়্যেদ আনসারুল করিম আল আজহারী। আলোচনায় অংশ নেন আবু হুরাইরা মসজিদের ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিন, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, মোহাম্মদী সেন্টারের ইমাম কাজী কায়্যুম, আয়োজকদের পক্ষে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, এটর্নি মঈন চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও নুরুল আজিম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবারের আশুরা উদযাপনে অন্যতম আয়োজক সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর। কেরাত পাঠ করেন সাইয়্যেদ মুনতাজির বিল্লাহ রাব্বানী। নাতে রাসুল সা. পাঠ করেন ওমর ফারুক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বার ওয়াহিদ কাজী এলিন, স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বার এনায়েত ও খন্দকার ফরহাদ, ব্যবসায়ী রফিকুল হক টিটো প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আশুরা মুসলিম উম্মাহর নিকট এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও শোকাবহ দিবস রূপে পরিগণিত। এর প্রধান কারণ এই যে, এই দিন কারবালার প্রান্তরে মহানবি হযরত মুহম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) স্বীয় পরিবারবর্গ ও কতিপয় সঙ্গী সহকারে শাহাদত বরণ করেছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তারা যেই আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেছিলেন, তা মুসলিম জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এটা ছাড়াও, আশুরার দিন বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এবারের আশুরা উদযাপনে আয়োজক গিয়াস আহমেদ বলেন, শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর আত্মত্যাগ মানবতার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কারবালার এই শোকাবহ ঘটনা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সত্য ও সুন্দরের পথে চলার প্রেরণা জোগায়।

তিনি বলেন, পবিত্র আশুরা জুলুম ও অবিচারের বিপরীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মানবজাতিকে শক্তি ও সাহস জোগাবে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কের বারী ষ্টেটে লায়ন ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫ এ২ বাংলাদেশের গভর্নর শংকর কুমার রায়ের সংবর্ধনা

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক লায়নিজমের এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক শহর। লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫ এ২ বাংলাদেশের ২০২৫-২০২৬ সালের নির্বাচিত গভর্নর শংকর কুমার রায়, যিনি আগামী ১২ থেকে ১৮ জুলাই অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন, তাকে গত রবিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের বারী স্টেটে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর২-এর ইনকামিং গভর্নর আসেফ বারী এবং গভর্নর স্পাউস মুনমুন হাসিনা বারী।

বারী স্টেটে আয়োজিত এই নৈশভোজে লায়ন শংকর কুমার রায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লায়ন স্মৃতি রায় (লেডি গভর্নর), লায়ন খন্দকার কামরুল হাসান এমজেএফ (রিজিয়ন চেয়ারপারসন ঐছ্ চখউচ) এবং লায়ন শামীমা আক্তার (লালমনিরহাট হাতীবান্ধা গার্ডেনের লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি)। আগত অতিথিদের রেড কার্পেট সংবর্ধনার মাধ্যমে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর নৈশভোজের আয়োজন করা হয় এবং লায়ন শংকর কুমার রায়কে 'প্রোক্লোমেশন' ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে লায়ন পিন বিনিময়ও করা হয়, যা আন্তর্জাতিক লায়নিজমের ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য এবং

ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর২-এর ইনকামিং গভর্নর আসেফ বারী এই আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার সঙ্গে গভর্নর স্পাউস লায়ন্স মুনমুন হাসিনা বারীও উপস্থিত ছিলেন। আসেফ বারী আগামী ১২ থেকে ১৮ জুলাই অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনের মাধ্যমেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর২-এর গভর্নর হিসেবে তার কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই ধরণের আন্তর্জাতিক সম্মেলন লায়ন্স নেতৃবৃন্দের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়, নতুন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং বিশ্বব্যাপী লায়ন্স পরিবারকে আরও সুদৃঢ় করার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয়।

লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম সেবামূলক

সংগঠন, যা ১২০টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত এবং লক্ষ লক্ষ লায়ন্স সদস্য স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে নিবেদিত। সংগঠনটি মূলত পাঁচটি প্রধান ক্ষেত্রে কাজ করে: দৃষ্টিশক্তি রক্ষা (অন্ধত্ব প্রতিরোধে কর্মসূচি, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন), পরিবেশ সংরক্ষণ (বনায়ন, নদী দূষণ রোধ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি), ক্ষুধা নিবারণ (খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় সহায়তা), ডায়াবেটিস প্রতিরোধ (সচেতনতা বৃদ্ধি, স্ক্রিনিং ও সহায়তামূলক কার্যক্রম), এবং শৈশবের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই (আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ও তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো)।

এই বৈশ্বিক সংগঠনটি জাতিসংঘের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখে। শংকর কুমার রায়ের মতো লায়ন নেতৃবৃন্দের আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী সেবামূলক কার্যক্রমকে গতিশীলতা প্রদান করবে।

লায়ন্স শংকর কুমার রায়ের এই নিউইয়র্ক সফর এবং সংবর্ধনা কেবল তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি বাংলাদেশের লায়নিজমের আন্তর্জাতিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই ধরনের বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের লায়ন্স ক্লাবগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী লায়ন্স আন্দোলনের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পারে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের লায়ন্স ক্লাবগুলোর জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পথ প্রশস্ত করবে।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1637, Saturday, July 12, 2025

মামদানিকে ঠেকাতে এককাট্টা নিউইয়র্কের ধনীরা, প্রচারণায় ২০ মিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির সম্ভাব্য নতুন মেয়র হিসেবে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ঠেকাতে শহরের শীর্ষ ধনী ও করপোরেট ব্যক্তিত্বরা একজোট হয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। তাঁরা অন্তত ২ কোটি ডলারের একটি প্রতিরোধ তহবিল গঠন করতে যাচ্ছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নিউইয়র্কার্স ফর আ বেটার ফিউচার মেয়র ২৫' নামে নতুন একটি স্বাধীন ব্যয়ভিত্তিক গোষ্ঠী এই প্রচারণা শুরু করেছে। নির্বাচন বোর্ডে রেজিস্ট্রেশনের পর গত মঙ্গলবার থেকেই তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহলের অনেকেই এই উদ্যোগে জড়িয়ে পড়েছেন। পারশিং স্কয়ারের সিইও বিল অ্যাকম্যান, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আইফোন ১৭তে কী নতুনত্ব আনবে অ্যাপল

পরিচয় ডেস্ক : বছর ঘুরলেই আইফোন-ভক্তরা নতুন মডেলে ভিন্নতার অপেক্ষায় থাকেন। কারণ, আগে থেকেই উৎকণ্ঠা তৈরি হয় নতুন মডেল ঘিরে। অন্যদিকে, আইফোন নির্মাতা অ্যাপল নিজেও সাধ্যমতো পরিবর্তন আনতে কাজ করে।জানা গেছে, নতুন আইফোনে দ্রুতই হিডেন ফেস আইডি, বেজেলহীন ও পাঞ্চ-হোলহীন সুবিধা যুক্ত হচ্ছে না। রিপোর্টে প্রকাশ, উল্লিখিত সুবিধার মডেলের দেখা আপাতত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসায় নতুন ফি, যুক্তরাষ্ট্রে আসতে খরচ বাড়বে বাংলাদেশিদেরও

পরিচয় ডেস্ক: গত ৪ জুলাই 'বিগ বিউটিফুল বিল'-এ স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বিল অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন শুল্ক কমাতে বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের ব্যর্থতার কারণ কী?

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে এ নিয়ে গত তিন মাসে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর কোনো ফল আসেনি, বেশি দূর অগ্রগতি নেই অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ থাকলেও তারা আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছেছে, ভারতও সমঝোতায় গেছে। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। তাদের ওপর যে শুল্ক ছিল, সেটা অর্ধেক থেকেও কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমাদের প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে। বিষয়টাকে অন্যান্য দেশের মতো করে ভাবেনি সরকার। শুধু প্রধান উপদেষ্টা যে চিঠি দিয়েছেন, সেটার বাইরে খুব বেশি একটা অগ্রগতি নেই। ফলে চিঠির প্রতি সম্মান দেখিয়ে দুই শতাংশ কমিয়ে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখন যেভাবেই হোক একটা বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে। আর দরকষাকষির সময় নেই। অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপের ফলে তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর আবারও ধাক্কা লাগবে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ইউটিউবে আয় সহজ হবে না, কঠিন হচ্ছে নিয়ম

জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবে কনটেন্ট বানিয়ে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করেন। বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট আপলোড করেন এখানে। যেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয়।

তবে এবার ইউটিউব কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য নতুন নিয়ম আনলো। যা কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য একটি দুঃসংবাদ বটে! কঠোর হতে যাচ্ছে ইউটিউব, ফলে ইউটিউব থেকে আয় করা কঠিন হয়ে পড়বে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

কানাডা ছাড়ছেন বহু মানুষ, কী হলো?

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম উন্নত ও কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য দেশ কানাডা। উন্নতমানের জীবনযাপন, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক অভিযানে বাংলাদেশের সামনে নতুন বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ

ইমাম হোসেন অপন: গত ৭ জুলাই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্ব *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

কানাডায় বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন প্রতারক নেটওয়ার্কের উন্মোচন

নজরুল ইসলাম মিন্টো: পড়াশোনা, চাকুরি, উন্নত জীবন, নিরাপত্তা, কিংবা শুধু একটা ভালো ভবিষ্যৎ- এই স্বপ্ন নিয়েই প্রতিবছর হাজারো তরুণ-তরুণী পাড়ি জমায় কানাডার পথে। বাংলাদেশের শহর-গ্রাম থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই স্বপ্নের খোঁজে বের হওয়া মানুষের দীর্ঘ সারি। কানাডার ইমিগ্রেশন সিস্টেমের সৌজন্যে, এইসব মানুষদের কেউ আসে স্টুডেন্ট ভিসায়, কেউ আসে পারিবারিক স্পনসরশিপে, কেউ বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। কিন্তু ২০২৪ সালে এসে দেখা গেছে, এই বৈধ পথের আড়ালে তৈরি হয়েছে সুপরিকল্পিত এজেন্ট নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তির অপব্যবহার, আর হাজারো নিরীহ মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আহ্নিক গতি : হঠাৎ জোরে ঘুরছে পৃথিবী

পরিচয় ডেস্ক : রাজধানীসহ সারাদেশে গত তিন দিন ধরে চলছে টানা বৃষ্টি। বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভব হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির। এর মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষ টের পেল না, পৃথিবীর ইতিহাসে গত ৯ জুলাই স্মরণকালের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দিনটি পার করে ফেলেছে তারা। শুধু বাংলাদেশ কেন; অন্য দেশগুলোর মানুষের পক্ষেও হয়তো তা অনুধাবন *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*